তাওহীদের ডাক

৬৪ তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২৩
www.tawheederdak.com

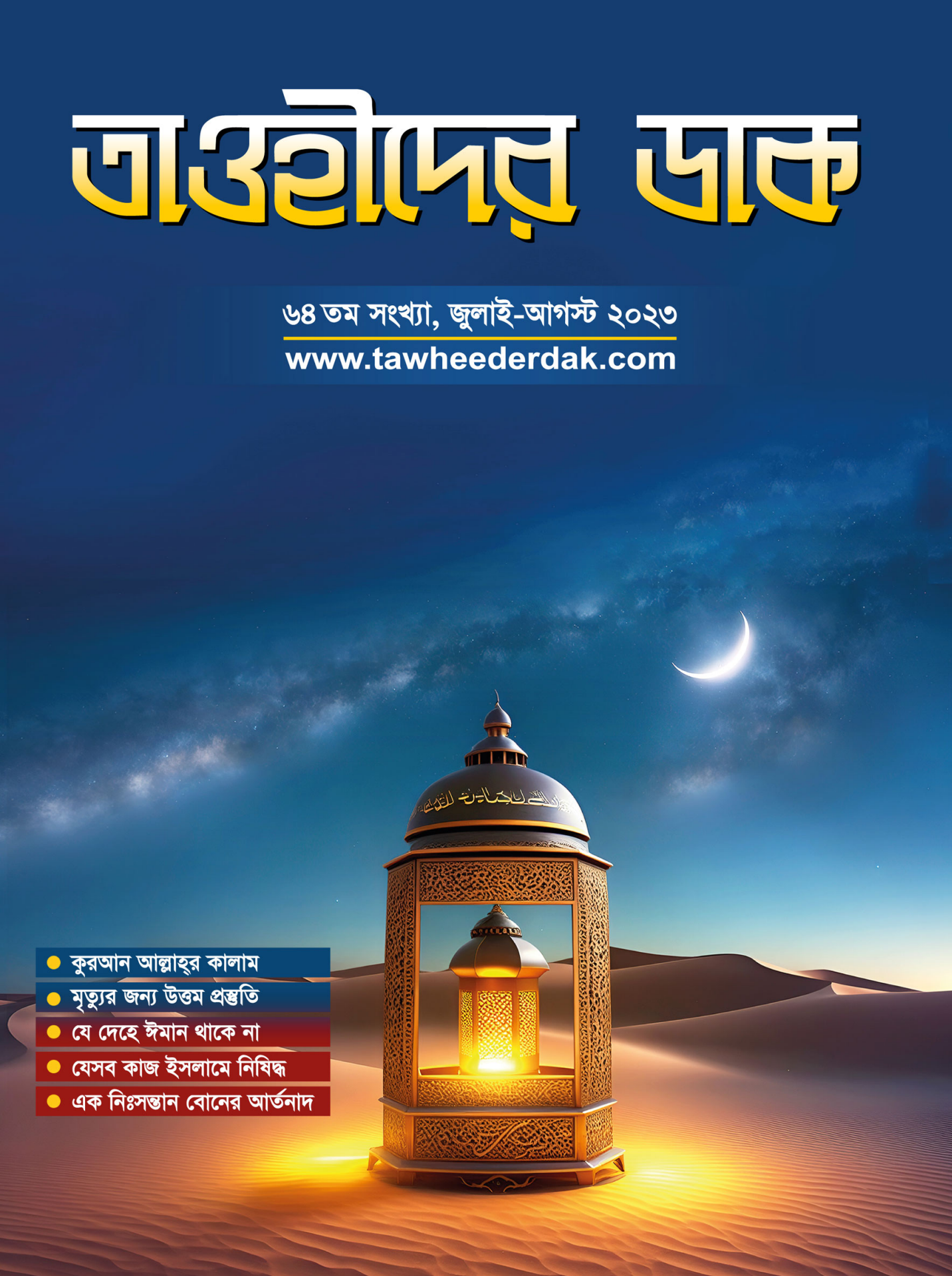

- কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম
- মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি
- যে দেহে ঈমান থাকে না
- যেসব কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ
- এক নিঃসন্তান বোনের আর্তনাদ

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

কাজের অগ্রগতি : পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গার কাজ শেষ পর্যায়ে, শীঘ্রই পাইলিং শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৬৪ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ

তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
  কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
- অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ৩
  আক্বীদা
- **কুরআন মাখলূক নয়; বরং আল্লাহ্র কালাম** ৫
  আশরাফুল আলম
  তাবলীগ
- **মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি** ৭
  আব্দুর রহীম
  তারবিয়াত
- **আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ (২য় কিস্তি)** ১২
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **উত্তম মানুষ হওয়ার উপায় (শেষ কিস্তি)** ১৬
  মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
  তাজদীদে মিল্লাত
- **যেসব কাজ ইসলামে অপসন্দনীয়** ১৯
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **সাক্ষাৎকার : শামসুল আলম (যশোর)** ২৪
  ইংরেজী প্রবন্ধ ৩২
- **The Shepherd Prays for a Sinner**
- **Khair, Inshallah (It is good, as God Wills it)**
  Professor Nazeer Ahmed
  সমকালীন মনীষী
- শায়খ ড. আব্দুর রাযযাক বদর ৩৪
  পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে
- **শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায় (শেষ কিস্তি)** -মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ৩৫
  সাময়িক প্রসঙ্গ
- **বাংলাদেশের বাজেট ২০২৩-২৪** ৩৭
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
  অর্থনীতির পাতা
- **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামী রাজস্বনীতি** ৪০
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দেক
  শিক্ষাঙ্গন
- **হিজরী ৩য় শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা** ৪৪
  নাজমুন নাঈম
- **পরশ পাথর :** স্টিফেন লেকার ইসলাম গ্রহণ ও দাওয়াতী জীবন ৪৫
- **অনুবাদ গল্প :** এক ফোঁটা মধু ৪৭
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে :** একজন ক্ষুধার্ত দিনমজুরের দো'আ ৪৯
- এক নিঃসন্তান বোনের আর্তনাদ ৪৯
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব

আকাংখা, প্রত্যাশা, উচ্চাভিলাষ মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অংশ। মানুষ স্বপ্ন দেখে বলেই স্বপ্নের পিছনে ছোটে। উচ্চাকাংখা আছে বলেই প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার নেশা তাকে ক্লান্তিহীন ছুটে চলার রসদ জোগায়। আকাশছোঁয়া স্বপ্নের বুননই শত কষ্টের মাঝে দৃঢ় রাখে। বড় কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা ছোট কিছু ত্যাগ করার মানসিক পরিপক্কতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে আসে। আমাদের এই চাওয়া বা প্রত্যাশার সীমানা কখনও দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে; আবার কখনও আসমান-যমীনের গণ্ডি পেরিয়ে মৃত্যু পরবর্তী জীবন অবধি পরিব্যপ্ত হয়।

তবে সত্যিকার অর্থে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রাই মূলতঃ দুনিয়ামুখী। দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তাদের যাপিত জীবনের প্রায় সবটুকু। মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস রাখলেও সে ব্যাপারে তারা বেখবর কিংবা গুরুত্বহীন। আখেরাত তাদের কাছে প্রাধান্য না পাওয়ায় দুনিয়া থেকে যতটুকু নেয়ার, সবটুকু কড়ায়-গণ্ডায় তারা বুঝে নিতে চায়। এতে অধিকাংশ সময়ই হয়ত তারা সফল হয় না। ফলে জীবনটা তাদের কাছে যুদ্ধের অপর নাম কিংবা এক সততঃ বিষাদময় উপাখ্যান। আবার এতকিছুর পর প্রত্যাশামাফিক কিছু পেলে হয়ত সন্তুষ্ট হয়- কিন্তু সেটাও যেন তারা উপভোগ করতে পারে না। কারণ 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না' বাণীগুচ্ছের মত দোলাচলে থেকে তারা আরো পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। আরো চাই, আরো চাই- তাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে ফেরে। এভাবে জীবনে সবকিছু পাওয়ার পরও তাদের চাহিদার শেষ হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, সামর্থবান, আত্মনির্ভর ব্যক্তির জন্যও একথা চিরন্তন সত্য। এভাবেই চাওয়া ও পাওয়ার সীমাহীন দ্বন্দ্বে ভরপুর মানবজীবন। মৃত্যু অবধি এর অবসান হয় না। আল্লাহর ভাষায়- 'অধিক পাওয়ার আশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১-২)*।

সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন আসে- আমাদের জীবনে এমন সময় কি আসবে, যখন আমাদের সব চাওয়াগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে? আমাদের না পাওয়ার বেদনাগুলো সব চিরতরে ঘুচে যাবে? হ্যাঁ, সেই সময় একদিন অবশ্যই আসবে। যেদিন বিশ্বাসী মানুষ তার রবের সন্তুষ্টি লাভ করে চিরন্তন জান্নাতের মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে। যেদিনের পর চাওয়া-পাওয়ার এই দ্বন্দ্ব চিরতরে ঘুচে যাবে। সেটাই হবে আমাদের পূর্ণতার জীবন। সর্বময় প্রাপ্তির জীবন। সেই সর্বাঙ্গীন সফল জীবনই পরম আরাধ্য- যার অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান প্রতিটি ঈমানদার হৃদয়।

প্রিয় পাঠক, দুনিয়াবী জীবনে চাওয়া-পাওয়ার এই দ্বন্দ্বের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। মৃত্যু অবধি প্রবৃত্তি আমাদেরকে এ পথে অবিরাম তাড়িয়ে ফিরবে। সুতরাং এই অর্থহীন পথ থেকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করা এবং নিজেকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করাই ঈমানদার হিসাবে আমাদের কর্তব্য। এজন্য আমাদের করণীয় হ'ল।

(ক) অল্পে তুষ্টি : অল্পে তুষ্ট জীবন মানেই পরিতৃপ্ত জীবন। যতটুকু নে'মত আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা নিয়েই সে ভীষণ সন্তুষ্ট থাকে। বিপদ-আপদে সকাতর কিংবা সহিংস না হয়ে নিরবে-নিভৃতে প্রভুর প্রতি ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করে। সে তার যাবতীয় কামনা-বাসনাকে রবের সাথে সংযুক্ত রাখে। ফলে তার প্রাপ্তির আকাংখা কখনও আকাশছোঁয়া হয় না, আবার অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে নৈরাশ্যের আঁধারে ডোবায় না। কারণ সে জানে আল্লাহ তার জন্য যা বন্দোবস্ত রেখেছেন, সেটাই তার জন্য সর্বোত্তম। তেমনিভাবে আমাদের চাওয়া চূড়ান্ত নয়; বরং আল্লাহর চাওয়াই চূড়ান্ত। তিনিই তো সবকিছু অবগত এবং সর্বময় প্রজ্ঞার অধিকারী *(দাহর ৩০)*।

(খ) মধ্যপন্থা : Life is short, keep enjoying কিংবা 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক'-এর মত আগ্রাসী চিন্তাধারা নয়; বরং সৎ, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণই তার কাছে কাম্য। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণচিন্তা তাকে ভারসাম্যতা দান করে। আল্লাহর ভাষায়- 'আর আল্লাহ তোমাকে যা (নে'মত, ধন-সম্পদ) দিয়েছেন, তা দিয়ে (উত্তম পন্থায় ব্যবহারের মাধ্যমে) পরকালের কল্যাণ কামনা কর। তবে দুনিয়ার (জন্য করণীয়, তথা অন্যের হক আদায় করা বা নিজের বৈধ চাহিদা পূরণের) অংশ ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনভাবে তুমিও (অন্যের প্রতি) অনুগ্রহ কর। আর পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না' *(ক্বাছাছ ৭৭)*।

এই মধ্যপন্থী অবস্থানের কারণে এমনকি শত্রুর শত্রুতা ও বিদ্বেষ; কারো প্রতি ক্ষোভ ও অভিযোগও তাকে আড়ষ্ট করে না। প্রতিশোধপরায়ণ করে না। বরং সর্বদা ছাড় দিতে শেখায়। ক্ষমা করার সুযোগ করে দেয়। কেননা জীবনের অর্থ তার কাছে সুগভীর। জীবনের পরমার্থ তাকে সর্বদা সত্যনিষ্ঠ, বিবেকবান, সহানুভূতিশীল রাখে। কাজী নজরুল ইসলাম কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন, 'তুমি কারো অবিচারের বিচার করো না। কারোর ভুলের প্রতিশোধ ভুল দিয়ে করো না। কে তোমায় অপমান করতে পারে, যদি নিজেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পার। যার কল্যাণ কামনা করা, সে যদি কোনদিন তোমায় দূর্ভাগ্যবশতঃ বিষদৃষ্টিতেই দেখে- তাকেই বরণ করে নিও। তাকে ত্যাগ করো না' *(নজরুল রচনা সমগ্র ৪/৪০৫)*।

(গ) আখেরাতমুখী জীবন : দুনিয়ামুখী বস্তুবাদী জীবনের পিছনে ছুটে চলা মানুষ শত প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট হতে পারে না। দিনশেষে হতাশা, অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে দিশাহারা করে তোলে। জীবনের বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় অস্থিরতা; বেপরোয়া চিন্তা; অন্যের সাথে অসুস্থ দুনিয়াবী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া; মাল-মর্যাদা, সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জন করা; অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা কিংবা অর্থের নেশাই তার কাছে জীবনের মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে আখেরাতমুখী জীবন হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস তাকে এমন আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্ত হৃদয় করে যে, কোন অবস্থাতেই সে নিয়ন্ত্রণহীন হয় না, জীবনের সর্বাধিক কঠিন মূহূর্তেও সে আদর্শহীনতার পরিচয় দেয় না, অনৈতিকতার পথ বেছে নেয় না। আখেরাতে মুক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে তাকে সর্বদা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে অবিচল রাখে। চাওয়া-পাওয়ার বস্তুবাদী হিসাব-নিকাশ থেকে তাকে দূরে রাখে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস তাকে এমনই নির্ভার রাখে যে, সে সহসাই বলতে পারে - نصيبك يصيبك ولو كان بين جبلين و ما ليس نصيبك لن يصيبك ولو كان بين شفتين 'যা তোমার ভাগ্যে আছে, তা যদি দুই পাহাড়ের মাঝেও থাকে, তবুও তোমার কাছে পৌঁছে যাবে; আর যা তোমার ভাগ্যে নেই তা যদি তোমার দুই ঠোঁটের মাঝে থাকে, তবুও তা তোমার কাছে পৌঁছাবে না'। রবের প্রতি এই অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা তাকে সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, অন্যায় কাজে বাধা দেয়। আর এভাবেই সে হয়ে ওঠে পূর্ণতা ও নাজাতের পথে ছুটে চলা এক জান্নাতী মানুষ। আল্লাহ আমাদের দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে থেকে অল্পে তুষ্ট, মধ্যমপন্থী ও আখেরাতমুখী জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ-

(১) 'আর তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারের পর তা পূর্ণ কর এবং শপথ পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ কর না। কেননা তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহকে যামিনদার করেছ। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন' *(নাহল ১৬/৯১)*।

٢- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا-

(২) 'তোমরা ইয়াতীমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীত, যতদিন না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*।

٣- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-

(৩) '(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য। আর যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থাকে। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

٤- إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-

(৪) 'নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়'আত করেছে, তারা আল্লাহ্র নিকটেই বায়'আত করেছে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন' *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

٥- إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

(৫) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে স্বীয় অঙ্গীকার অধিকতর পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তাওবা ৯/১১১)*।

٦- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ..وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ-

(৬) 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সমূহ রক্ষাকারী' *(মুমিনূন ২৩/১, ৮)*।

٧- بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

(৭) 'হ্যাঁ, (তোমাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি (মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে এবং (আল্লাহকৃত হারাম সমূহ হ'তে) সংযত থেকেছে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেযগারদের ভালবাসেন' *(৭৬)*। 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার ও তাদের শপথ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না ও তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/৭৬-৭৭)*।

٨- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا

إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

(৮) উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমার জন্য ছয়টি জিনিসের যামিনদার হয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিনদার হয়ে যাব; (১) কথা বললে সত্য কথা বল, (২) প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ কর, (৩) তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত কর, (৫) চক্ষু অবনত কর এবং (৬) হাতকে সংযত রাখ'।[১]

৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَوْفُوا بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَعْنِي الإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلَامِ-

(৯) আমর বিন শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহেলী যুগের চুক্তিগুলোও (শরীআতের খেলাফ না হ'লে) পূর্ণ করবে। ইসলাম এর দৃঢ়তাই বৃদ্ধি করে। ইসলামে আর নতুন করে এ ধরণের চুক্তি করতে যেও না'।[২]

১০- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হজ্জের মান্নত করেছিলেন তবে তিনি আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করতে পারি? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার পক্ষ হ'তে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহ্র হক পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহ্র হকই সবচেয়ে বেশী আদায়যোগ্য'।[৩]

(১১) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

১. আহমাদ হা/২২৮০৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০১; মিশকাত হা/৪৮৭০।
২. তিরমিযী হা/১৫৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৩৯৮৩।
৩. বুখারী হা/১৮৫২।

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে ৪টি আচরণ থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (২) যখন কোন চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে (৩) যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা অমান্য করে এবং (৪) যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বেহুদা বা বাজে কথা বলে'।[৪]

(১২) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ -

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। (১) যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করল। (২) যে ব্যক্তি কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। (৩) আর যে ব্যক্তি কোন মজুর নিয়োগ করে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কাজ আদায় করল এবং তার পারিশ্রমিক দিল না'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবু হাতেম রাযী (রহঃ) বলেন, 'অঙ্গীকার পূর্ণ করা ব্যতীত সত্যবাদিতার কোন কল্যাণ নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহভীতি ব্যতীত ধর্মীয় জ্ঞানের কোন কল্যাণ নেই'।[৬]

২. আবু তালেব মাক্কী (রহঃ) বলেন, 'অঙ্গীকার পূর্ণ করার মাধ্যমে তওবার উপর দৃঢ় থাকা যায়। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও মিথ্যার দ্বারা আল্লাহ্র সীমা লংঘন হয়'।[৭]

৩. আলী বিন আহমাদ বিন হাযম (রহঃ) বলেন, 'ন্যায়নীতি, উদারতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে অঙ্গীকার পূর্ণ হয়'।[৮]

৪. রাগেব আছফাহানী (রহঃ) বলেন, 'কথা ও কর্মে সত্যবাদিতা অবলম্বনই অঙ্গীকার পূর্ণ করার শামিল'।[৯]

সারবস্তু :

১. অঙ্গীকার পূর্ণ করা একজন মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

২. অঙ্গীকার যতই ছোট হৌক না কেন তা সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে পূর্ণ করা যরূরী।

৩. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়, তার মধ্যে মুনাফিকীর জন্ম হয়।

৪. মুসলিম হৌক বা কাফের তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা আবশ্যক। নচেৎ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

৪. বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬ 'ঈমান' অধ্যায়।
৫. বুখারী হা/২২২৭; মিশকাত হা/২৯৮৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৬. ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী, রওযাতুল উক্বালা ওয়া নুযহাতুল ফুযালা, পৃ. ৮৯।
৭. কুওতুল কুলুব, আবু তালেব মাক্কী, পৃ. ১/৯১।
৮. আখলাকু ওয়াস সীরাহ ফী মুদাওয়াতিন নুফূস, পৃ. ৬০।
৯. আয-যারী'আতু ইলা মাকারিমিশ শারী'আত, পৃ. ২০৯।

কুরআন মাখলূক নয়; বরং আল্লাহ্র কালাম

-আশরাফুল আলম

[পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)। তিনি ইলমে হাদীছের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের কারণে পাকিস্তানের আলবানী খ্যাত ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রের তাহক্বীক্বের পাশাপাশি আরবী ও উর্দূ ভাষায় বিভিন্ন গবেষণাধর্মী বই রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ১০ই নভেম্বর ২০১৩ সালে ইন্তে কাল করেন। তাঁর রচনাবলী থেকে উর্দূ ভাষায় লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতওয়া ইলমিইয়াহ'র আক্বীদা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠকদের উদ্দেশ্যে অনুবাদ করা হ'ল।]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর নানাবিধ ফিৎনার উদ্ভব হয়। যা এখনও চলমান। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে উমাইয়া খিলাফতকালে ওয়াছিল বিন আত্বার হাত ধরে মু'তাযিলা নামক ফের্কার আবির্ভাব হয়। যাদের দ্বারা মুসলিম সমাজে অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তন্মধ্যে মারাত্মক একটি ভ্রান্ত আক্বীদা হ'ল কুরআন আল্লাহ্র কালাম নয় বরং তা আল্লাহর মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তু। এই ফিৎনা মোকাবিলার জন্য কারাগারে যেতে হয়েছিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও তাঁর সাথীদের। একের পর এক চাবুকের আঘাত করা হয়েছিল তাঁকে। যখনই তাঁর কাছে বলা হয়েছে, আপনি কি মানেন কুরআন আল্লাহ্র মাখলূক? তিনি বারবার বলেছেন, কুরআন আল্লাহ্র কালাম, তোমরা তোমাদের দাবীর পক্ষে একটি কুরআনের আয়াত অথবা একটি হাদীছ নিয়ে আস।

কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়ার দলীলসমূহ :

কুরআন আল্লাহ্র কালাম, যা আল্লাহ্র সৃষ্ট নয়। এটিই হ'ল বিশুদ্ধ আক্বীদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ– 'আর যদি মুশরিকদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহ'লে আশ্রয় দাও। যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। কারণ এরা অজ্ঞ সম্প্রদায়' *(তাওবাহ ৯/৬)*। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মানুষদের সামনে যে কুরআন পড়তেন তা আল্লাহ্র কালাম। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,–وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বপালকের পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(শো'আরা ২৬/১৯২)*।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফায় অবস্থানকালে লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي– 'তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আমার কওম কুরায়েশদের কাছে নিয়ে যেতে পারে? কেননা, কুরায়েশরা আমার রবের কালামকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করছে'।[১]

কুরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়ার বিষয়ে অভিমত সমূহ :

(১) আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলতেন'।[২] যখন সূরা রূমের প্রথম আয়াত নাজিল হ'ল তখন মক্কার মুশরিকরা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে বলল, এটি তোমার কথা নাকি তোমার সাথীর কথা? তখন তিনি বললেন, না এটি আমার কথা, আর না আমার সাথীর কথা। বরং এটি আল্লাহ্র কালাম'।[৩]

(২) ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (১০৭-১৯৮ হি.) বলেছেন, 'আমি ৭০ বৎসর পূর্বে আমার উস্তাযদের মধ্যে অন্যতম উস্তায তাবেঈ আমর ইবনু দীনার (৪৬-১২৬ হি.)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন আল্লাহ্র কালাম তা মাখলুক নয়'।[৪]

(৩) জা'ফর ছাদিক (৮৩-১৪৮ হি.) কুরআন সৃষ্ট হওয়ার বিরোধিতা করে বলেছেন, 'এটি আল্লাহ্র কালাম'।[৫]

(৪) ইমাম মালেক ইবনু আনাস (৯৩-১৭৯ হি.) কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলতেন। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে সৃষ্ট বলত, তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করতেন। তিনি বলতেন, মেরে মেরে তাকে সাজা দিতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বন্দী রাখতে হবে'।[৬]

(৫) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে সৃষ্ট বলবে সে কাফের'।[৭]

(৬) অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলতেন, যে কুরআনকে সৃষ্ট বলত'।[৮] তিনি বলতেন, 'কুরআন হ'ল আল্লাহ্র ইলমের অংশ, আর আল্লাহ্র ইলম সৃষ্ট নয়। একইভাবে কুরআন আল্লাহ্র কালাম তা সৃষ্ট নয়'।[৯] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে শব্দগতভাবে সৃষ্ট বলে, তাহ'লে বুঝতে হবে সে জাহমী আক্বীদায় বিশ্বাসী'।[১০] এমন কথা যারা বলে তিনি

---

১. *আবুদাউদ হা/৪৭৩৪; তিরমিযী হা/২৯২৫; ইবনু মাজাহ হা/২০১।*
২. *বায়হাক্বী, কিতাবুল আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃ. ২৩৯-২৪০ ।*
৩. *বায়হাক্বী, কিতাবুল ই'তিক্বাদ (তাহক্বীক্ব : আহমাদ ইবনু ইব্রাহীম) পৃ. ১০৮, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৭; সনদ ছহীহ।*
৫. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৬৫; বায়হাক্বী কিতাবুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ১০৭।*
৬. *আবু বকর, আশ-শারী'আহ, পৃ. ৭৯; হা/১২২, সনদ হাসান।*
৭. *হিলইয়াতুল আওলিয়া পৃ. ৯/১১৩; সনদ হাসান।*
৮. *মাসায়েলে আবুদাউদ পৃ. ২৬২।*
৯. *ছালেহ আহমাদ বিন হাম্বল, আল-মিহনা, পৃ. ৬৯; আল-আক্বীদাতুস সালাফিয়াহ, পৃ. ১০৬।*
১০. *ইসহাক্ব বিন ইব্রাহীম বিন হানী আন-নায়সাপুরী, মাসায়েলে আহমাদ বিন হাম্বল, ২/১৫২ পৃ.।*

তার পিছনে ছালাত আদায়, তার সাথে বসা এবং তাকে সালাম দিতে নিষেধ করতেন'।[১১]

(৭) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু ইদ্রিস ইবনু ইয়াজিদ আল কুফী (মৃ. ১৯২ হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে সৃষ্ট বলে তাকে যিনদীক (নাস্তিক, অবিশ্বাসী) বলতেন'।[১২]

(৮) ইমাম ওয়াহ্হাব বিন জারীর ইবনু হাযেম (১৩০-২০৬ হি.) বলেছেন, 'কুরআন সৃষ্ট নয়'।[১৩]

(৯) ইমাম আবুল ওয়ালিদ ত্বয়ালিসী (১৩৩-২২৭ হি.) বলেন, 'কুরআন আল্লাহ্র কালাম, কুরআন সৃষ্ট নয়। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি মন থেকে কুরআন সৃষ্ট হওয়ার আক্বীদা রাখে, সে ইসলাম থেকে খারিজ অর্থাৎ সে কাফের'।[১৪]

(১০) প্রসিদ্ধ ক্বারী ইমাম আবু বকর ইবনু আইয়াশ আল-কুফী (৯৫-১৯৩ হি.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমার সামনে কুরআনকে সৃষ্ট বলে, সে আমাদের নিকটে কাফের, নাস্তিক ও আল্লাহ্র দুশমন। তার কাছে বসবে না, তার সাথে কথা বলবে না'।[১৫]

(১১) কাযী মুয়ায ইবনু মুয়ায (১১৯-১৯৬ হি.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে, কুরআন সৃষ্ট, সে মহান আল্লাহকে অস্বীকার করল'।[১৬]

(১২) ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনু ইয়াহইয়া বুয়াইতিয়ী (মৃ. ২৩১হি.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফের'।[১৭]

(১৩) ইমাম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস (১৩২-২২৭ হি.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, তার পিছনে ছালাত পড়া যাবে না। কেননা সে কাফের'।[১৮]

(১৪) আবুল আলিয়াকে ইব্রাহীম নখঈ (৪৭-৯৬) বলেছিলেন, أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ قَدْ سَمِعَ أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ– 'আমি মনে করি তোমার সাথী শুনেছে, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ অস্বীকার করবে, তাহ'লে সে পুরো কুরআনকেই অস্বীকার করল'।[১৯]

(১৫) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব শারহু আক্বীদাতু তাহাবীতে আছে, কুরআন আল্লাহ্র কালাম, সৃষ্ট নয়। কুরআন শুনে যদি কেউ মনে করে এটা মানুষের বর্ণিত কালাম, তাহ'লে সে কুফরী করল। আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা করেছেন'।[২০]

(১৬) ইমাম আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফাযল আত-তায়মিয়ী আল-আসফাহানী (রহঃ) আছহাবুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'বর্তমানে যে কুরআন লিখিত আছে এবং যা মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে, প্রকৃতপক্ষে এটাই হ'ল আল্লাহ্র কালাম, যা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে ছাহাবা পর্যন্ত পৌঁছেছে'।[২১]

(১৭) আবু মুহাম্মাদ আল-জুয়ায়নী বলেন, 'বাস্তবতা হ'ল, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অক্ষর ও আওয়ায সহই কথা বলেছেন, যেমনটি তাঁর মর্যাদার সাথে যায়। কেননা তিনি কাদীর। আর কাদীর কোন অঙ্গ, কণ্ঠ ও কণ্ঠনালীর মুখাপেক্ষী নয়। আর এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই বক্ষ প্রশান্ত হয় এবং সমস্ত অস্থিরতা থেকে মানুষ শান্তি পায়'।[২২]

কিছু মানুষ আল্লাহ্র কালামকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। কালামে নাফসী ও কালামে লাফযী। নিঃসন্দেহে এমন ভাগ করাটা বিদ'আত। এভাবে যারা ভাগ করে তারা শব্দগতভাবে কুরআনকে 'সৃষ্ট' বলে চিৎকার করে। এমন লোকদেরকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) জাহমিয়াদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন।[২৩]

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নামে যে কথা প্রসিদ্ধ আছে 'লাফযী বিল কুরআন' তা বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। বরং ইমাম বুখারী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, والقران كلام الله غير مخلوق 'আর কুরআন আল্লাহ্র কালাম, সৃষ্টবস্তু নয়'।[২৪]

ইমাম নুয়াঈম ইবনু হাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, সৃষ্ট কোন বস্তুর নিকট পানাহ চাওয়া যায় না। একইভাবে বান্দার কথা, জিন ইনসান ও ফেরেশতাদের নিকটও পানাহ চাওয়া যায় না। অর্থাৎ সৃষ্ট কোন কিছুর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিৎ নয়। বর্ণনাকারী ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এই কথার মধ্যে দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ্র কালাম সৃষ্ট নয়। আর তিনি ছাড়া বাকি সব জিনিস সৃষ্ট'।[২৫]

পরিশেষে, এ ধরনের অসংখ্য বর্ণনার মাধ্যমে আহলে সুন্নাহর ঐক্যমতে এই আক্বীদা প্রমাণিত যে, মুসলিমদের কাছে যে কুরআন আছে তা আল্লাহ্র কালাম, সৃষ্ট নয়। আর যে বলে সৃষ্ট, সে কাফের। এটি ঐ কুরআন যা লাওহে মাহফুযে লেখা আছে এবং জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী রহমাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল করেছেন। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ছাহাবীদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। ছাহাবাগণ তাবেঈনদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সম্মানিত তাবেঈনগণ তাবে-তাবেঈনদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এটি ঐ কুরআন, যা মাছহাফ আকারে লিখিত আছে, যা মুসলিম উম্মাহ সর্বদা তিলাওয়াত করে।

[অনুবাদক : মাস্টার্স, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।]

১১. *প্রাগুক্ত।*
১২. *ইমাম বুখারী, খলকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৮।*
১৩. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৬৬; সনদ ছহীহ।*
১৪. *প্রাগুক্ত।*
১৫. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৬৭।*
১৬. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৬৭-২৬৮।*
১৭. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৬৮।*
১৮. *প্রাগুক্ত।*
১৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩০১০৯।*
২০. *শারহু আক্বীদাতুত তাহাবী, পৃ. ১৭৯ ।*
২১. *আলহুজ্জাহ ফি বায়ানিল মুহাজ্জাহ ১/৩৬৮ পৃ.।*
২২. *মাসআলাতুল হুরূফ ওয়াছ ছাউত, পৃ. ১১।*
২৩. *মাসায়েলে আবুদাউদ, পৃ. ২৭১।*
২৪. *খলকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ২৩।*
২৫. *খলকু আফ'আলিল ইবাদ পৃ. ৮৯।*

মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি

-আব্দুর রহীম

ভূমিকা : দুনিয়ায় মানব জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর এবং বড় বিপদ হ'ল মৃত্যু। মৃত্যু এমন এক সত্য বিষয় যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সেজন্য মৃত্যু ও তার পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ মানুষ জানেনা দিনে বা রাতে কখন এই বিপদ হাযির হয়ে যাবে। এজন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির গুরুত্ব : মৃত্যু এমন এক সাথী যা কখনো সঙ্গ ত্যাগ করে না। যে কোন সময় মৃত্যু সাথে করে নিয়ে চলে যাবে। মৃত্যুর সাথে প্রতিটি জীব একদিন সাক্ষাৎ করবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

তিনি আরও বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর শোকাতুর ছাহাবীদের সান্ত্বনা দিয়ে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) অত্র আয়াতটি পাঠ করেছিলেন'।[১]

একজন মানুষ কোথায় মারা যাবে সে বিষয়েও সে ওয়াকিফহাল নয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে বলেন, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– 'আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*। তিনি আরও বলেন, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 'অতঃপর যখন সেই মেয়াদকাল এসে যায়, তখন তারা সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাতেও পারে না, আগাতেও পারে না' *(নাহল ১৬/৬১)*।

আর এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ ، يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ– 'যে মুসলিমের নিকট অছিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য সে অছিয়তনামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) না রেখে দু'রাত কাটানোও জায়েয নয়। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي– 'আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে আমার অছিয়তনামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে'।[২]

আল্লাহ তা'আলা পরকালীন প্রস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ– 'জিবরীল এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তাকে ছেড়ে যাবে। যা খুশী তুমি আমল কর। কিন্তু মনে রেখ তুমি তার ফলাফল পাবে। জেনে রেখ, মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে

১. *বুখারী হা/৩৬৬৮।*

২. *বুখারী হা/২৭৩৮; মুসলিম হা/১৬২৭; মিশকাত হা/৩০৭০।*

রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[৩]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা হাত দিয়ে আমার দু'কাঁধ ধরলেন। তারপর বললেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حياتك لموتك 'দুনিয়ায় তুমি এমনভাবে থাক যেমন- তুমি একজন অপরিচিত আগন্তুক অথবা পথিক। (এরপর থেকে) ইবনু ওমর (রাঃ) লোকদের বলতেন, সন্ধ্যা হ'লে আর সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে, সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। নিজের সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করবে অসুস্থতার আগে ও জীবনের সুযোগ গ্রহণ করবে মৃত্যুর আগে'।[৪]

আমরা যেভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব :

১. ফরয ইবাদতসমূহ পালন করা এবং কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা : মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ইসলামের মৌলিক চারটি ইবাদত পালন করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত। আর যারা এই আমলের উপর অটল থাকবে, জানতে হবে সে পরকালের প্রস্তুতির উপরে আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ المَوْتِ– 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভাল কাজে নিয়োজিত করেন। প্রশ্ন করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল! কিরূপে তার দ্বারা ভাল কাজ করান? তিনি (ছাঃ) বললেন, মৃত্যুর আগে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন'।[৫]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ– 'পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীন ইসলাম স্থাপিত- (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহের) হজ্জ করা এবং (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৬]

উপরোক্ত ইবাদতগুলো পালনরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার পরবর্তী জীবন সুখময় হবে বলে আশা করা যায়। ফরয ইবাদতগুলো যেমন সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে আদায় করতে হবে, তেমনি কবীরা গুনাহগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا– 'যদি তোমরা কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ'লে আমরা তোমাদের (ছগীরা) গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক গন্তব্যে (জান্নাতে) প্রবেশ করাব' *(নিসা ৪/৩১)*। তিনি আরও বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্মসমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী *(আন-নাজম ৫৩/৩২)*।

২. একনিষ্ঠ তওবা করা : মৃত্যুর আসার পূর্বেই তওবা করতে হবে। কারণ তওবা এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার *(নূর ২৪/৩১)*। তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেদিন আল্লাহ স্বীয় নবী ও তার ঈমানদার সাথীদের লজ্জিত করবেন না *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ 'গুনাহ হ'তে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত যার কোন গুনাহ নেই'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, অনুশোচনাই হ'ল তওবা'।[৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরাইশরা নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, তুমি তোমার রবের নিকট দো'আ কর যেন ছাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দেন, তাহ'লে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব। তিনি বললেন, তোমরা তাই করবে? তারা বলল, হ্যাঁ। ইবনে আব্বাস বলেন, অতঃপর তিনি দো'আ করেন, ফলে তার নিকট জিবরীল আগমন করেন ও বলেন, তোমার রব তোমাকে সালাম করেছেন, তিনি বলছেন, যদি তুমি চাও

---

৩. *ছহীহাহ হা/৮৩১; ছহীহুল জামে' হা/৭৩।*
৪. *বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪।*
৫. *ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৫৭।*
৬. *বুখারী হা/৮; মিশকাত হা/৩-৪।*
৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৮।*
৮. *ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৪৬।*

তাহ'লে ছাফা পাহাড়কে তাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দিব, অতঃপর যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন আযাব দিব যা দুনিয়ার কাউকে দিব না। যদি চাও আমি তাদের জন্য তওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিব। তিনি বলেন, বরং তাদের জন্য তওবা ও রহমতের দরজা খোলা রাখা হৌক'।[৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে ব্যক্তি তওবা করল ও ক্ষমা চাইল, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল (কালিমুক্ত হ'ল), আর যদি গুনাহ বেশী হয় তাহ'লে কালো দাগও বেশী হয়। অবশেষে তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এটা সেই মরিচা, যার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের অন্তরের উপর (গুনাহের) মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন করেছে'।[১০]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'কোন বান্দা গুনাহ করে বলে, হে আমার রব! আমি গুনাহ করে ফেলেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে আমার ফেরেশতা)! আমার বান্দা কি জানে, তার একজন রব আছেন? যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন? (তোমরা সাক্ষী থেকো) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন, সে গুনাহ না করে থাকল। তারপর আবার সে গুনাহ করল ও বলল, হে রব! আমি আবার গুনাহ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন রব আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, সে কোন গুনাহ না করে থাকল। তারপর সে আবারও গুনাহ করল এবং বলল, হে রব! আমি আবার গুনাহ করেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন রব আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা চায় করুক'।[১১] অতএব পরকালের প্রস্তুতির জন্য তওবা করা একান্ত প্রয়োজন।

৩. বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা : মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করা।

৯. *আহমাদ হা/২১৬৬; ছহীহাহ হা/৩৩৮৮।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৪১।*
১১. *বুখারী হা/৭৫০৭; মুসলিম হা/২৭৫৮; মিশকাত হা/২৩৩৩।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ اللهُ وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আনন্দ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। কারণ যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তা অনুপভোগ্য হয়ে উঠবে'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ 'আর তুমি নিজেকে কবরবাসী মনে করবে'।[১৩] আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَاذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ 'আর তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করবে। আর প্রত্যেক গাছপালা এবং পাথরের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে'।[১৪]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক আনছারী ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ- 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুমিন সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ছাহাবী বললেন, কোন মুমিন সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে বেশী মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য বেশী ভাল প্রস্তুতি নেয়। তারাই হ'ল জ্ঞানী লোক'।[১৫]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا-

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন আমার নিকট মনে হচ্ছে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কারণ তা অন্তরকে কোমল করে,

১২. *তাবারানী আওসাত্ব হা/৮৫৬০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৩৩।*
১৩. *ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৪১।*
১৪. *ছহীহুত তারগীব হা/৩১৫৯; ছহীহাহ হা/১৪৭৫।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৩৫।*

চোখকে পানি ঝরাতে উৎসাহিত করে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বল না'।[১৬]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اذْكُرِ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِكَ فإِنَّ الرَّجُلَ إِذا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صلاتَهُ وَصَلِّ صلاةَ رَجُلٍ لا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّي صلاةً غَيْرَها وإِيَّاكَ وكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ-

আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি তোমার ছালাতে মরণকে স্মরণ কর। কারণ মানুষ যখন তার ছালাতে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার ছালাত সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত ছালাত পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য ছালাত পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা করে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়'।[১৭]

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, 'একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ- 'তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা কর। সকলে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্কে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, না, ঐরূপ নয়। আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিহ্বা, চোখ এবং কান) কে (অবৈধ প্রয়োগ হ'তে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়) কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হ'তে) হেফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে যথাযথভাবে লজ্জা করে'।[১৮]

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ-

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান দু'টি জিনিসকে অপসন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে অথচ মু'মিনের পক্ষে ফিৎনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে অপসন্দ করে অথচ মালের স্বল্পতায় (পরকালে) হিসাব-নিকাশ কম হয়'।[১৯]

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ 'যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করবে তার হিংসা-বিদ্বেষ কমে যাবে এবং আনন্দ খুশী কমে যাবে'।[২০]

দাক্বাক্ব (রহঃ) বলেন, من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك

الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة، فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته- 'যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করবে তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা সম্মানিত করা হবে, ১. দ্রুত তওবা করার সুযোগ প্রদান ২. অন্তরে পরিতৃপ্তি দান ও ৩. ইবাদতে উদ্যমতা। আর যে মৃত্যুকে ভুলে যাবে তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে, ১. তওবায় বিলম্বতা ২. অল্পে অতুষ্টি ও ৩. ইবাদতে অনিহা। অতএব হে মৃত্যু ও মৃত্যু যন্ত্রনা সম্পর্কে প্রতারিত ব্যক্তি একটু চিন্তা করে দেখ'।[২১]

৪. অধিকহারে কবরের আযব ও পরকালকে স্মরণ : মৃত্যুর প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল কবরের আযাব বা বারযাখী জীবনকে স্মরণ করা। সাথে পরকালীন সুখময় জীবন বা দুর্বিষহ জীবনকে স্মরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

---

১৬. আহমাদ হা/১৩৫১২; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৮৪।
১৭. ছহীহাহ হা/১৪২১; ছহীহুল জামে' হা/৮৪৯।
১৮. তিরমিযী হা/২৪৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৭২৪,২৬৩৮,৩৩৩৭; মিশকাত হা/১৬০৮।
১৯. আহমাদ হা/২৩৬৭৪; মিশকাত হা/৫২৫১; ছহীহাহ হা/৮১৩।
২০. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৫৮৩।
২১. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ ১/১২৬।

وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্র সামনে) পেশ করা হবে এবং তোমাদের থেকে কোনকিছুই গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলসমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে। (বলা হবে) খুশী মনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদান হিসাবে। পক্ষান্তরে যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ'ত! যদি আমি আমার হিসাব না জানতাম! হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হ'ত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে। অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধা ওকে। সে মহান আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ছিল না। সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করত না। অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই। আর তার জন্য কোন খাদ্য নেই দেহ নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত ব্যতীত। যা কেউ খাবে না পাপীরা ব্যতীত' *(হাক্কাহ ৬৯/১৮-৩৭)*।

ওছমান বিন আফফান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ– 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পরকালের (পথের) মনযিলসমূহের প্রথম মনযিল হ'ল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মনযিলে নিরাপত্তা লাভ করে তার জন্য পরবর্তী মনযিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে তবে তার পরবর্তী মনযিলগুলো আরও কঠিনতর হয়। আর তিনি একথাও বলেছেন যে, আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হ'ল কবর'।[২২]

২২. *আহমাদ হা/৪৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৫০।*

রাসূল (ছাঃ) আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, 'বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সঙ্গীগণ (আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব) সেখান থেকে চলে আসে, আর তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। তার নিকট (কবরে) দু'জন ফেরেশতা পৌঁছেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি দুনিয়াতে এই ব্যক্তির (মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর) ব্যাপারে কী জান? এ প্রশ্নের উত্তরে মুমিন বান্দা বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, ঐ দেখে নাও, তোমার ঠিকানা জাহান্নাম কিরূপ (জঘন্য) ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তোমার সে ঠিকানা (জাহান্নামকে) জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে বান্দা দু'টি ঠিকানা (জান্নাত-জাহান্নাম) একই সঙ্গে দেখবে। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি তথা মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে তুমি কী ধারণা পোষণ করতে? তখন সে উত্তর দেয়, আমি বলতে পারি না (প্রকৃত সত্য কী ছিল)। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং (আল্লাহ্র কুরআন) পড়েও জানতে চেষ্টা করনি। এ কথা বলে তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে কঠিনভাবে মারতে থাকে, এতে সে তখন উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে। এ চিৎকারের শব্দ (পৃথিবীর) জিন আর মানুষ ছাড়া নিকটস্থ সকলেই শুনতে পায়'।[২৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ– 'অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তার উপর চেপে যাও। সুতরাং যন তার উপর এমনভাবে চেপে যাবে, যাতে তার এক দিকের হাড় অপর দিকে চলে যাবে। কবরে সে এভাবে আযাব ভোগ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবর থেকে না উঠাবেন'।[২৪]

তিনি আরও বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ– 'এ উম্মাত তথা কবরবাসীরা তাদের কবরে পরীক্ষায় পড়েছে (শাস্তির কবলে পড়েছে)। তোমরা মানুষকে ভয়ে কবর দেয়া ছেড়ে দিবে (এ আশংকা না থাকলে) আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান, যে কবরের আযাব আমি শুনতে পাচ্ছি'।[২৫]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।]

২৩. *বুখারী হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬।*
২৪. *তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০; ছহীহাহ হা/১৩৯১।*
২৫. *মুসলিম হা/২৮৬৭; মিশকাত হা/১২৯।*

আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(২য় কিস্তি)

১৫. মানুষকে আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশকারী : মানুষ মাত্রই ভুলকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী। তবে উত্তম ভুলকারী তারাই, যারা বারবার তওবা করে'।[১]

সুতরাং একজন মানুষের ভুল বা পাপের কারণে তাকে আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। বরং তাকে দাওয়াতের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হয়ত মৃত্যুর পূর্বে তার একনিষ্ঠ তাওবার ফলে আল্লাহ তাকে পবিত্র করতে পারেন। সুতরাং কাউকেই জাহান্নামী আখ্যাদান বা তার ক্ষমা প্রাপ্তি কখনই হবে না এরূপ কথা বলা যাবে না। এমনটি বললে সেই দাঈ বা বক্তার আমলই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেননা হাদীছে এসেছে, জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ– 'সে ব্যক্তি কে যে কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল বিনষ্ট করে দিলাম'।[২]

অপর হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন পাপ কাজ করত এবং অন্যজন সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যখনই ইবাদাতরত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখত তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলত। একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, তুমি এমন কাজ থেকে বিরত থাক। সে বলল, আমাকে আমার রবের উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত করা হ'লে তিনি ইবাদতগুজারী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? এবং পাপীকে বললেন, ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي 'তুমি আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ কর'। আর অপর ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বললেন, اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ– 'তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'সেই মহান সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে, যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গেছে'।[৩]

সুতরাং একজন ব্যক্তির বাহ্যিক আমল দেখে তার বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ মন্তব্যকারীর চেয়ে ঐ ব্যক্তি উত্তম হ'তে পারেন যা সে জানে না।

১৬. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী : অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ। এমনকি একজন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যার সমতুল্য অপরাধ। কুরআনের ভাষায়, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً– 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করে আনন্দিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদত কবুল করবেন না'।[৪]

আল্লাহ তাকে মাফও করবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا– 'যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন'।[৫]

আর ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*।

১৭. গণক বা জ্যোতিষীকে বিশ্বাসকারী : কোন গণকের কাছে যাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা হ'ল কুফরী। রাসূলুল্লাহ

---

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, সনদ হাসান।*
২. *মুসলিম হা/২৬২১; মিশকাত হা/২৩৩৪ 'ক্ষমা ও তাওবা' অধ্যায়।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৯০১; আহমাদ হা/৮২৭৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৭১।*
৪. *আবুদাঊদ হা/৪১৭০; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৫০।*
৫. *আবুদাঊদ হা/৪২৭০; ছহীহাহ হা/৫১১; মিশকাত হা/৩৪৬৮।*

(ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ– ‘যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল’।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً– ‘যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য ভেবে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না’।[৭] সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এই কুফরী কর্মে লিপ্ত হন, তাহ’লে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল হবে না। অর্থাৎ তার এই ৪০ দিনের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১৮. পরস্পরের দোষ বর্ণনা করা ও মন্দ নামে ডাকা : অন্যের দোষ খোঁজা মারাত্মক অপরাধ। যা রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا... ‘তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও। কেননা অনুমান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। আর তোমরা অন্যের দোষ অন্বেষণ কর না...’।[৮]

মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِينًا– ‘অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে’ *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ’ল ফাসেক্বী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

১৯. দান করে খোঁটাদানকারী : কোন কিছু দান করার পর তার খোঁটা দিলে সেই দান বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলোকে বিনষ্ট কর না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

খোঁটাদানকারীর নির্মম পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– ‘তিন ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বাক্যগুলো তিনবার বললেন। আবু যার বললেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ অর্থাৎ (১) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে (২) দান করে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং (৩) মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে’।[৯]

২০. লোক দেখানো আমল : একজন ব্যক্তি তার সৎআমলের বদৌলতে জান্নাতের পথকে সুগম করতে পারে। কিন্তু যদি এই সৎআমল লোক দেখানো উদ্দেশ্যে হয়, তাহ’লে তার আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাথে সাথে এই আমলই তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ– أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদেরকে কোনই কমতি করা হবে না’ *(১৫)*। এরা হ’ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল

---

৬. আহমাদ হা/৯৫৩২; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৪৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯।

৭. মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫ ‘জ্যোতিষীর গণনা’ অনুচ্ছেদ।

৮. বুখারী হা/৬০৬৪, ৬০৬৬; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।

৯. মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫।

আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন করেছিল (বাতিল আক্বীদা ও লোক দেখানো সৎকর্মের কারণে) সবটুকুই বিনষ্ট হবে' *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে দুনিয়াতে শহীদ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, আমি তোমার পথেই যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে 'বীর' বলে আখ্যায়িত করে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম বিচার করা হবে সেই ব্যক্তির যে জ্ঞানার্জন করেছিল ও মানুষকে তা শিক্ষাদান করেছিল এবং কুরআন পাঠ করেছিল। তাকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নে'মত সমূহের পরিচয় করাবেন। সে তা চিনতে পারবে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, কি আমল করেছ এই নে'মত দ্বারা। সে বলবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং মানুষকে তা শিখিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বলা হবে আলেম বা জ্ঞানী। কুরআন পাঠ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, (তোমাকে) বলা হবে ক্বারী। আর তা তো বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাকে মুখের ভরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এবং ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার করা হবে সেই ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ প্রাচুর্যতা দিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নে'মতরাজীর পরিচয় করাবেন। সে তা চিনতে পারবে। তখন তিনি প্রশ্ন করবেন, কি কাজ করেছ এই নে'মত সমূহ দ্বারা? সে জবাব দিবে, যে পথে অর্থ ব্যয় করলে আপনি খুশি হবেন এ ধরনের সকল পথে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এরূপ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে তোমাকে বলা হয় 'দানবীর'। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১০]

সুতরাং দুনিয়াতে অনেক ফযীলতপূর্ণ আমল করেও লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকায় পরকালে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২১. আত্মঅহমিকা : আত্ম অহংকার একটি মারাত্মক রোগ। যা একজন ব্যক্তির সৎ আমলগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ،وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ 'তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী। (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[১১]

আত্ম অহংকার এমন জঘন্য পাপ যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'এক ব্যক্তি তার দু'টি চাদর পরে গর্বভরে পায়চারী করছিল। নিজে নিজেই আত্মম্ভরী হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে'।[১২]

২২. গোপনে পাপকারী : ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা ক্বিয়ামতের দিন 'তিহামা'র শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا– 'তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[১৩]

ক্বিয়ামতের মাঠে গোপন পাপের তুলনায় সৎআমলগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় নগণ্য হবে। ফলে সেই দিন সৎ আমল থাকা সত্ত্বেও তা কোন কাজে আসবে না।

২৩. যুলুম : যুলুম এমন পাপ, যা নির্যাতিত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। ফলে ক্বিয়ামতের মাঠে তার আমল তো বিনষ্ট হবেই, বরং যুলুমের পরিমাণ যদি নেকীর চেয়ে কম হয় তাহ'লে মাযলূমের পাপ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ– 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম

১০. *মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ 'জ্ঞানার্জন' অধ্যায়।*

১১. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৫, মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহ তারগীব হা/৫০, ছহীহাহ হা/১৮০২।*

১২. *মুসলিম হা/২০৮৮; দারেমী হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৪৭১১।*

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৫।*

ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১৪]

২৪. হিংসা-বিদ্বেষ : হিংসা-বিদ্বেষ এমন ধরনের পাপ, যা দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়। হযরত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ– 'তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ'ল মোচনকারী। আমি বলিনা যে তা চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে মিটিয়ে করে ফেলবে'।[১৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ 'কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহ্র রাস্তার ধুলি এবং জাহান্নামের অগ্নিশিখা একত্রে জমা হ'তে পারে না এবং কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হ'তে পারে না।[১৬] অর্থাৎ কোন অন্তরে হয় ঈমান থাকবে, নয় হিংসা থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। ফলে কোন অন্তরে হিংসা অনুপ্রবেশের অর্থ সৎআমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।

২৫. গীবত ও চোগলখুরী : গীবত বা পরনিন্দা একটি গুরুতর গুনাহ। হাদীছে এসেছে, হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছাল যে, أَنَّ رَجُلاً يَنِمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ 'এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৭]

গীবতের আরও করুণ পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ তামার তৈরি। সেসব নখ দ্বারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা মানুষের মাংস খায় (অর্থাৎ নিন্দা করে) এবং মানুষের পিছনে লেগে থাকে'।[১৮]

২৬. বিদ'আত : বিদ'আতের সংজ্ঞা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই শরী'আতের মধ্যে নতুন এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার (শরী'আতের) অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[২০]

বিদ'আতীদের ব্যর্থ আমল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ– 'আমি তোমাদের পূর্বে হাউযে কাউছারের নিকটে পৌঁছে যাব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى 'দূর হও, দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– 'যে ব্যক্তি এর মধ্যে (ইসলামে) বিদ'আত সৃষ্টি করে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করেন না'।[২২]

অর্থাৎ বিদ'আতী আমলের কারণে আল্লাহ্র নিকট নফল ও ফরয ইবাদত কবুল হয় না। ফলে নফল ও ফরয ইবাদত করেও তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

(ক্রমশ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৪. বুখারী হা/২৪৪৯; তিরিমিযী হা/২৪১৯; ছহীহুত তারগীব হা/২২২২।
১৫. তিরমিযী হা/২৫১০; ছহীহুত তারগীব হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/৫০৩৯।
১৬. বুখারী হা/২৪৪৯; তিরিমিযী হা/২৪১৯; ছহীহুত তারগীব হা/২২২২।
১৭. মুসলিম হা/১০৫; আহমাদ হা/২৩৩৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৮২১।
১৮. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬।
১৯. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
২০. বুখারী তরজমাতুল বাব-২০; মুসলিম হা/১৭১৮।
২১. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।
২২. বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩৭৭; মিশকাত হা/২৭২৮।

উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর

(শেষ কিস্তি)

(১১) রিসালাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী : মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। এসব নবী ও রাসূলগণ মানুষের নিকটে আল্লাহ্র পরিচয় ও তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন এবং মানুষকে ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সঠিক পথে ফিরে আসার দাওয়াত দিয়েছেন। এই দাওয়াতকেই রিসালাত বলা হয়। উত্তম ব্যক্তি তো তিনিই, যিনি রিসালাতের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী।

আবু মুহায়রীয (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আমি আবু জুম'আহ (রাঃ) নামক এক ছাহাবীকে বললাম, আমাকে এমন একটি হাদীছ বলুন, যা আপনি রাসূল (ছাঃ) হ'তে শুনেছেন। তিনি বললেন, نَعَمْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسلَمْنا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ. قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي– 'হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট খুবই চমৎকার একটি হাদীছ বর্ণনা করব। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সকালের খাবার খাচ্ছিলাম। আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)ও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন আবু ওবায়দাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের চেয়েও কোন উত্তম লোক আছে কি? কেননা আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার সাথে জিহাদ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা এমন এক জাতি, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে এবং আমার ওপর ঈমান আনবে অথচ তারা আমাকে দেখেনি'।[১]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর রিসালাতের উপর ঈমান আনবে, তারাও শ্রেষ্ঠ মানুষ।

(১২) উত্তম প্রতিবেশী : সুখে-দুঃখে কিংবা বিপদে-আপদে একে অপরের সহযোগিতায় সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে প্রতিবেশী। এ কারণেই প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার জন্য ইসলাম জোর তাকীদ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا– 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথচারী মুসাফির ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও আত্মম্ভরীকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ– 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সঙ্গীদের মাঝে উত্তম সঙ্গী হ'ল সে ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম হ'ল সে প্রতিবেশী যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম'।[২]

(১৩) অন্যের কল্যাণকামী : বর্তমানে খুব কম সংখ্যক মানুষই আছে যাদের কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার ক্ষতি হ'তে নিরাপদ থাকা যায়। আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব সকলের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। কেউ কারও উপর সন্তুষ্ট নয় এবং পরস্পর পরস্পরের কাছে নিরাপদও নয়। অথচ হাদীছে সেই ব্যক্তিকে উত্তম বলা হয়েছে, যার কাছে অন্যরা নিরাপদ এবং যে অন্যের কল্যাণ কামনা করে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে থাকা কয়েকজন লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম কে এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট কে তা কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না? বর্ণনাকারী বলেন, সকলেই চুপ করে রইল। তারপর তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে জানিয়ে দিন যে, কে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম এবং কে সর্বাধিক নিকৃষ্ট? তিনি বললেন, সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম যার নিকট কল্যাণ কামনা করা যায় এবং যার ক্ষতি

১. *আহমাদ হা/১৭০১৮; মিশকাত হা/৬২৮২।*

২. *তিরমিযী হা/১৯৪৪; দারেমী হা/২৪৮১।*

www.tawheederdak.com

হ'তে মুক্ত থাকা যায়। আর সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট যার নিকট কল্যাণের আশা করা যায় না এবং যার ক্ষতি হ'তেও নিরাপদ থাকা যায় না'।[৩]

(১৪) উত্তম চরিত্রের অধিকারী : চরিত্র মানুষের মূল্যবান সম্পদ। মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে মানুষ উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে পারে। চরিত্রবান মানুষকে সবাই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَاراً وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً– 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার বয়স বেশী এবং চরিত্র ভাল'।[৪] তিনি বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 'ঐ মুমিন ঈমানে পরিপূর্ণ যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট'।[৫] তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ 'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভাল চরিত্রের মাধ্যমে (দিনে) ছিয়াম পালনকারী ও (রাতে) দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে'।[৬] এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ 'মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই নেই'।[৭] উত্তম চরিত্রের গুণ ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান মুনাফিকরা অর্জন করতে পারে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ 'এমন দু'টি স্বভাব আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্রে সমাবেশ হ'তে পারে না, (১) উত্তম চরিত্র ও (২) দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান'।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا 'নবী করীম (ছাঃ) অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম'।[৯]

(১৫) তওবাকারী ব্যক্তি : তওবা হ'ল ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্র নিষেধকৃত বিষয়সমূহ ত্যাগ করা ও তাঁর আদেশকৃত বিষয়সমূহের দিকে ফিরে আসাই তওবা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবা করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে'।[১০]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ– 'মানুষ মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই যারা অধিক তওবা করে'।[১১]

(১৬) অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত ব্যক্তি : একজন মুসলিম ব্যক্তি কোনভাবেই তার অপর মুসলিম ভাইকে শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে কষ্ট দিতে পারে না। সে তার জিহ্বা দ্বারা নিন্দা করা, গালমন্দ করা, দোষ বর্ণনা করা, অপবাদ দেয়া কিংবা উপহাস করার মাধ্যমে কষ্ট দিবে না। অনুরূপভাবে নিজের হাত দ্বারা আঘাত করা, হত্যা করা এমনকি হাতের ইশারার মাধ্যমে কষ্টদায়ক অঙ্গভঙ্গিও করতে পারবে না। একজন মুসলিম ব্যক্তির হাত ও জবানের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমের নিরাপদ থাকাটা তার অধিকারের মধ্যে গণ্য। যে ব্যক্তি বান্দার এই হক আদায় করতে পারবে ইসলামে সে-ই উত্তম ব্যক্তি। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল যে, মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'যার জিহ্বা ও হাত (এর অনিষ্ট) হ'তে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে'।[১২]

(১৭) যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি : যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। সম্পদশালী ব্যক্তিগণের উপরই কেবল যাকাত ফরয। যারা নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তারা বছরান্তে নির্দিষ্ট অংশ শরী'আত নির্ধারিত খাতসমূহে বণ্টন করবেন। কেননা যাকাত প্রদান করা উত্তম ব্যক্তির কাজ। হাদীছে এসেছে, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا... ইবনু

৩. *তিরমিযী হা/২২৬৩; ইবনু হিব্বান হা/৫২৭; মিশকাত হা/৪৯৯৩।*
৪. *আহমাদ হা/৯২২৪; মিশকাত হা/৫১০০।*
৫. *আবুদাউদ হা/৪৬৮২; দারেমী হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৫১০১।*
৬. *আবুদাঊদ হা/৪৭৯৮; ইবনু হিব্বান হা/৪৮০; আহমাদ হা/২৫৫৭৮।*
৭. *আবুদাউদ হা/৪৭৯৯; তিরমিযী হা/২০০৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৭২১।*
৮. *তিরমিযী হা/২৬৮৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৮।*
৯. *বুখারী হা/৩৫৫৯; মুসলিম হা/২৩২১; মিশকাত হা/৫০৭৫।*
১০. *মুসলিম হা/২৭৫৯; মিশকাত হা/২৩২৯।*
১১. *মিশকাত হা/২৩৪১; দারেমী হা/২৭৬৯; ইবনে মাজাহ হা/৪২৫১।*
১২. *মুসলিম হা/৪২; তিরমিযী হা/২৫০৪; আহমাদ হা/৬৭৯২।*

আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কে উত্তম মানুষ, আমি কি তোমাদের তা জানিয়ে দিব না? আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। আমি কি তোমাদের বলে দেব না তারপর কোন মানুষ উত্তম? যে নিজের মেষপাল নিয়ে মানুষদের কাছ হ'তে দূরে অবস্থান করে থাকে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যে হক (যাকাত) রয়েছে তা দিয়ে দেয়'...।[১৩]

(১৮) উত্তম আমলকারী ব্যক্তি : আমলে ছালেহ বা উত্তম আমল যেকোন ব্যক্তিকে বাস্তবিক ও কল্যাণকর জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। উত্তম আমলের মাধ্যমে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয় না বরং সমাজে ভাল মানুষ হিসাবেও বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ৫/২)*। পবিত্র কুরআনে উত্তম আমলকারীদের জন্য সুসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ– 'হে আমার (ইবাদতকারী) বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না' *(যুখরুফ ৪৩/৬৮)*। যার আমল যত সুন্দর সে তত উত্তম এবং পুলছিরাত অতিক্রম তার জন্য ততটাই সহজ হবে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ البَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ الفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ– 'সকল মানুষ জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে এবং আমলের অনুপাতে মুক্তি পাবে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক সকলের আগে বিদ্যুতের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতঃপর পায়ে হাঁটার গতিতে প্রস্থান করবে'।[১৪]

(১৯) স্ত্রীর উপর নির্যাতন থেকে বিরত ব্যক্তি : ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু যুবাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র দাসীদের প্রহার করো না। অতঃপর ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলেন, নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যতা করছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে প্রহারের অনুমতি দিলেন। ফলে তারা প্রহৃতা হ'লে অনেক নারী তাদের নিজ নিজ স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়িতে আসা-যাওয়া করল। তখন (সকাল বেলায়) নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ 'আজ রাতে মুহাম্মাদের পরিবারে অনেক মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। (স্ত্রীকে প্রহারকারী) এ সকল স্বামী তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়'।[১৫] অতএব যেসকল স্বামী স্ত্রীকে নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে তারা উত্তম ব্যক্তি।

(২০) বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি : উত্তম মানুষ হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ও সত্যভাষী ব্যক্তি হ'তে হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ– আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, সে হ'ল পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নেই, নে কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মঅহমিকা ও কপটতা'।[১৬]

(২১) অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো এবং সালামের উত্তর দেওয়া : অন্যকে খাওয়ানো যেমন উত্তম ব্যক্তির কাজ, অনুরূপভাবে কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়াও উত্তম কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ 'তোমাদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে অন্যদের খাদ্য দান করে এবং যে সালামের জবাব দেয়'।[১৭] অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ– 'তোমরা দয়াময় রাহমানের ইবাদাত কর, (মানুষকে) খাদ্য খাওয়াও এবং সালামের অধিক প্রচলন ঘটাও, তবেই নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে'।[১৮]

উপসংহার : পরিশেষে বলতে চাই, মানুষ যেমন 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা জীব, সেজন্য তার প্রতিটি কাজ-কর্মও সেরা হওয়া উচিত। আর প্রত্যেক কাজ সেরা করতে চাইলে তাকে অবশ্যই উপরোক্ত গুণগুলো অর্জন করতে হবে। তবেই সে স্বয়ং আপন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সেরা মানুষ বলে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১৩. তিরমিযী হা/১৬৫২; মিশকাত হা/১৯৪১।
১৪. তিরমিযী হা/৩১৫৯; মিশকাত হা/৫৬০৬।
১৫. দারেমী হা/২২৬৫; মিশকাত হা/৩২৬১।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৮৯।
১৭. হাকেম হা/৭৭৩৯; আহমাদ হা/২৩৯৭১; ছহীহুল জামে' হা/৩৩১৮।
১৮. তিরমিযী হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/১৯০৮; ছহীহাহ হা/৫৭১।

যেসব কাজ ইসলামে অপসন্দনীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

ভূমিকা : ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্য এক শাশ্বত জীবনবিধান। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে করণীয় কার্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইসলামে রয়েছে। এমনকি কোন কাজটি মানুষের জন্য উপকারী এবং কোনটি ক্ষতিকর তাও ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভুলবশত কিংবা অজ্ঞতাবশে এমনও কিছু কাজ করে থাকি যেগুলো কুরআন-হাদীছে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে সরাসরি হারাম বা কবীরা গুনাহের কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। সেকারণে আলেমগণ সেসমস্ত কাজকে ক্ষেত্রবিশেষে জায়েয অথবা অপসন্দনীয় কাজ হিসাবে বিধান সাব্যস্ত করেছেন। একজন মুমিনের কর্তব্য যেমন আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর পসন্দনীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া, তদ্রূপ বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া অপসন্দনীয় কাজ পরিহার করে চলা। কেননা কোন ব্যক্তি অপসন্দনীয় কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে হারাম কাজের দিকেও প্রলুব্ধ হ'তে পারে। তাই অপসন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই মুমিনের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামে অপছন্দনীয় এমন কিছু কাজ বর্ণনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. দাঁড়িয়ে পানি পান করা : পানি ছাড়া মানব জীবনের অস্তিত্য অকল্পনীয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অসংখ্য স্থানে পানির আলোচনা এসেছে। রাসূল (ছাঃ) পানি পান করার আদব বর্ণনা করেছেন। বসে পানি পান করা ইসলামী আদবের অন্তর্ভুক্ত। দাঁড়িয়ে পানি পান করতে হাদীছে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'রাসূল (ছাঃ) জনৈক লোককে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করলেন। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, তা'হলে দাঁড়িয়ে খানা খাওয়া কেমন? তিনি বললেন, তা হচ্ছে আরও নিকৃষ্ট এবং নোংরা কাজ'।[১] অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ 'তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহ'লে সে যেন বমি করে দেয়'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: قِهْ، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে বললেন, 'তুমি বমি করে ফেলে দাও। সে বলল, কেন? তিনি বললেন, তুমি কি চাও তোমার সাথে কোন বিড়াল পানি পান করুক? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তোমার সাথে বিড়াল থেকেও এক নিকৃষ্ট প্রাণী পান করেছে। আর সে হচ্ছে শয়তান'।[৩] এ সমস্ত ছহীহ হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি করাও জায়েয।[৪]

২. দাঁড়িয়ে ফিতাযুক্ত জুতা পরা : বসে জুতা পরিধান করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا- জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) লোকদেরকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন'।[৫]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে 'আওন বলেন, এর কারণ এই যে, জুতা পরা ও ফিতা আটকানোর প্রয়োজনে মাথা নীচু করতে হয়। তাই উক্ত কষ্টের পরিবর্তে বসে পরার কথা বলা হয়েছে'।[৬] এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায়, জুতার ভিতরে বিষাক্ত পোকা-মাকড়, সাপ, বিচ্ছু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে। আমরা ব্যস্ততার তাড়নায় সেগুলো খেয়াল না করেই দাঁড়িয়ে জুতা পরা শুরু করি। ফলে দুর্ঘটনার শিকার হ'তে হয়। আবার দাঁড়িয়ে জুতা পরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে যদি বসে জুতা পরা হয় তাহ'লে উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সর্বপরি রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ সেখানে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং খোলামেলা কিংবা ফিতা ছাড়া সাধারণ জুতাগুলো দাঁড়িয়ে পরলেও পারতপক্ষে ফিতাযুক্ত জুতা বসে পরা উচিত।

৩. ঘুমানোর পূর্বে আগুন জ্বালিয়ে রাখা : ঘুম আল্লাহর বড় নে'মত। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত যরূরী। ঘুমের মাধ্যমে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়, দেহ ও মন সতেজ হয় এবং মনোবল সুদৃঢ় হয়। কুরআনুল কারীমে এ নে'মতের কথা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 'এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি

১. *মুসলিম হা/২০২৪; মিশকাত হা/৪২৬৬।*
২. *মুসলিম হা/২০২৬।*
৩. *আহমাদ হা/৭৯৯০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫।*
৪. *বুখারী হা/৫৬১৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১; মিশকাত হা/৪২৭৫।*
৫. *আবুদাঊদ হা/৪১৩৭; মিশকাত হা/৪৪১৪।*
৬. *আওনুল মা'বূদ হা/৪১৩৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৭/২৩৫ পৃঃ।*

দূরকারী' *(নাবা ৭৮/৯)*। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব থেকে ফজরে ঘুম ছেড়ে উঠার মধ্যবর্তী সময়ের করণীয় হিসাবে হাদীছে একাধিক দিক-নির্দেশনামূলক নছীহত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্র মুমিন বান্দাগণ যদি সেই নির্দেশনা মেনে শারঈ পদ্ধতিতে নিদ্রাযাপন করে, তবে সে ঘুমও ইবাদতে পরিণত হবে। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে রাসূল (ছাঃ) প্রজ্জ্বলিত আগুন ও বাতি নিভিয়ে কিংবা লাইট অফ করে ঘুমাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আগুন মানুষের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আমাদের সামান্য অবহেলা কিংবা অসাবধানতার কারণে ঘটে যেতে পারে হৃদয় বিদারক ঘটনা। রাতের জ্বালিয়ে রাখা আগুন একটি পরিবার, গ্রাম-মহল্লা, দোকানপাট অথবা সমগ্র বাজার পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এরূপ বহু উদাহরণ বিদ্যমান। সেজন্য ঘুমানোর পূর্বে আগুন জ্বালিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। সালেম (রহঃ) হ'তে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন,- لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ 'তোমরা ঘুমানোর প্রাক্কালে তোমাদের ঘরসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখ না'।[৭] অপর হাদীছে এসেছে, احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ- 'একবার রাত্রিকালে মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী (ছাঃ)-কে অবহিত করা হ'ল। তিনি বললেন, এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের চরম শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দিবে'।[৮]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'একটি ইঁদুর এসে চেরাগের সলতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি বালিকা তার পিছু ধাওয়া করলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একে ছেড়ে দাও। ইঁদুর সলতেটি টেনে নিয়ে এসে যে চাটাইয়ে নবী (ছাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তার উপর রেখে দিল। ফলে চাটাইয়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেল। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ঘুমানোর পূর্বে তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কারণ শয়তান অনুরূপ অপকর্ম করবে এবং তোমাদের অগ্নিদগ্ধ করবে'।[৯] সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর এই সুন্নাটি আমাদের মেনে চলা উচিত। সেই সাথে বৈদ্যুতিক বাতি অপ্রয়োজনে জ্বালিয়ে অপচয় করা থেকেও বিরত হওয়া উচিত।

৪. মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলে আংটি পরা : পুরুষের জন্য স্বর্ণের যেকোন অলংকার নিষিদ্ধ। তবে স্বর্ণ ছাড়া যেকোন ধাতব আংটি পরা বৈধ হ'লেও তা মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলে পরা নিষিদ্ধ। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى بُرْدَةَ أَنْ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَتَّمَ فِى إِصْبَعِى هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِيهَا আবু বুরদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে এ আঙ্গুল অথবা এ আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। এ বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলেন'।[১০]

রাসূল (ছাঃ) ডান ও বাম উভয় হাতে আংটি পরিধান করতেন। তবে হাদীছে এসেছে, তিনি কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরতেন।[১১] সুতরাং কেউ আংটি পরতে চাইলে উভয় হাতের শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল ছাড়া কনিষ্ঠ আঙ্গুলে পরতে পারবে।

৫. ছালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো : ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে ছালাত প্রধান ভিত্তি। যদি এই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায় তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। সেজন্য ঈমানের দাবীদার প্রত্যেক মুসলমানকে ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্য ছালাতকে মজবূতভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। অলসতা, অমনোযোগিতা পরিহার করতে হবে। ছালাতে মনোযোগ ধরে রাখার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এমনও কিছু কাজ হাদীছে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেগুলো করলে একাগ্রতা নষ্ট হয়। তন্মধ্যে ছালারত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো, এদিক-সেদিক তাকানো অন্যতম।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ، هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ- আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতে এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার ছালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়'।[১২]

অপর এক হাদীছে ছালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلاَتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ- 'লোকদের কী হ'ল যে, তারা ছালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, যেন তারা অবশ্যই এ হ'তে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে'।[১৩]

---

৭. *বুখারী হা/৬২৯৩; মুসলিম হা/২০১৫।*
৮. *বুখারী হা/৬২৯৪; মুসলিম হা/২০১৬।*
৯. *আবুদাঊদ হা/৫২৪৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২৬।*
১০. *মুসলিম হা/২০৯৫; মিশকাত হা/৪৩০।*
১১. *বুখারী হা/৫৮৭৪; আবুদাঊদ হা/ ৪২২৮।*
১২. *বুখারী হা/৭৫১; আবুদাঊদ হা/ ৯১০।*
১৩. *বুখারী হা/৭৫০; নাসাঈ হা/১১৯৩।*

পৃথিবীতে ছালাতই একমাত্র ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সুযোগ পায়। তাই ছালাতে একাগ্রতা অত্যন্ত যরূরী। এছাড়াও ছালাতের একাগ্রতা ভঙ্গের কাজগুলো বর্জন করা অপরিহার্য।

৬. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া : অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া কিংবা বিনা অনুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করা ইসলামী শিষ্টাচার বহির্ভূত গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে' *(নূর ২৪/২৭)*। অন্যের ঘরে উঁকি দিলে ঘরের পর্দা বিঘ্নিত হয় এবং গৃহবাসী বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। সেজন্য কেউ যদি কারও ঘরের ছিদ্র দিয়ে অথবা দরজা, জানালা দিয়ে উঁকি দেয় তাহ'লে হাদীছে তার চোখ ফুঁড়ে দেয়াকে বৈধ বলা হয়েছে এবং ইসলামী দণ্ডবিধি মোতাবেক তাকে কোন রক্ত মূল্য দিতে হবে না। যেমন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ 'যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতীত উঁকি মারে আর তুমি পাথর মেরে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ হবে না'।[১৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِىِّ اللهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ–

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার জনৈক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর এক কক্ষে উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তা যেন আমি এখনও দেখছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজছিলেন'।[১৫]

৭. খারাপ স্বপ্ন বর্ণনা করা : খারাপ স্বপ্ন দেখলে সেটা মানুষের কাছে বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে, বাম দিকে তিনবার থুক মারবে, পার্শ্ব পরিবর্তন করবে ও তিনবার 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' পাঠ করবে।[১৬] অথবা অতিরিক্ত খারাপ কিছু দেখলে যখনই ঘুম ভাঙ্গবে সাথে সাথে দু'রাকা'আত নফল ছালাত আদায় করবে এবং সেই স্বপ্নের খারাপী থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) কষ্টদায়ক স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় (গ) ঐ স্বপ্ন যা মানুষ অন্তরের চিন্তা-ভাবনার কারণে দেখে থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন তার উচিত উঠে ছালাত আদায় করা এবং সে স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা না করা'।[১৭]

অপর হাদীছে রয়েছে, আবু সালামাহ (রহঃ) বলেন, 'আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। তিনি বলেন, পরে আমি আবু কাতাদাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলাম (এবং আমার সমস্যার ব্যাপারটি তাকে বললাম)। তখন তিনি বললেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। অবশেষে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পসন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন লোকের কাছেই বলবে, যাকে সে পসন্দ করে। আর যখন অপসন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চায় এবং তিনবার থুক ফেলে আর সে যেন তা কারও কাছে বর্ণনা না করে। তাহ'লে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না'।[১৮]

৮. মুখমণ্ডলে আঘাত করা : মানুষের গোড়াপত্তন ঘটেছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মাধ্যমে। তিনি অন্যান্য সবকিছু 'হও' বলেছেন আর সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আদমকে তিনি নিজে তাঁর (আদমের) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বিধায় মানুষের সম্মানার্থে মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষিদ্ধ। নিজ স্ত্রীকেও যদি মারার প্রয়োজন পড়ে তাহ'লে তার মুখমণ্ডলে আঘাত করতেও রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[১৯] এমনকি যুদ্ধের মাঠে শত্রুপক্ষের কারও মুখে আঘাত করাও নিষিদ্ধ। আমরা জেনে বুঝেই হোক কিংবা অজ্ঞতাবশেই হোক রাসূল (ছাঃ)-এর এই নিষেধ সহসাই উপেক্ষা করে যাচ্ছি। পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণকে দেখা যায়, তাদের সন্তান ও শিক্ষার্থীদের শাসন করার সময় মুখমণ্ডলে আঘাত করছেন। আমাদের এ জাতীয় অভ্যাস থেকে অবশ্যই বিরত হওয়া উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ 'তোমাদের মধ্যে কোন ভাই যদি তার অন্য ভাইকে আঘাত করে, সে যেন তার মুখমণ্ডলে আঘাত করা হ'তে বিরত থাকে'।[২০]

৯. স্বামীর কাছে অন্য মহিলার শারিরীক বর্ণনা দেয়া : বর্তমান সময়ে পরকীয়া এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাধি প্রসারিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হ'ল পারিবারিক পর্দা এবং নারী-পুরুষের পারস্পরিক

১৪. বুখারী হা/৬৮৮৮; মিশকাত হা/৩৫১৪।
১৫. বুখারী হা/৬২৪২; আহমাদ হা/১৩৫৪৩।
১৬. বুখারী হা/৭০৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪১; তিরমিযী হা/৩৭৮৭।
১৭. বুখারী হা/৭০১৭; আবুদাঊদ হা/৫০২১; তিরমিযী হা/২৪৩৯।
১৮. বুখারী হা/৩২৯২; মুসলিম হা/২২৬১।
১৯. আবুদাঊদ হা/২১৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫০।
২০. বুখারী হা/২৫৫৯; মুসলিম/২৬১২; আহমাদ হা/৮৫৬১।

পর্দা লঙ্ঘন করা। একদিকে, পারিবারিক পর্দা না থাকায় নারী-পুরুষ অবাধে অন্যের ঘরে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে, পারস্পরিক পর্দা না থাকায় নিজ ঘর থেকে বের হ'লেই নারী-পুরুষ পরস্পরের সংস্পর্শে আসছে। ফলশ্রুতিতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্টের কারণে পরকীয়া প্রেম থেকে অবৈধ সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। একজন নারী যেমন নিজের পর্দা রক্ষা করে চলবে অনুরূপ অপর নারীর পর্দার দিকেও তাকে খেয়াল রাখতে হবে। সে কখনোই নিজের স্বামীর কাছে অন্য কোন নারীর শারিরীক বর্ণনা দেবে না, যাতে তার স্বামী সেই নারীকে কল্পনায় দেখতে পায় এবং তার দিকে আকৃষ্ট হয়। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাওয়ার এটাও একটি কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا 'কোন নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে (ঐ নারীকে) চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে'।[২১]

১০. উপুড় হয়ে বুকের উপরে ভর দিয়ে শোয়া : আমরা অনেকেই উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা পসন্দ করি। এটা অনেকের জন্য আরামদায়কও বটে। তবে সাময়িক আরামদায়ক হ'লেও এভাবে শয়ন করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সর্বপরি ইসলামে উপুড় হয়ে শোয়া নিষিদ্ধ। যেমন হাদীছে বলা হয়েছে,

عن يَعيشَ بن طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ أَبِي : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي برجلِهِ، فَقَالَ : إِنَّ هذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ، قَالَ : فَنظَرْتُ، فَإِذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

ইয়া'ঈশ ইবনে ত্বিখফাহ গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, 'একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নাড়িয়ে বলল, এ ধরণের শোয়াকে আল্লাহ অপসন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি রাসূল (ছাঃ)'।[২২]

১১. কারও উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করা : নিজের প্রশংসা বাক্য শুনতে সবাই পসন্দ করে। কিন্তু ব্যক্তির উপস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রশংসার ভাল ও খারাপ উভয় দিক বিদ্যমান। প্রশংসা কারও মনোবল বৃদ্ধি করে, কাজের স্পৃহা জাগ্রত করে। আবার কাউকে আত্ম অহংকারী করে, ধোঁকায় ফেলে অথবা চাটুকারপ্রেমী করে তোলে। যারা বেশী প্রশংসা শুনতে পসন্দ করে তাদেরকে চাটুকাররা কপট প্রশংসার বাক্য বাণে ঘায়েল করে কার্যসিদ্ধি করে নেয়। সেকারণে হাদীছে কারও উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ 'তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাক। কারণ সম্মুখ প্রশংসা কাউকে যবেহ করার সমতুল্য'।[২৩]

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ 'তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে'।[২৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, হাম্মাম ইবনে হারেস হ'তে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি ওছমান (রাঃ)-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্বদাদ (রাঃ) হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। তখন ওছমান তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার তোমার? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিও'।[২৫]

তবে কেউ কারও প্রশংসা করতে চাইলে হাদীছে নির্দেশিত পন্থায় করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহ'লে তার বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারও সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভাল কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি'।[২৬]

১২. কুরআন হাদীছের চেয়ে কবিতাকে প্রাধান্য দেয়া : ইসলামে কবিতা চর্চার বিধান বহুল আলোচিত একটি বিষয়। কবিতার মধ্যে ভাল খারাপ উভয়ই বিদ্যমান। যেহেতু রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবনীতে কবিতা চর্চার নযীর পাওয়া যায়, সেহেতু কবিতা চর্চা জায়েয-নাজায়েয বিষয়ে আলেমগণ দু'ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, যেসমস্ত কবিতা ন্যায় ও সত্যকে ধারণ করে, বাতিলকে প্রতিহত করে এবং ইসলামী শরী'আতের প্রতিনিধিত্ব করে সেসমস্ত কবিতা চর্চা জায়েয। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ 'কবিতা হ'ল, কথার মত। ভাল কবিতা ভাল কথার মত আর খারাপ কবিতা খারাপ কথার মত'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও আছে'।[২৭] এমনকি জাহেলী যুগের কবিতার মাধ্যমে কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করাও জায়েয। সেজন্য ওমর (রাঃ) বলতেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِدِيوَانِكُمْ شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ فِيهِ تَفْسِيرَ

---

২১. *বুখারী হা/৫২৪০; মিশকাত, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৩০৯৯।*
২২. *আবুদাঊদ হা/৫০৪০; আহমাদ হা/১৫৫৮২।*
২৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৪৩; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬২৬১।*
২৪. *বুখারী হা/২৬৬৩।*
২৫. *মুসলিম হা/৩০০২।*
২৬. *মুসলিম হা/৩০০০।*
২৭. *বুখারী হা/৬১৪৫; ছহীহাহ হা/৪৪৭; সুনান দারাকুৎণী হা/ ৪৩০৮।*

كِتَابِكُمْ وَمَعَانِي كَلَامِكُمْ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের দিওয়ান তথা জাহেলী যুগের কবিতা সংরক্ষণ করে রাখ। কারণ তাতে তোমাদের কিতাব তথা কুরআনের ব্যাখ্যা এবং তোমাদের ব্যবহৃত বাক্যসমূহের অর্থ নিহিত রয়েছে'।[২৮] এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তির অনুমতি দিয়েছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – হিশাম বিন উরওয়াহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদিন আমি আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে হাস্‌সান-কে গালি দিতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন, 'তুমি তাঁকে গালি দিওনা। কারণ, তিনি নবী (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে মুশরিকদের (কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে) প্রতিরোধ করতেন'।[২৯]

এ সমস্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইসলামের স্বার্থে যেকোন ধরনের কবিতা আবৃত্তি বৈধ। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত কবিতা শুধু কল্পনার জগতে বিচরণ করে, অন্যায়ের দিকে আহ্বান করে, মিথ্যাচার, পাপাচার, যৌনাচার, বিশৃঙ্খলা ও ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ায় সে কবিতা নিষিদ্ধ তথা হারাম। এ ধরণের কবিদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, –وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 'আর কবিগণ, যাদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। তুমি কি দেখনা, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? *(শো'আরা ২৬/২২৪-২৫)* ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, '(তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?) এর অর্থ হ'ল তারা প্রত্যেক নিরর্থক কথায় ডুবে থাকে'।[৩০]

বর্তমান আধুনিক মিডিয়ার যুগে এরকম বহু কবি ও ইসলামী সঙ্গিত শিল্পীকে দেখা যায়, তারা ইসলামী কবিতা কিংবা সঙ্গিত চর্চার আড়ালে বাংলা ও হিন্দি গানের সুর লয় নকল করে দেদারসে গান গায়ছে। অথচ সেসমস্ত সঙ্গীত ইসলামী ভাবাবেগ তো সৃষ্টি করেই না বরং ঢোল তবলাওয়ালা গানের অনুভূতি প্রদান করে। তাদের কাছে কুরআন হাদীছের চেয়ে তথাকথিত ইসলামী কবিতা ও সঙ্গীতের প্রাধান্য বেশী। কুরআন হাদীছ চর্চার পরিবর্তে তারা ইসলামের নামে গান, কবিতা নিয়েই বেশী ব্যস্ত। সেকারণে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সাবধান করে বলছেন, لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভরার চেয়ে এমন পুঁজে ভরা উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে'।[৩১] সুতরাং এ সমস্ত হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে কবিতা চর্চা অবশ্যই জায়েয কিন্তু কোনক্রমেই সেটা কুরআন ও হাদীছের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

১৩. নিজেদের সন্তানাদি ও ধন-সম্পদকে বদ দো'আ করা : নেক সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দেয়া নে'মত। এই নে'মতের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরকালীন কামিয়াবী হাছিল করতে পারে। কেননা হাদীছে এসেছে, মানুষ মারা গেলে তার আমলের দরজা বন্ধ হয় কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব জারি থাকে। তন্মধ্যে স্বীয় সম্পদের ছাদাক্বায়ে জারিয়ার ছওয়াব আমলনামায় যুক্ত হয় এবং নেক সন্তানের দো'আর মাধ্যমে পিতা-মাতা ক্ষমা পেতে পারে।[৩২] কিন্তু সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ আবার মানুষের জন্য বিপজ্জনক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র' *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*। কাউকে আল্লাহ সন্তান ও সম্পদ না দিয়ে পরীক্ষা করবেন আবার কাউকে সেটা দিয়ে পরীক্ষা করবেন। মাল ও সন্তান-সন্ততির মোহে যদি মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে অবাধ্যতা করে তাহ'লে সে মাল ও সন্তান তার জান্নাত প্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সন্তানকে আদর্শ ও নেককার করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। সেটা করতে গিয়ে অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে পিতা-মাতা তার দুষ্টু, দুরন্ত সন্তানের মৃত্যু কামনা করে বলে ফেলেন, 'তুই মরিস না; মরলে দশটা ফকিরকে খাওয়াতাম। আল্লাহ, আমি আর পারিনা, এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও'। আবার সরাসরি অভিশাপ দিয়ে বলে, 'আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক, তোর কোনদিন ভাল হবে না, তুই কোনদিন শান্তি পাবি না, তুই সুখ পাবি না' ইত্যাদি। সন্তান যতই খারাপ হোক তাকে বদ দো'আ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ– অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপর এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও বদ দো'আ করো না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদ দো'আ করবে যখন আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়া হয় এবং তা কবুল হয়'।[৩৩]

সুতরাং কেউ জানে না তার দো'আ কখন কবুল হবে। দেখা যাচ্ছে রাগের বশে এমন একটা সময় বদ দো'আ করে ফেলেছে সেসময় দো'আ কবুল হয়ে গেছে। সেজন্য যেকোন পরিস্থিতিই হোক না কেন নিজের সন্তান ও ধন-সম্পদের অকল্যাণ কামনা করা হ'তে পিতা-মাতার বিরত থাকা উচিত।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এবং এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

২৮. তাফসীরে কুরতুবী সূরা নাহলের ৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
২৯. বুখারী হা/৬১৫০; হাকেম হা/৬০৬৩।
৩০. বুখারী হা/৬১৪৫; মিশকাত হা/৪৭৪৮।
৩১. বুখারী হা/৬১৫৫; মুসলিম হা/২২৫৭; মিশকাত হা/৪৭৯৪।
৩২. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।
৩৩. মুসলিম হা/৩০০৯; মিশকাত হা/২২২৯।

শামসুল আলম (যশোর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাওহীদের ডাক : বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে 'যুবসংঘ'-এর সাথে যুক্ত থাকাটা আপনার জন্য কতটুকু প্রতিকূল ছিল?

শামসুল আলম : বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর কাজ করাটা আমার জন্য বেশ প্রতিকূল ছিল। আমাকে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি করা হ'ল তখন জবাবদিহিতা, আমানতদারিতা ও দায়িত্ববোধ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল। দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে রাবি 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাওয়াতপত্র বা বিজ্ঞপ্তি বিভাগসমূহ, মসজিদ, হলের গেট, লাইব্রেরী চত্বরসহ প্রভৃতি স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হ'ত। এতে করে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আমার মাদার বখশ হল, জোহা হল, হবিবুর রহমান হল, কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দসহ সর্বত্র আমাদের নাম ও সংগঠনের পরিচিতি হ'তে থাকল। ফলে কাজের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতাও বহুগুণ বেড়ে গেল। যেমন-

(১) ১৯৯৩ সালের একটি ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকগণের সাথে আমার পরিচয় ও ভাল সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ একদিন আরবী বিভাগের শিক্ষক সম্ভবত প্রয়াত প্রফেসর আব্দুল হক্ব স্যার আমাকে ডেকে বললেন, তোমার নাম তো শামসুল আলম তাই না? তোমাকে নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আলোচনা হয়। এর কিছুদিন পর আমি ড. গালিব স্যার কর্তৃক রচিত ডক্টরেট থিসিস ও মাওলানা ছফীউর রহমান মুবারকপুরী রচিত আর-রাহীকুল মাখতূম বই দু'টি নিয়ে আরবী বিভাগে প্রবেশ করি। তখন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম স্যার। তখন ড. গালিব স্যার ডিপার্টমেন্টে ছিলেন না। আমি সালাম ও অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করি। আমাকে বসতে বলা হ'লে বসলাম।

কুশলাদি বিনিময়ের পর শামসুল আলম স্যারকে উক্ত বই দু'টি আরবী বিভাগের লাইব্রেরীতে রাখতে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি মাথা উঁচু করে এবং চোখ দু'টি বড় বড় করে ধমকের সাথে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বললেন, তোমার এত বড় সাহস! তাঁর থিসিস আমাদের বিভাগে দিতে এসেছ? তোমাকে এই ডিপার্টমেন্টে কে পাঠিয়েছে আমরা বুঝিনা? আমার নাম ভাঙ্গিয়ে তোমার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে! উনি অনেক অস্বাভাবিক কথা বললেন। সেখানে অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিল। প্রায় সকলেই আমার পরিচিত। কিন্তু তাঁরা কেউ কিছু বলছেন না। অবশেষে আমি বললাম, স্যার! আপনার ধারণা ঠিক না। একই নাম কি আর কোন মানুষের হ'তে পারে না? আপনি বই নিবেন না সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এরকম অযৌক্তিক ও অবাস্তব কথা অন্তত আপনাদের মত শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা আশা করি না। তাঁর বিদ্বেষী আচরণে সেদিন আমি খুবই কষ্ট পেলাম এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সেখান থেকে সকলকে সালাম দিয়ে ফিরে আসলাম।

(২) আমি যখন 'যুবসংঘ'-এর রাবি শাখার সভাপতি তখন জমঈয়তে শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন সাতক্ষীরার রবীউল ইসলাম। অতঃপর ড. ইফতিখারুল আলম মাসঊদ, যিনি বর্তমানে আরবী বিভাগের প্রফেসর। তাদের সাথে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে তেমন কোন সমস্যা হয় নি। বরং সহযোগিতা নিয়েই পাশাপাশি কাজ করেছি। মাসঊদ ভাই আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং মাঝে মধ্যে বলতেন, 'মুরুব্বীরা কোনদিন এক হবে না। যদি কখনো তা পারে যুবকরাই পারবে'। যাইহোক হলগুলোতে শিবির ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলো আমাদের সাংগঠনিক কাজে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। মাদার বখশ হল ছাড়া অন্যান্য হল গেটে আমাদের দাওয়াতপত্র, পোস্টার শিবিরের ছেলেরা ছিঁড়ে ফেলত। নানাবিধ বাধা-বিপত্তির থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে শিমুলের তত্ত্বাবধানে যোহা হলে এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও ইমাম যয়নুল আবেদীনের সহযোগিতায় মাদার বক্স হলে ৩০-৪০ জন ছাত্রের উপস্থিতিতে প্রোগ্রাম করতাম। এছাড়াও আমাদের বেশীরভাগ প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় মসজিদে হ'ত। শেষের দিকে কাজলা হাদীছ ফাউণ্ডেশন ভবনে হ'ত।

১৯৯৩ সালে আমি যখন মাদার বখশ হলের ৩৪০ নং কক্ষে অবস্থান করতাম, তখন 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াতী কাজ খুব যোরদার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ছাত্রদের ঘরে ঘরে, প্রত্যেক মসজিদে, হলের গেটে বিভিন্ন প্রচার পত্র, ক্যালেণ্ডার, বই-পুস্তক বিতরণসহ নানামুখী কার্যক্রম চলতে থাকে। সেসময় মাদার বখশ হলটি ছিল মূলত ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে। ফলে প্রায় শিবিরমুক্ত। এ সময়ে আমাদের অগ্রযাত্রা ছাত্রদলের কিছু নেতাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। একদিন সন্ধ্যার পর আমি রুমে আসতেই রুমমেট কাওছার (চুয়াডাঙ্গা) ভাই আমাকে বললেন, আলম তুমি এখনই হলের বাইরে চলে যাও! নতুবা ওরা তোমাকে আজই মেরে ফেলবে। ওরা (ছাত্রদল) আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে যে, সে যেন আজ রাতের মধ্যেই হল ছেড়ে চলে যায়। তা না হ'লে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার লাশ পড়ে যাবে। আমি শুনে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে কাউছার ভাই? তিনি বললেন, তোমার সংগঠন 'যুবসংঘ' নাকি একটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টি হয়ে কাজ

করছে? হলের মসজিদে অথবা কেন্দ্রীয় মসজিদে তোমাদের প্রোগ্রামে এত ছেলেদের উপস্থিতি ওদের দৃষ্টি কেড়েছে। তুমি ভাই এখুনি চলে যাও, ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বললাম, কাওছার ভাই! ভয় পাবেন না। আমি কী করি, আমাদের কাজ কী তা তো আপনি ভাল করেই জানেন। তিনি বললেন, তোমাদের সংগঠন তাদের সমর্থন করে না তা আমি জানি (কারণ সে নিজেও ছাত্রদলের সমর্থক), তবে তুমি কি করবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও অথবা কারও রুমে গিয়ে আজকের মত রাতটা পার কর। আমি পাশের কক্ষের আইনের ছাত্র যিয়া (বরিশাল) ভাইকে বিষয়টি বললাম। এরপর ঐ রাতেই হলে তাদের কয়েকজন বড় লিডারের সাথে দেখা করলাম এবং ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে তাদের নামও বললাম। ওরা সকলেই আমাকে ভাল করে চেনে। আমি সাংবাদিকতা করি এবং 'যুবসংঘ'-এর সাথে জড়িত তারা জানে। তারা বলল, ঠিক আছে আপনি হলেই থাকেন, আমরা দেখছি। তাদের মধ্যে যশোরের কবীর ভাই (ছাত্রদলের বড় নেতা) ছিলেন। যাই হোক আল্লাহ্র রহমতে আমাকে আর হলের বাইরে যেতে হয়নি। আমার সে রুমেই ছাত্রজীবন শেষ করি।

(৩) ১৯৯৪ সালের ঘটনা। ভাবলাম আমীরে জামা'আতের থিসিস ও আর-রাহীকুল মাখতূম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে, মসজিদে, হলগুলোতে দেয়া হ'ল, অথচ আমার নিজ হলে থাকবে না এটা কেমন কথা! এজন্য মেহেরপুরের আব্দুর রব ও কলারোয়া, সাতক্ষীরার শিমুলসহ আমরা প্রভোস্ট স্যারের বাসায় যাই। ইমাম যায়নুল আবেদীন ছাহেবও এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। স্যারের সাথে এ বিষয়ে কথা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি 'না' করে দিলেন। স্যারের সাথে দু'একটা কথা কাটাকাটিও হয়ে গেল। মনের দুঃখে ফিরে আসি। পরবর্তীতে আমার সার্টিফিকেট ওঠানোর জন্য প্রভোস্টের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। অফিস সহকারী খাদেমুল ভাই বললেন, প্রভোস্ট তোমার সার্টিফিকেট দিতে নিষেধ করেছেন। তোমার সাথে স্যারের কিছু হয়েছে না কি? তিনিও জানতেন না কেন আমাকে সার্টিফিকেট দিবে না। তখন আমি সেদিনের কথা কাটাকাটির বিষয়টি খুলে বললাম। আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, এজন্য কি একটি ছেলের সার্টিফিকেট আটকিয়ে দিতে হবে? তিনি বললেন, ২/৩ দিন পর আস। কয়েকদিন পর গেলাম। হাসতে হাসতে খাদেমুল ইসলাম ভাই বললেন, এই নাও তোমার সার্টিফিকেট। তিনি অন্য এক হাউজ টিউটরকে দিয়ে ক্লিয়ারেন্স স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন। তখন হলের একাউন্টস অফিসার ছিলেন আব্দুস সালাম (কাটাখালী)। পরে উনি ডেপুটি রেজিস্টার হয়েছিলেন। তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন। তিনি আমার সার্টিফিকেট পেতে সহযোগিতা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক জীবনে এমন নানা প্রতিকূলতা নেমে এসেছিল।

তাওহীদের ডাক : ক্যাম্পাস জীবনের দুর্বিসহ কিছু ঘটনা যদি বলতেন।

শামসুল আলম : ক্যাম্পাস জীবনের একটি দুর্বিষহ ঘটনা আমি কখনো ভুলব না। সেটা হ'ল- মাদার বখশ হলের ৩৪০ নং কক্ষে (২ সীট বিশিষ্ট) আমার সীট পুনঃবরাদ্দ হয়। ঐ রুমে তখন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বড় ভাই ফারুক (যিনি বর্তমানে পাবনা জেলখানার জেল সুপার) এবং কাওছার ভাই থাকতেন। আমি ফারুক ভাইয়ের সাথে কিছুদিন সীট ডাব্লিং করি। কারণ উনি চলে গেলে আমি একাই থাকব। রান্নার স্মৃতির কথা বলতে গেলে বিশেষ করে ফারুক ভাইয়ের কাছ থেকেই সবজি খিচুড়ি রান্না শিখি। যা আজও আমার প্রিয় খাবার।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চরম উত্তপ্ত। আমি সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত থাকায় মারামারির সংবাদ একটু আঁচ করতে পারতাম। এজন্য কিছু হলেই আমার পার্শ্বস্থ রুমের আইন বিভাগের ছোট ভাই যিয়াসহ কয়েকজন আমার রুমে চলে এসে বলত, আলম ভাই বলেন কাল বা পরশু ক্যাম্পাসে কিংবা হলে কি ঘটতে যাচ্ছে? তখন হেসে বলি আমি কি করে বলব? ওরা বলে, ভাই আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও বিশ্বাস রয়েছে, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অনুমান প্রায়ই ঘটে যায়। ওদেরকে বললাম যে, খুব শীঘ্রই ছাত্রদলের সেরা ঘাঁটি মাদার বখশ হলে আক্রমণ হ'তে পারে। ঠিক কয়েকদিন পর ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মী দ্বারা ২ জন শিবির কর্মী নিহত হ'ল। ফলে পরদিন সকালে শিবির কর্মীরা মাদার বখশ হলে সশস্ত্র আক্রমণ করল। প্রধান ফটকে তালা থাকায় বোমা মেরে ভেঙ্গে দিল। বোমা আর গুলি করতে করতে ওরা হলে প্রবেশ করল। এর মধ্যে ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগসহ সকল সাধারণ ছাত্ররা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে জানালা ভেঙ্গে, ডাইনিং-এর পিছনের রুম দিয়ে, কেউবা দো-তিন তলা থেকে লাফ দিয়ে আর্তচিৎকার দিতে দিতে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি আর গেলাম না। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের ঘর ও বই-পুস্তক রক্ষা করতে এবং অনেকটা প্রত্যক্ষ সবকিছু দেখার জন্য থেকে গেলাম। তাই সকলে গেলেও আমি গেলাম না। আমার এই হলের নিরীহ বন্ধু কিরণ, গ্রামের ছোট ভাই টিপু, কোট চাঁদপুরের ছোট ভাই ছাদেকুলসহ পার্শস্থ রুমের মোট ১০/১২ জন ছাত্র আমার রুমে ওদের বই-পুস্তক, কাপড়-চোপড়সহ আশ্রয় নিল। মনে হ'ল এ যেন সেই ৭১-এর যুদ্ধের শরণার্থীদের আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্য।

ওদিকে শিবিরের ধ্বংসাত্মক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখতে লাগলাম। হল প্রভোস্টের অফিসসহ সকল অফিসে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। তালিকাভুক্ত রুমগুলো তো আগুনে জ্বলছে। চারিদিকে ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার রুমের ভেতর ওদেরকে রেখে দরজা হালকা খোলা রেখে আমি তিনতলায় ৩০৪ নং কক্ষের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। ইতোমধ্যে দক্ষিণ দিকের দু'সারি বিল্ডিংয়ের অপারেশন শেষে আমার ৩য় ব্লকে আসবে ওরা। হঠাৎ কিরণ রুমের ভেতর থেকে একটু বেরিয়ে চাপা

এবং ভীত কণ্ঠে বলল, বন্ধু আলম আমার রুমে সম্ভবত আগুন জ্বলছে মনে হয় ওদের আগুনে সব শেষ হয়ে গেল। দেখ না নিচে গিয়ে আগুনটা নিভাতে পারিস কিনা। বললাম, ঐ অগ্নিগর্ভের চারিদিকে সশস্ত্র ক্ষিপ্ত কর্মীদের অস্ত্রের সামনে আমি কিভাবে যাব? ওরা যদি আমাকে গুলি করে অথবা আঘাত করে তাহ'লে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঐ জ্বলন্ত আগুনের ঢেউয়ে আমাকে বাঁচানোর কেউ নেই। বারবার ওর আর্তনাদে আমি আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে মধ্য ব্লকের নিচ তলার মাঝামাঝিতে এগিয়ে যেতে থাকি। ইতোপূর্বে আমি কখনো এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে পড়িনি। আমার সাথে অন্য কেউ নেই! ভয়ও লাগছে।

হঠাৎ সশস্ত্র কর্মীদের একজন বলে উঠল, আরে ভাই! আপনার নিজের জীবন বাঁচান, নিজের রুম সামলান, ওদিকে যাবেন না বিপদ হ'তে পারে। বললাম, ভাইয়েরা, আমার বন্ধু একজন নিরীহ ছাত্র। ও কোন দল করেনা। ওর রুমে আগুন জ্বলছে। অন্তত আগুনটা নিভিয়ে আসি। ওরা জবাব না দিয়ে ওদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি রণক্ষেত্রের এই পরিবেশে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বন্ধু কিরণসহ কয়েকটা রুমে ট্যাপের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দ্রুত আমার রুমে চলে আসি। কারণ আমার রুমের জিনিসের চেয়ে ১০/১২ জন নিরীহ ছাত্রদেরকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে। কারণ ওরা ভাল করেই জানে এই হলে শিবিরের কেউ নেই, ওদেরকে থাকতে দেয়নি। সে হিসেবে যারা আছে সবাই তাদের শত্রু দলের কর্মী অথবা তাদের সমর্থক।

ওরা আমার ফ্লোরে উঠে গেছে! তখন আমি বারান্দায় স্বাভাবিকভাবে সশস্ত্র কর্মীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে! একটার পর একটা রুমে আগুন জ্বালিয়ে আসছে। আমার রুমের সারিতেই বেশ কয়েকজন ছাত্রদল ক্যাডারদের রুম ছিল। যারা আমাকে ইতোপূর্বে 'যুবসংঘ' করার কারণে হুমকি দিয়েছিল। ট্রাজেডির কথা হ'ল ওরা ঐদিন পালানোর সময় আমার রুমে ওদের বই-পুস্তক রেখে নিরাপদে পাড়ি দেয়। যাওয়ার সময় তারা আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। যে শাকিল গং একসময় আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল, তারাই আজ আমার সাহায্য পেল। রুমের ভিতর থেকে চাপা কান্না ভেসে আসছে। বারান্দা থেকেই আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা সাহস হারিও না, দো'আ-দরূদ পড়।

এরই মধ্যে শিবির কর্মীরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। একজন বলছে যে, ঐ এই ঘরের ঢুক, এখানে শত্রু পক্ষ রয়েছে। আমি বললাম, দেখেন ভাই ওখানে সবাই নিরীহ ছাত্র এবং আমার পরিচিত ছোট ভাই, বন্ধু। ওরা কোন অপরাধী নয়। ওরা জোর করেই প্রবেশ করতে চায়। হঠাৎ আল্লাহ্র কি রহমত! উচ্চ কণ্ঠে একপ্রান্ত থেকে ভেসে আসল আরে আলম ভাই না? আপনি এখানে? আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই আমার রুম এটা। ছেলেটা সোহরাওয়ার্দী হলের ছাত্র নাম ছিল মুরাদ; আমার পরিচিত। অন্য কর্মীরা বলে, এই রুমে ঢুকতে হবে ভাই। মুরাদ বলল, চল এগিয়ে চল, এখানে কেউ থাকার দরকার নাই। ধমক দিয়ে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় এক শিবির কর্মী রড দিয়ে জানালার গ্লাসে আঘাত করল। মুহূর্ত গ্লাসটি ঝরে পড়ল। ততক্ষণে আমার পাশের রুমগুলো পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ছোট্ট ভাই যিয়ার ঘরেও আগুন জ্বলছে। ভ্যাগিস ওরা আমার রুমে সব রেখে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ আমার এবং আমার ঘরে আশ্রিত বন্ধু ও ছোট ভাইদেরকে আল্লাহ রক্ষা করলেন।

আমি ঘরে প্রবেশ করতেই ওরা সমস্বরে বলে উঠল আলম ভাই, আজ যদি আপনি না থাকতেন তাহ'লে নির্ঘাত আমাদের মৃত্যু হ'ত। বললাম, আমি নই আল্লাহ্ই এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর তোমরা জেনে রাখ, আমি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' করি। এই 'যুবসংঘ'ই আমাদের সত্য, সরল ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তোমাদের জন্য এই পথে আসার আহ্বান রইল। এভাবে মাদার বখশ হলের ৩৪০ নং কক্ষটিতে ছাত্রজীবনে 'যুবসংঘ' করার কারণে অনেক মর্মস্পর্শী বেদনা-বিধুর স্মৃতি যে অম্লান হয়ে লুকিয়ে রয়েছে, কে তার হিসাব রাখে!

তাওহীদের ডাক : আপনার শ্বশুর হাজী আব্দুর রহমানের পরিবারে আপনার বিবাহ কীভাবে হয়েছিল?

শামসুল আলম : রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরার হাজী আব্দুর রহমান সরদার (৮৫) আমার শশুর। উনার ৪র্থ মেয়ে খালেদা খাতুনের সাথে ১৯৯৭ সালের ২৩শে জুন আমার বিয়ে হয়। এই বিয়ের ঘটনাটি বেশ নাটকীয়। তার নাতি আল-মামূন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। সেই সুবাদে ১৯৯৫ সালে ২৩শে মে নওদাপাড়া মাদ্রাসায় উনার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সাংগঠনিক কাজে মারকাযে আসলে দেখা হ'ত। ১৯৯৭ সালে ১ সপ্তাহের জন্য মাদ্রাসা ছুটি হয়। তৎকালীন সহকারী শিক্ষক মাওলানা দুরুল হুদা (বর্তমানে মজলিসে আমেলা সদস্য এবং গোদাগাড়ী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক) এবং বগুড়ার আব্দুর রঊফ (কাশিমপুর মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল) কে বললাম, দো'আ করেন, যেন এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করে মাদ্রাসায় আসতে পারি। বাড়িতে গেলাম। কোটচাঁদপুরে একটা মেয়ে দেখলাম। পসন্দ হ'ল, কিন্তু তারা মাযহাবী। সংগঠনের সূত্র ধরে সাতক্ষীরা যেলার দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা ফযলুর রহমান ভাইকে মেয়ের সন্ধানের জন্য বলে রেখেছি। সাতক্ষীরায় গেলাম। বাঁকাল মাদ্রাসায় আমার জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। সাতক্ষীরার ইটাগাছা শহরে একটা মেয়ে দেখার কথা। কিন্তু সেখানে সমস্যা থাকার কারণে যাওয়া হ'ল না। ফযলু ভাইয়ের গ্রামের দিকে একটা মেয়ে দেখা হ'ল। কিন্তু পছন্দ হ'ল না। ৩/৪ দিন থাকার পর এবার ফেরার পালা। তখন জনাব আব্দুর রহমান ছাহেব বাঁকালে থাকতেন। আমার খবর উনি মনে মনে রাখতেন, আমি তা জানতাম না।

ফেরার দিন আব্দুল মান্নান ভাই বললেন, চাচাজীর দু'টি মেয়ে আছে। চাইলে দেখতে পারেন। আমরা ৩ জনে রাজাপুর

গেলাম। আমি মেয়ে দেখলাম। দ্বীনদার, সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং সাংগঠনিক পরিবার। সবমিলিয়ে তাদেরকে মেয়ে পসন্দের কথা জানালাম। উনারা আমাদের গ্রামে এলেন। তাদেরও পসন্দ শেষে এই বিয়েতে আমীরে জামা'আতের অনুমতি চাইলেন। আমীর ছাহেব এক বাক্যে অনুমতি দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ ২৩শে জুন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সোনাবাড়ি থেকে ৪/৫ কিলোমিটার মারাত্মক কর্দমাক্ত রাস্তায় হেঁটে গিয়ে অত্যন্ত সাদাসিধা পরিবেশে বিয়ে হয়ে গেল।

তাওহীদের ডাক : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা) প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আপনার ভূমিকা ছিল। এ বিষয়ে কিছু বলবেন?

শামসুল আলম : হ্যাঁ, ছিল। আমার স্ত্রী বালিকা শাখা প্রতিষ্ঠাকালীন (২০০৪ সাল) প্রথম ৩ জনের ১ জন শিক্ষিকা ছিল। বর্তমানেও সে কর্মরত আছে। আমার একমাত্র বড় মেয়ে জারিন তাসনীম (২৩) অত্র মাদ্রাসার ১ম শ্রেণীর ১ম ছাত্রী, যাদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের বালিকা শাখার স্বপ্ন বুনন শুরু হয়। একদিন আমীরে জামা'আতকে অনুরোধ করে বললাম, স্যার আমার মেয়েকে সহশিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানে পড়াব না। স্যার আপনি শুধু একটি বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিন। ড. গালিব স্যার সেদিন খুশী মনে বালিকা শাখা করার অনুমতি দেন এবং সর্বপ্রথম ৫ হাযার টাকার অনুদান দেন। বর্তমানে দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানটি সুখ্যাতি লাভ করেছে। ফালিল্লাহিল হামদ!

তাওহীদের ডাক : আপনি হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব। ১৯৯৮ সালে আমীরে জামা'আত যে লক্ষ্য নিয়ে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে আপনাদের লক্ষ্যমাত্রা কী?

শামসুল আলম : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চার দফা কর্মসূচীর ৪র্থ দফা তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কারের মূল যে তিনটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা সংস্কার হ'ল অন্যতম। এ লক্ষ্যেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে 'আহলেহাদীছ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' গঠন করেন। মারকাযের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী ছিলেন সেই বোর্ডের আহ্বায়ক, মাওলানা সাঈদুর রহমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মোফাক্কার হোসাইন সচিব। এছাড়াও উক্ত বোর্ডের সদস্য ছিলেন সাতক্ষীরার দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আহসান হাবীব, অধ্যাপক রেজাউল করীম (বগুড়া), আব্দুর রঊফ (বগুড়া), মাওলানা বদীউজ্জামান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ। জোট সরকার কর্তৃক মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও কেন্দ্রীয় ৩ নেতাসহ অনেক কর্মী দায়িত্বশীল গ্রেফতার হ'লে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়। সাথে সাথে শিক্ষা বোর্ডের কাজও বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে দেশের বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা ইসলামী আক্বীদা-আমলের সাথে সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন আলিয়া ও কওমী স্তরের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তা তাওহীদ ও সুন্নাহপন্থীদের জন্য মোটেও অনুকূল নয়। সেখানে ইসলামের মাযহাবী ব্যাখ্যা ও তাক্বলীদী অন্ধত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা আমাদের পরকালের মুক্তির জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এহেন অবস্থায় শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে ১০ই জানুয়ারী ২০১৯ সালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার মজলিসে আমেলায় আলোচনা করে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' নামে নতুনভাবে আবার শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। এতে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে চেয়ারম্যান ও আমাকে সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জানিনা আমি এ পদে কতটুকু উপযুক্ত। তবে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়ায় মাত্র অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান শতাধিক অতিক্রম করে।

ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ৫০-এর অধিক বই প্রকাশ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। আপাতত ইবতেদায়ী পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সেট এবং ধীরে ধীরে দাখিল পর্যায়ের বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। করোনা সংকটকাল বাদ দিয়ে আমরা নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতি বছর পাঠ্যতালিকা, পাঠ পরিকল্পনা প্রকাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধি এবং বার্ষিক ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করেছি। এছাড়াও ২০২২ সালে দেশব্যাপী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন প্রশ্ন প্রণয়ন ও সরবরাহ করার মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশকে ৮টি জোনে ভাগ করে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ চলছে। ইতোমধ্যে খুলনা, সাতক্ষীরা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জোনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছি। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও বরিশাল জোনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ অচিরে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। এই প্রশিক্ষণ কোর্সকে সফল করার জন্য আঞ্চলিক পরিদর্শক নিয়োগ দিয়েছি। আগামীতে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্ন প্রণয়ন ও সরবরাহ, ৪র্থ ও ৭ম শ্রেণীর সাধারণ বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা আপাতত দেশের মোট ৯টি জোনে ১৮ জনকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছি। এসব সংখ্যা প্রয়োজনে আরও বৃদ্ধি করা হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য হ'ল-

(১) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে দক্ষ এবং প্রত্যেক শিক্ষককে অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক হিসাবে তৈরি করা। (২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। (৩) অচিরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। (৪) বিশুদ্ধ কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষার প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা। (৫) দেশের প্রচলিত

দ্বি-মুখী শিক্ষাকে একমুখী প্রবর্তনের লক্ষ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই সিলেবাসে পাঠদান করা। অতঃপর মেধা ও আগ্রহের ভিত্তিতে মানবিক, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি শাখায় পৃথক পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করা। (৬) শিক্ষক-ছাত্র কল্যাণ ফাণ্ড গঠন করা। (৭) পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা। (৮) বার্ষিক কিংবা দ্বি-বার্ষিক শিক্ষক ও ছাত্র সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। (৯) দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা। (১০) শিক্ষা উপদেষ্টা মণ্ডলীদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা। (১১) কেন্দ্রীয় শিক্ষা সেমিনার পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে অভিভাবক সুধী সম্মেলনের ব্যবস্থা করা। (১২) দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল এমনকি গ্রাম পর্যায়ে অন্তত একটি করে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু করা এবং মসজিদ ভিত্তিক মক্তব চালু করা। (১৩) শিক্ষা বোর্ডের সরকারী স্বীকৃতির জন্য জোর চেষ্টা চালানো। (১৪) কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একদল যোগ্য আলেম ও দাঈ তৈরী করা। সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করাই আমাদের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আতকে গ্রেফতারের সময় এবং গ্রেফতার পরবর্তী দিনগুলো আপনার কিভাবে কেটেছিল? একজন আইনশাস্ত্রের মানুষ হিসাবে আপনার ভূমিকা তখন কী ছিল?

শামসুল আলম : সে স্মৃতি আসলে কখনো ভোলার নয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী'০৫ ভোর রাত। হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে চাপা কণ্ঠ ভেসে এলো, আলম ভাই! আলম ভাই! উঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন! ধড়ফড় করে ওঠে ভীত পদে অগ্রসর হয়ে দরজা খুলে দেখি ড. কাবীরুল ইসলাম ভাই। দেখলাম তার চোখে-মুখে ভীষণ উদ্বেগ ও বিষণ্নতার ছাপ। কি হয়েছে? বললেন, আমীরে জামা'আতকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে! শুধু তাই না, সালাফী ছাহেব, নূরুল ইসলাম ছাহেব এবং আযীযুল্লাহ ভাইকেও নিয়ে গেছে। শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাসা থেকে বিদায় নিলাম। পার্শ্ববর্তী মসজিদে গেলাম। সেখানে ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ' দায়িত্বশীল ড. মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

আমরা ফজরের ছালাত শেষ করে নওদাপাড়া বাজার মসজিদে গেলাম। সেখানে উপস্থিত হ'লেন 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম আব্দুল লতীফ ভাই। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমাদেরকে থানায় যেতে হবে। আমি বললাম, থানার পরপরই কোর্টে যেতে হবে। ফাইলপত্র সাথে নিতে হবে। কারণ এরপরে ওরা নেতৃবৃন্দকে কোর্টে চালান দিবে। এখন প্রশ্ন হ'ল- মাদ্রাসায় কে যাবে? সেখানেই তো স্যারের বাসা ও পরিবার। সকলে আমরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। কারণ মাদ্রাসায় এ মুহূর্তে যে যাবে, সে নিশ্চিত গ্রেফতার হবে। শত শত পুলিশ-র‍্যাব, ডিবি, বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) মাদ্রাসা ঘিরে রেখেছে। বললাম, আমি যাব, ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই-ই হবে।

আমি রিক্সা নিয়ে চললাম মাদ্রাসার দিকে। দেখি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, শত শত পুলিশ-র‍্যাব সদস্য রাস্তার দু'ধারে ও মাদ্রাসার চারিদিক বেষ্টন করে রেখেছে। ওদেরকে ডিঙ্গিয়ে রিক্সা নিয়ে সোজা মাদ্রাসার ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে, কোথায় যাবেন? বললাম, আমি মাদ্রাসার শিক্ষক, কাজ আছে তাই যেতে হবে। ওরা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা যান। মাদ্রাসার ভিতরে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে আতঙ্কের ছাপ! আমাকে দেখে ছাত্ররা দৌড়ে এসে বলল, স্যার আমীরে জামা'আতকে নিয়ে গেছে, এখন আমাদের কি হবে? সহকর্মী শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান, মাওলানা ফযলুল করীম ও কর্মচারীরা এলেন। সবার মধ্যে চরম ভীতি আর আতঙ্ক কাজ করছে। প্রথমে আত-তাহরীক অফিস খুললাম। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে, ধৈর্য ধরতে এবং স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলাম। বললাম, তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবে। এতে তারা অনেকটা সাহস পেল। 'আন্দোলন' অফিসে গেলাম। কিন্তু কেউ নেই। আনোয়ার ভাইকে বাসা থেকে ডেকে আনা হ'ল। আমীরে জামা'আতের বাসার খোঁজ-খবর নেওয়া হ'ল। আনোয়ার ভাইয়ের নিকট থেকে কাগজপত্র, ফাইল নিয়ে চললাম থানায়। অতঃপর কোর্টে। শুরু হ'ল আদালত অঙ্গনে যাত্রা। জানি না এ যাত্রা কখন, কবে শেষ হবে? ভাবতে ভাবতে চললাম, আর আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানালাম, 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে হেফাযত কর এবং অনতিবিলম্বে তাঁদেরকে মুক্ত করে দাও'।

রাজশাহী কোর্টে গেলাম। এ্যাডভোকেট শাহনেওয়ায, জার্জিস আহমাদ, মু'তাছিম বিল্লাহ প্রমুখ যামিনের মুক্তির আবেদন করলেন। কিন্তু নামঞ্জুর করা হ'ল। প্রথমে রাজশাহী শাহ মখদূম থানার ৫৪ ধারায় (সন্দেহমূলক) মামলাতে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার দেখানো হয়। বর্তমানে এমন মামলা ব্যাপকভাবে দেখা গেলেও তখন আমাদের কাছে নতুন ছিল।

রাজশাহীতে বৃথা চেষ্টায় সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। আমরা বুঝলাম, বিষয়টি খুব সহজ নয়। কথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের শুধু আমাদের তাবলীগী ইজতেমা ভণ্ডুল করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং এদের পরিকল্পনা ও নীলনকশা বহু দূর বিস্তৃত। অতএব ড. কাবীরুল ইসলাম, ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, মুফাক্ষার হোসাইনসহ কয়েকজন আমরা আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইনের বাসায় একদিন সকালে যরূরী বৈঠকে বসলাম। বললাম, এখানে থেকে আর লাভ নেই। আমাদেরকে ঢাকা যেতে হবে। ঢাকাতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ও হাইকোর্টে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে কিছু করা যায় কি-না দেখা উচিত। অতঃপর সম্পাদক ছাহেব ও আমি ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গেলাম। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম কি করা যায়? আমরা প্রথমে সেন্ট্রাল

শরীআহ বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব মোখলেছুর রহমান এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান ছাহেবের সাথে দেখা করলাম। তারা অনেক ভাল পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ ড. গালিব ছাহেবকে জেলে রেখে ভাল করেছেন। এ মুহূর্তে বাইরে থাকলে হয়ত এর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হ'তে পারত। একথা অবশ্য তিনি ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ বলেছিলেন। সকলেরই বক্তব্য, একটু ধৈর্য ধরুন। এ জন্য কাজ কারা করেছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাঁরা সেদিন ক্ষমতাসীন বৃহৎ ইসলামী দলটির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

পরদিন গেলাম হাইকোর্টে। সেখানে মাওলানা হাফীযুর রহমান ভাইয়ের নেতৃত্বে সকলের আগাম যামিন নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছিল। ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইদের সাথে দেখা ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হ'ল। ঐদিন সম্পাদক ছাহেব এবং আমি মুছলেহুদ্দীন ভাইকে বললাম, ভাই এখানে দেখছি সকল দায়িত্বশীল অগ্রীম যামিন নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু আমীরে জামা'আতের জন্য কি করা হচ্ছে? এতে যেন কেউ কেউ নাখোশ হ'লেন। ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইকে পরামর্শ দেওয়া হ'ল এ মুহূর্তে আপনি একটি যরূরী 'আমেলা' বৈঠক ডাকুন এবং পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করুন। 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলনে'র কর্মীগণ এখন দিশাহীন এবং অভিভাবকহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। আন্দোলনকে চালিয়ে নিতে হ'লে এভাবে পালিয়ে থাকলে চলবে না। পরিকল্পিতভাবে একটা কিছু করা এ মুহূর্তে অতীব যরূরী। তিনি তাই-ই করলেন। আমরা দু'জনে সেদিন মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের মুহাম্মাদপুরের বাসায় অনুষ্ঠিত সেই যরূরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম।

ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, জনাব গোলাম মুক্তাদির, মাওলানা হাফীযুর রহমান, এস.এম. আব্দুল লতীফ, জনাব বাহারুল ইসলাম, গোলাম আযম প্রমুখ। এখানে বেশ কিছু ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল। পরদিন আবার হাইকোর্টে গেলাম। সেখানকার পরিবেশ ছিল গোয়েন্দাদের কঠোর নযরদারীতে। তবুও আমরা ভয় না করে আমাদের বন্ধু-বান্ধব ছোট-বড় ১৫/২০ জন উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বড় মাপের কোন এ্যাডভোকেট এ মামলা নিতে চাচ্ছেন না। তারা বলছেন, এখন না, পরে। কেউবা স্যারের নাম শুনেই আঁৎকে উঠছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছোট ভাই এ্যাডভোকেট লিটনকে (কুমিল্লা) নিয়ে রাতে প্রথমে ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল-মামূনের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, এখন না। কয়েক মাস পরে আসেন। অবশ্য শেষে যামিনের ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই হয়েছিল। এভাবে স্যারের গ্রেফতারকালীন সময়ে আমাদেরকে এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে, যার কোন পূর্বধারণা বা প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। তবে আইনশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাধ্যমত কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম।

প্রশ্ন : সাংগঠনিক কাজে অনেক সময় আপনাকে প্রশাসনিক লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। স্যার সম্পর্কে তাদের ধারণা কেমন?

শামসুল আলম : স্যারের ব্যাপারে পুলিশ, ডিসি কিংবা আরও উপর মহলের সব সময় সুধারনা ছিল এবং এখনও আছে। যার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সময় পেয়েছি। যেমন-

(১) ১৯৯৭ সালে বিমানবন্দর রোড সংলগ্ন অত্যন্ত মূল্যবান ৭ শতক জমি ইঞ্জিনিয়ার নযরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী 'যুবসংঘ'কে দান করেন। সে জমি খারিজ হচ্ছিল না। আমি এডিএম আব্দুছ ছবুর ছাহেবকে বললাম, উনি সঙ্গে সঙ্গে এসিল্যাণ্ড হুমায়ুন কবীরকে ফোনে এভাবে বললেন, দেখ হুমায়ুন, আমি আহলেহাদীছ। আমাদের এ জায়গাটা খারিজ করার ব্যবস্থা কর। পরে আমাকে তার কাছে পাঠালেন। একদিন রাতে কাগজপত্র নিয়ে উনার বাসায় যাই। 'যুবসংঘে'র তৎকালীন সভাপতি ড. কাবীরুল ইসলাম আমার সাথে ছিলেন। কিছুদিন পর একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ!

একইভাবে তৎকালীন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম চাচার নিজ এলাকা সপুরায় ঈদগাহ মাঠ নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তার দারুন বিবাদ চলছিল। পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ ঈদগাহ মাঠ দখলে নিলে আব্দুছ ছবুর ছাহেবকে এ বিষয়টি বললাম। তিনি ইদগাহ মাঠেরও স্থায়ী বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করলেন।

আব্দুছ ছবুর ছাহেব সচিব হয়ে অবসর গ্রহণের পর তার বাসায় গেলে তিনি ড. গালিব স্যার সম্পর্কে বলেন, গালিব ছাহেবের লেখা এতই সুন্দর, উচ্চ ভাষাশৈলীসম্পন্ন ও সহজ-সরল প্রাণবন্ত, যা অন্য কোন লেখকের বইয়ের মধ্যে পাই না। মনে হয় শুধু বাংলাদেশ না, দক্ষিণ এশিয়ায় তার মত সমাজ সচেতন ইসলামী লেখক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

(২) এডিসি হাবীবুর রহমান আমাদের মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ দিনের দখলকৃত অবৈধ বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক পরিবারকে গুচ্ছ গ্রামে একটি করে সরকারী বাড়ি বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় এক প্রতিনিধির খপ্পরে পড়ে তারা সে সময়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেনি। আমিও মাদ্রাসায় যোগদানের পর মাদ্রাসার সুন্দর পরিবেশ রক্ষার কাজে তৎপরতা শুরু করি। বস্তিসহ আশেপাশের যত অবৈধ স্থাপনা ছিল তা উচ্ছেদের জন্য সড়ক ও জনপদ, পুলিশ, ডিসি, স্থানীয় কাউন্সিল প্রমুখের সাথে প্রচুর যোগাযোগ রাখি। শেষমেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের আমলে সওজ প্রশাসন এই বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করলে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়। এ বিষয়ে সহকর্মী দুর্রুল হুদা, মুফাক্ষার হোসাইন প্রমুখকে সাথে নিয়ে ড. গালিব স্যারের পরামর্শমত কাজ করি এবং সব জায়গায় প্রশাসনের ইতিবাচক সাড়া পাই। সর্বোপরি ভেতরে-বাহিরে এত অপপ্রচার সত্ত্বেও বিভিন্ন অফিস-আদালতে গেলে

প্রশাসনের এমন বহু কর্মকর্তা আমরা পাই, যারা ড. গালিব স্যার সম্পর্কে উচ্চ সুধারনা রাখেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতির কথা যদি বলতেন।

শামসুল আলম : (১) ১৯৯০-৯১ সালের কথা। আমীরে জামা'আতের হড়গ্রামের ভাড়া বাসায় আমি ও মেহেরপুরের আব্দুর রব (বর্তমান ঝিনাইদহ পল্লী বিদুৎ-এর ডিজিএম) যেতাম। প্রথম দিন যখন যাই, তিনি মেহমান খানায় সবুজ কার্পেটের উপর একটি কাঠের ডেস্ক নিয়ে ফ্লোরে বসে লেখাপড়ায় মগ্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হয়েও তার অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন দেখে সেদিন আমরা বিমোহিত হয়েছিলাম।

(২) আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তখনও 'যুবসংঘে' যোগদান করিনি। শুনলাম আমীরে জামা'আত পাকিস্তান সফর থেকে ফেরার পরপরই (৭ই অক্টোবর ১৯৯২) মটরসাইকেল দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। আমি ও শিমুলসহ কয়েকজন রাজশাহী সদর হাসপাতালে যাই এবং স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর জন্য দো'আ করি। তিনিও আমাদের জন্য দো'আ করলেন। পরে স্যার সুস্থ হয়ে উঠলে আমাকে ও আমার সাথীদের নামে একটা কৃতজ্ঞতা পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের ভাষাশৈলী আমার মনে দারুন রেখাপাত করে। এতে 'যুবসংঘ'-এর প্রতি আমার আস্থা ও ভালবাসা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। মনে পড়ে স্যার তখনও আমাদের সাথে আপনি বলে সম্বোধন করতেন, যদিও আমরা ছাত্র। এতে উনার উদারতা যে কত বড়, তা সহজেই অনুমেয়।

৩. ১৯৯০-৯১ সালে যোহা হলের ২১৬ নং কক্ষে 'যুবসংঘ'-এর একটি প্রোগ্রামের নিউজ যশোর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। সেদিনের বৈঠকে শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), শেখ শফীকুল ইসলাম (খুলনা), রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মঞ্জুরুল ইসলাম (যশোর), গোলাম মোস্তফা (মেহেরপুর), শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা), আব্দুর রব (মেহেরপুর) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সকলের সামনে আমি বলেছিলাম, আহলেহাদীছদের একটি ভাল পত্রিকা থাকা দরকার।

১৯৯৫ সালে আমি এলএলএম (মাস্টার্স) পরীক্ষা শেষে নওদাপাড়া মাদ্রাসায় স্যারের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার প্রস্তাব দেন। পরীক্ষা শেষে যেহেতু অবসর, সে হিসাবে ২৩শে মে ১৯৯৫ সালে মারকাযের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। এরপর একদিন সংগঠন থেকে একটি পত্রিকা বের করার ব্যাপারে স্যারের সাথে আলোচনা করি। কিন্তু এই চিন্তা আমার আগে থেকেই স্যারের মাথায় ছিল তা আমার জানা ছিল না। স্যার বললেন, এ দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে। পত্রিকা রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব আমার উপর পড়ল। কয়েক মাস ডিসি, পুলিশ কমিশনার, ডিএসপি, রাজশাহী-ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কাগজ-পত্র জমা দেওয়া-নেওয়ায় কাটল। প্রথমে 'তাওহীদের ডাক' নামে আবেদন করি। জানা গেল এ নামে পত্রিকার নিবন্ধন আছে। পরে মাসিক 'আত-তাহরীক' নামের জন্য আবেদন করি।

বহু ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি করে অবশেষে ১৯৯৭ সালে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা ছাড়পত্র ও রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ! প্রধান সম্পাদক হ'লেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার। বিনা ঘুষে এই পত্রিকার রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া ঢের কষ্টকর ছিল। স্যার আমার জন্য অনেক দো'আ করলেন এবং ধন্যবাদ জানালেন। স্যার আমাকে পত্রিকার সার্কুলেশন ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর প্রথম সংখ্যা ২ হাযার কপি ছাপানো হ'ল। অতঃপর পত্রিকার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। আমিও পত্রিকার প্রচারের জন্য শিক্ষকতার পাশাপাশি দিন-রাত পরিশ্রম করতে থাকি। ২০১২ সাল পর্যন্ত হিসাব রক্ষক ও বিজ্ঞাপন বিভাগের দায়িত্ব পালন করি। স্যারের ক্ষুরধার লেখনী ও দুরদর্শিতায় আত-তাহরীক এখন বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ইসলামী মাসিক পত্রিকা। এটা আমার জীবনের একটা বড় স্মৃতিময় ঘটনা।

তাওহীদের ডাক : ব্যক্তি জীবনে আপনার এমন কোন অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিচারণ আছে কি যা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে?

শামসুল আলম : প্রত্যেক মানুষের জীবন আনন্দময় কিংবা দুঃখজনক ঘটনার সমন্বয়ে অতিবাহিত হয়। আমার জীবনও ব্যতিক্রম কিছু নয়। সেরকম কয়েকটি ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিচারণ করছি-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন : আমি ১০ই আগস্ট ১৯৮৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হই। আমার সিট মাদার বখশ হ'লে বরাদ্দ ছিল। বড় ভাইদের কাছে শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকাটা ক্যাম্পাসের অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সমান। কারণ হলে আবাসিক থাকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনের মোক্ষম সুযোগ মেলে। সেদিন থেকে হলে ওঠার অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল। তাছাড়া হ'লে থাকলে খরচও কম হয়। আমার হাইস্কুলের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক জাফর স্যারের সন্তান এ এস এম কবীর আহমাদ ভাই মাদার বখশ হলের ৩০৭ নং কক্ষে থাকতেন। সে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সমর্থক ছিল (বর্তমানে তিনি খুলনা এরিয়া উপ তথ্য অফিসার)। আমি কিছুদিন তার সাথে সেই কক্ষে ডাব্লিং করেছিলাম। কবীর ভাই বলেছিলেন, দেখ আলম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছ ভাল কথা। তবে কয়েকটি কথা মনে রাখবে। ১. কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত হয়ো না। ২. বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ো না। ৩. তোমার যদি ইচ্ছা থাকে তাহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সাংবাদিকতার সুযোগ রয়েছে, তুমি প্রেসক্লাবের মেম্বার হ'তে পার। ৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন পাঠক ফোরামের সাথে যুক্ত হ'তে পার। ৫. পড়ালেখার প্রতি যত্নশীল হবে এবং বেশী বেশী লাইব্রেরী

ওয়ার্ক করবে, আর নিয়মিত মসজিদে যাবে ইত্যাদি। এই উপদেশগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করি। উপদেশগুলো সত্যিই আমার জীবনে দারুণ উপকারে লাগে।

(২) শিক্ষকতা ও পারিবারিক জীবন : শিক্ষকতাকে পূর্ণ পেশা হিসাবে গ্রহণ করব, সেটা আমার ভাল লাগত না। তাই মারকাযে শিক্ষকতার পাশাপাশি আমি সাংগঠনিক দাওয়াতী কাজও করতাম। সহকর্মী মুজাম্মেল হক মাদানী, আখতারুল আমান মাদানী, আব্দুর রঊফ, আব্দুর রাযযাক (ভারত) প্রমুখের সাথে আশেপাশের গ্রামগুলোতে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতাম। কখনও আমীরে জামা'আতের সাথে দূরবর্তী কোন প্রোগ্রামে সফরসঙ্গী হতাম। পুরাতন কর্মী-দায়িত্বশীলদের পদচারণা ও কাজকর্ম বেশ ভাল লাগত।

দ্বীনী পরিবেশে এভাবে দু'টি বছর পেরিয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব থেকে বিয়ের চাপ। তবে পরিবার থেকে বলতো মাত্র ৪০০ টাকা বেতনে মাদ্রাসায় চাকুরী করে কে তোমাকে ভাল মেয়ে দিবে। কেউ বলল, মুখে দাড়ি রাখলে তো ভাল মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে না। বাস্তবেও কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। এমন কি কিছু দায়িত্বশীলদের আত্মীয়দেরও পিছুটান দিতে দেখেছি। তবে আমার আস্থা ও ভরসা সর্বদা আল্লাহ্র উপর ছিল। বলতাম, আমীরে জামা'আতকে 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে বলতে শুনেছি রিযিক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সুতরাং আমার আর চিন্তা কি! দেখা গেল ভাল পরিবেশে বিয়ে হ'ল। সন্তানাদি হ'ল। ভাল বাড়ি হ'ল। আল্লাহ সবমিলিয়ে খুব ভালই রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তবে প্রথম দিকের কষ্টের সেই বছরগুলোর কথা আজও স্মরণ হয়।

তাওহীদের ডাক : যুবসমাজের জন্য যদি কিছু নছীহত করতেন?

শামসুল আলম : আমি মনে করি ১৯৭৮ সাল থেকে 'যুবসংঘ' এ দেশে যুবকদের আদর্শ জীবন গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একজন তরুণ যুবক যদি এই প্লাটফর্মে এসে দাওয়াতী কার্যক্রমে শরীক হয়, তবে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য তা যথেষ্ট হবে। একজন যুবককে অবশ্যই সময়ের মূল্য দিতে হবে। যুবসমাজের জন্য আমার নছীহত হ'ল- অবসর সময়কে কাজে লাগাতে হবে। প্রচলিত দিকভ্রান্ত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। অহী ভিত্তিক দ্বীনী সংগঠন সম্পর্কে জেনে বুঝে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখবে, কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারার মধ্যে আলাদা একটা অভিজ্ঞতা, সাহস ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। শিক্ষাঙ্গনের নোংরা সংস্কৃতি থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মোবাইল নয়; বরং বইকে সঙ্গী করতে হবে। মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, ছাহাবীদের জীবনী, সালাফদের জীবনীসহ ভাল বই পড়তে হবে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-গুরুজনদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতে হবে। সর্বোপরি নফল ছালাত ও ছিয়াম আদায় এবং হালাল রূযীর মাধ্যমে জীবন ধারণ করতে হবে। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধানকে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সমাজকে সংস্কার করতে হবে। বিনিময়ে স্রেফ জান্নাত লাভের আশা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।- আমীন!

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন?

শামসুল আলম : পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার পূর্বে আমার নিজের কথাই বলতে হয়, 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি দ্বি-মাসিক হ'লেও একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা। কারণ এর ভিতরে অনেক নতুন বিষয় রয়েছে, যা পাঠকদের চিত্তকে আনন্দিত করতে পারে। আমার ছেলে-মেয়েরা 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা পড়তে অত্যন্ত ভালবাসে। তাওহীদের ডাকের সম্পাদকদের প্রতি কয়েকটি পরামর্শ থাকবে। সেটা হ'ল- ১. পর্যায়ক্রমে ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের জীবনী প্রকাশ করা। ২. কিছু প্রশ্নোত্তর চালু করা। ৩. সাময়িক প্রসঙ্গটি নিয়মিত ও মানসম্পন্ন করা। ৪. নারী ও যুব বিষয়ক কলাম চালু করা। আর পাশপাশি সরকারী রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি পত্রিকা পাঠকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। পাঠকদের বলব, পত্রিকাটি পড়ুন। বাসায় পরিবারের সদস্যদের জন্য ও ছেলে-মেয়েদের জীবন গঠনের জন্য হ'লেও একটি কপি কাছে রাখুন। পত্রিকাটিকে সার্বিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য পরামর্শ দিন। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন।- আমীন!

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খাইরান

শামসুল আলম : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। বারাকাল্লাহ ফীকুম।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

The Shepherd Prays for a Sinner

- Professor Nazeer Ahmed

There once lived a sinner in a little town at the edge of the desert. He was a cheat, a gambler, a drunk and was steeped in other wrongdoings. People did not like him.

He grew old and died, as do all human beings. So notorious was he for his evil deeds that no one came to his *janaza* (funeral) prayers. They even refused to bury him in the town cemetery.

The sinner had a son. Unlike his father, the boy was virtuous, of good character. Since no one came for the funeral prayers, the boy took his father's body in a cart to the desert, there to pray for him and bury him.

As he was digging the grave, a shepherd passed by with his sheep.

"What are you doing?" asked the shepherd of the boy.

"I am digging a grave for my father", said the boy. "He was unpopular with the townspeople for his wrongdoings. So I brought his body here to say the funeral prayers and bury him.

The shepherd's heart melted at the dedication of the boy for his father. He took the shovel from the boy's hands and helped dig the grave. The two of them said the prayers for the deceased and the shepherd said a prayer for the dead man. Then they buried the man.

That night the boy had a dream. He saw his father in heaven surrounded by Allah's mercy.

"How are you, my father?" asked the boy.

"God accepted the prayers of the shepherd and granted me bounties from His divine Grace. I am so happy here".

The boy was curious to know what prayer the shepherd had said for his father. He searched all around and finally caught up with him.

"What did you say in your prayers that earned my father the grace of God, even though he was known for his evil deeds?"

"I knew your father and he had also done me wrong. But I forgave him" the shepherd said. And I prayed for him: "O my Rabb! I am your unworthy servant. I am only a shepherd. This man did me wrong but I forgave him. You are the Forgiver of all Forgivers and Provider to all the worlds. Forgive this man, erase his sins and grant him from your choicest bounties."

"Find someone to forgive, so that He may forgive you."

Khair, Inshallah ("It is good, as God Wills it")

There once lived a king who was fond of fencing and hunting. He was a good king but he was impulsive and was given to hasty decisions. His vizier, a God fearing soul and a man of wisdom, was his constant

companion. No matter what the king did, the vizier humored him and said: "Khair, inshallah" ("It is good, as God Wills it").

One day, the king was practicing fencing with one of his companions. In his impulse, he lunged forward and thrust his sword at his opponent. To defend himself, the opponent had to respond with vigor and in the process cut off one of the king's fingers. The fencing bout was stopped as the king bled and a Hakim had to be called in to bandage the severed finger.

The vizier who was standing on the sidelines and was a witness to the entire episode, exclaimed: "Khair, inshallah".

The king was furious at the Vizier. "How dare he say that my losing a finger is good?" the king thought. In his anger, he ordered the vizier to be thrown into the dungeons.

As the vizier was bound in heavy iron chains and was dragged out by the soldiers, he exclaimed, "Khair, inshallah!" The king was baffled by the Vizier's exclamation but said nothing.

A few months later, as the finger of the king healed, he went out hunting with his entourage. Deep in the thick forest he saw a deer. He pressed his heals to the stirrups. The king's horse lunged forward and sped towards the targeted prey. So focused was the king on the deer that he lost his way. His entourage was left behind and the king found himself all alone. Exhausted after a long chase, he dismounted to rest under a tree and soon went to sleep.

When he woke up, the king found himself surrounded by a band of cannibals whose custom it was to capture a man once a year and offer him as sacrifice on their altar. The only requirement was that the man be healthy, without blemish or body defects.

The cannibals took the king to their chief who ordered that the captured king be readied for sacrifice. But as he was being prepared for sacrifice, the cannibals noticed that the man they had captured was missing a finger. This was unacceptable according to their custom. So they let the king go free.

Alone, the king stumbled through the forest for many days and, as if by divine decree, found his way back to his palace. He realized how the missing finger had saved his life and the wisdom of the vizier's exclamation, "Khair, inshallah".

Remorse filled his heart and he ordered that the vizier be freed and brought back to his presence. He expressed his regrets to the vizier for the incarceration and reappointed him to his old position with honors.

After a few days, the king asked the vizier, "I now understand the wisdom of your exclamation, "Khair, inshallah" when I lost my finger while fencing. But why did you say, "Khair, inshallah", when I ordered that you be thrown into the dungeons."

"If you had not placed me in the dungeons, sire", responded the vizier, "I would have accompanied you on the hunting trip and would be captured by the cannibals. Since my body is whole and I do not have any missing fingers, the cannibals would have sacrificed me. So you saved my life by throwing me in the dungeons"

"Khair, inshallah", cried out the king. "I now understand the meaning of the Ayah, "Man plans but God is the best of planners". There is goodness in whatever God gives us.

শায়খ ড. আব্দুর রাযযাক বদর

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

শায়খ ড. আব্দুর রায্যাক বদর আধুনিক বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা সালাফী বিদ্বান। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আক্বীদা ও আদব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব তাঁর লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বের বহু হক্বপিয়াসী মানুষের জন্য পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। অত্যন্ত পরহেযগার, নম্র ও অমায়িক চরিত্রের অধিকারী শায়খ আব্দুর রায্যাক বদরকে নিয়মিতই দারস প্রদানরত অবস্থায় দেখা যায় ফজর কিংবা আছর ছালাতের পর মদীনার মসজিদে নববীর দরসগাহে। গুণী পিতা শতবর্ষী বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের ইলমী সিলসিলা তিনি ধরে রেখেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে। নিম্নে এই মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখিত হ'ল।

নাম ও জন্ম :

তাঁর পূর্ণ নাম আব্দুর রাযযাক আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ বিন আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদ বিন ওসমান আল-বদর (৬০)। তিনি ২২শে যুলক্বা'দাহ ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৩ সালে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে জুলফী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বর্তমান সময়ের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকেই শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ২য় স্তরের দাদা আব্দুল্লাহ্র উপনাম ছিল আব্বাদ। সে সম্পৃক্ততায় তিনি আব্দুল মুহসিন আব্বাদ নামে সর্বাধিক পরিচিত।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী :

১. তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আব্দুল মুহসিন আব্বাদ। ২. শায়খ আব্দুল্লাহ গানিমান। ৩. শায়খ আলী নাছের ফাক্বিহী। এছাড়াও তিনি অনেক ওলামা- মাশায়েখ ও প্রসিদ্ধ দাঈদের সহচর্য লাভ করেছেন। তন্মধ্যে (১) আব্দুল্লাহ বিন বায (২) নাছিরুদ্দীন আলবানী (৩) আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ। (৪) ওয়ালীদ বিন রাশেদ বদর আস-সায়দান। (৫) ইয়াসীর খলীল শাহীন। (৬) মুহাম্মাদ বিন্ ছালেহ আল-ওছায়মীন। (৭) আব্দুল্লাহ বিন মূসা। (৮) নাছির বিন ঈসা বিন আহমাদ বালূশী আয-যাহরানী প্রমূখ।

শিক্ষা ও কর্মস্থল :

তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আক্বীদা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বর্তমানে সেখানেই শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইবনু তায়মিয়াহর 'শারহু ওয়াসিতিইয়াহ' এর দারস দিয়ে থাকেন। মসজিদে নববীতে তিনি সরকারীভাবে নিয়োজিক দাঈ এবং সেখানে তিনি নিয়মিত দারস প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও তিনি অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস করে থাকেন। অনলাইনে নানা বিষয়ে তার অসংখ্য অডিও ভিডিও বক্তব্য রয়েছে। তার ব্যক্তিগত একটি ওয়েব সাইট al-badr.net/index.php রয়েছে, যেখানে ৫৫ লক্ষাধিকবার বক্তব্য শ্রবণ হয়েছে।

গ্রন্থাবলী :

তাঁর উল্লেখযোগ্য হ'ল গ্রন্থ হ'ল- (১) ফিক্বহুল আদ'ইয়াহ ওয়াল আযকার। (২) আল-হজ্জ ও তাহযীবুন নুফূস। (৩) 'তাযকিরাতুল মা'তী' আব্দুল গণী আল-আল-মাক্বদিসী এর আক্বীদার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (৪) আবুদাঊদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (৫) ফিকহুল আসমায়িল হুসনা। (৬) আসবাবু যিয়াদাতিল ঈমান ওয়া নুক্বছানিহী। (৭) আল-ফুছূল ফী সীরাতির রাসূল। (৮) ফাওয়াইদুয যিকর ওয়া ছামারাতুহু। (৯) মাফাতীহুল খায়ের। (১০) আল-হাওক্বালাহ। (১১) তাকরীমুল ইসলাম লিল মার'আত। (১২) আদ-দাওয়াতু ইলাল্লাহ। (১৩) আওছাফুল কুলূব। (১৪) বির্‌রুল ওয়ালিদাইন। (১৫) আল-ফিতানু ফিল লিবাস। (১৬) হুক্বূকুল জার। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষাতে তাঁর অনূদিত গ্রন্থসমূহ :

(১) যুবকদের প্রতি সালাফদের নছীহা। (২) যে দো'আ ব্যর্থ হয় না। (৩) ঈমান পরিচর্যা। (৪) ঈমান কেন বাড়ে কেন কমে। (৫) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম। (৬) ইস্তিকামাত অর্জনের দশ নীতি। (৭) আত্মশুদ্ধির দশ নীতি। (৮) তাওহীদের কালেমা: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফযীলত, অর্থ, শর্ত ও পরিপন্থী বিষয়। (৯) আয়াতুল কুরসী ও তাওহীদের প্রমাণ। (১০) ছাহাবীদের প্রতি আমাদের করণীয়।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়

-মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোটের উপর আভ্যন্তরীণভাবে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলার পর শাহ ছাহেব মারহাট্টাদের দমন করার জন্য আহমদ শাহ আব্দালীকে আমন্ত্রিত করেন। ধর্মপরায়ণতায়, নৈতিক বলে আর সামরিক নৈপূণ্যে ও বীরত্বে তৎকালে জাহানে ইসলামে আব্দালী অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। আব্দালী ইতিপূর্বে যথাক্রমে ১৭৪৭, ১৭৫০, ও ১৭৫২ সনে ৪ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৫৭ আর ১৭৫৯ সনে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াই ভারতে প্রবেশ করেন। শাহ সাহেব আহমদ শাহ আব্দালীকে যে সুদীর্ঘ "দাওয়াতনামা" প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"হিন্দে কাফেরদের প্রাদুর্ভাব আর অত্যাচার আর মুসলমানদের অসহায় অবস্থার বিবরণ লিখিত হইল। বর্তমানে আপনি ব্যতীত এমন কোন ক্ষমতাশালী ও প্রভাবান্বিত নরপতি নাই, যিনি স্বীয় সামরিক বলবিক্রম, বুদ্ধি-কৌশল ও দূরদর্শিতা দ্বারা শত্রুদলকে পরাভূত করিতে পারেন। অতএব এবিষয়ে ইহা সুনিশ্চিত যে, আপনার পক্ষে হিন্দে অগ্রসর হইয়া মারহাট্টাদের শক্তিকে চূর্ণ আর অসহায় মুসলিমদিগকে কাফেরদের কবল হইতে উদ্ধার করা "আইনী ফরয" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নতুবা আল্লাহ না করুন অবস্থার গতি যদি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায় তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই এদেশে মুসলমানরা ইসলামকে ভুলিয়া যাইবে"।

শাহ ছাহেবের অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার প্রমাণ এই যে, আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে বাহাও অযোধ্যার অধিপতি সফদর জঙ্গের পুত্র শুজাউদ্দওলাকে আপন দলে ভিড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইয়াছিল। 'মুতাআখ্খিরীনে'র সংকলয়িতা শুজাউদ্দওলার উক্তি উধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

"দীর্ঘকাল হইতে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা হিন্দ ভূমিতে জবর দখল করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সীমাহীন লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর কটুক্তির ফলে আহমদ শাহ আব্দালীর বিপদ তাহাদের মস্তকে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা জনগণের ইয্যত, আব্রু, সুখ-শান্তি আর মর্যাদার কোন পরওয়াই রাখেনা, তাহারা সমস্তই নিজেদের আর স্বীয় জাত ভাইদের জন্য গ্রাস করিয়া রাখিতে চায়। জনগণ ইহাদের আচরণে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া নিজেদের রক্ষা করার মানসে আর কতকটা সুখ-শান্তিলাভের আশায় বহু অনুরোধ-উপরোধ করিয়া শাহ আব্দালীকে আহ্বান করি আনিয়াছে। আব্দালীর আক্রমণের ক্ষতিকে মারহাট্টাদের অত্যাচারের তুলনায় তাহারা লঘু মনে করিয়াছে। অতএব এখন সন্ধির কথা উঠিতেই পারেনা" (৯১২ পৃঃ)।

আহমদ শাহ আব্দালীর অভিযান : শাহ সাহেব যে উদ্দেশ্যে আব্দালীকে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নির্বাচন কিরূপ অভ্রান্ত ছিল, এইবারে আমরা তাহা উল্লেখ করিব। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরও আব্দালীর সহিত পত্রব্যবহার করিতেন আর গোপনে তিনিও শাহ ছাহেবের প্রধান বাহু নজীবুদ্দওলার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া "মুতাআখ্খিরীনে" উল্লিখিত রহিয়াছে (৯০৮ পৃঃ)। আমরা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আহমদ শাহ আব্দালীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিযানের কাহিনী একসঙ্গেই বর্ণনা করিব।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ আব্দালী রাজপুতানা আক্রমণ করিয়া সরহিন্দ হইতে মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করেন। এই স্থানে তাহারা মুসলমানদের অনেকগুলি মসজিদ ও সাধুসজ্জনদের সমাধি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। দাতা সিন্ধিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে বাউলী প্রান্তরে উপস্থিত হয়। আহমদ শাহও যমুনা পার হইয়া থানেশ্বরে দাতাজী সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধে দিল্লীর ১০ মাইল দূরবর্তী বিরারী ঘাটে দাতাজী সিন্ধিয়া নিহত হয়। রাও হোলকারকে শায়েস্তা করার জন্য আব্দালী শাহ পছন্দ খান ও শাহ কলন্দর খানকে ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাঁহারা নারনোলের পথে একদিন ও এক রাত্রিতে ৭০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী পৌঁছেন। তথায় একদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা রাত্রিযোগে যমুনা পড়ি দেন এবং প্রত্যুষে আকস্মিকভাবে রাও হোলকারের সৈন্যদলের উপর পতিত হন। হোলকার মাত্র ৩ শত সৈন্য লইয়া পলায়ন করে, অবশিষ্ট সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে মারহাট্টাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে আহমদ শাহ আব্দালী লাহোর হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সাআদুল্লাহ খান নজীবুদ্দওলা, আহমদ জঙ্গশ, হাফেয রহমত খান ও দুন্দীখান আব্দালীর সহিত মিলিত হন *(মুতাআখ্খিরীন ৯১০ পৃ:)*। কেহ কেহ বলেন, আব্দালী নজীবুদ্দওলা ও শুজাউদ্দওলার সঙ্গেই যাত্রা করিয়াছিলেন। নজীবুদ্দওলার কুটনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই অযোধ্যার যুবরাজের সহিত আব্দালীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ভরা বর্ষায় যমুনা পাড়ি দিয়া আব্দালী তদীয় বাহিনীসহ দিল্লী উপস্থিত হন।

সদাশিব রাও বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাওকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া ভারতে মুগল রাজত্বের অবসান আর মারহাট্টা ব্রাহ্মণদের রাজত্বের অভিষেক ঘোষণা করার পাঁয়তারা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে আহমদ শাহ আব্দালীর এই অপ্রত্যাশিত অভিযানে প্রথমতঃ সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তারপর হিন্দু রাজত্ব ঘোষণার পূর্বে আব্দালীকে বিধ্বস্ত করা

সমীচীন মনে করিয়া ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই উদ্দেশ্যে সদাশিব রাও ভাও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবরে পানিপথে ৩ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। তাহার সহিত জনৈক ভূতপূর্ব ফরাসী সেনাধ্যক্ষ গার্দীও ১২ হাজার বন্দুক ও তোপসহ যোগদান করিয়াছিল।

আব্দালী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাসুত্রে ১ লক্ষের অধিক ছিল না। তিনি দিল্লী হইতে ৩০টি কামান আর কয়েকটি প্রাচীরভেদী যন্ত্রও হস্তগত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পহেলা নভেম্বরে আহমদ শাহ পানিপথে উপস্থিত হন। আড়াই মাস ধরিয়া পানিপথে মারহাট্টাদের সহিত বিরামহীন যুদ্ধ চলিতে থাকে। অ্যাডভান্স গার্ডসের অধিনায়ক রূপে প্রথম সারিতে জাহান খান, শাহপছন্দ খান ও নজীবুদ্‌দওলা, তাঁহাদের পশ্চাতে অযোধ্যার যুবরাজ শুজাউদ্‌দওলা (সফ্‌দরজঙ্গের পুত্র), আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমতুল্লাহ, দুন্দীখান, আলী মুহাম্মদ রোহিলার পুত্র ফয়েযুল্লাহ খান, তাঁহাদের পশ্চাতে শাহওলীখান ওযীরসহ স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালীকে লইয়া মুসলিম বাহিনী সজ্জিত হইয়াছিল। যোহরের নমায পড়ার পর আব্দালী যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানিক পূর্বেই নজীবুদ্‌দওলা ১০ হাজার রোহিলা পদাতিক সমভিব্যাহারে মারহাট্টাদের তোপখানা কাড়িয়া লয়। সদাশিবের শ্বশুর বলবন্ত রাও গুলির আঘাতে নিহত হয়।

দীর্ঘকাল অবরোধ অবস্থায় থাকার ফলে মারহাট্টাদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী (৬ই জমাদিস্‌সানী ১১৭৪ হিঃ) মারহাট্টারা "হর, হর, বোম" চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে কিন্তু শুজাউদ্‌দওলা ও নজীবুদ্‌দওলা সিংহবিক্রমে তাহাদিগকে ভুশায়ী করিয়া ফেলেন। বালাজীর পুত্র বিশ্বাস রাও (যাহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল) আর প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাও এবং প্রায় ২ লক্ষ মারহাট্টা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়। চক্ষের নিমিষে মারহাট্টাদের বিক্রম কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রে এমন কোন পরিবার ছিলনা যাহার গৃহে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়নাই। নেতাদের একটি পূর্ণ পিঁড়ি এক যুদ্ধেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ফরাসী কম্যাণ্ডাগার্দী আর জানকী সিন্ধিয়া কোর্টমার্শালে মৃত্যুদণ্ড পায়। মূহলর রাও হোলকার আর নানাফণবীশ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। পলাতক মারহাট্টা সৈন্যের অধিকাংশ, মারহাট্টাদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের হস্তে নানাস্থানে নিহত হয়। ইহার ৫ মাস পর বালাজীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর ভারত ভূমিতে ব্রাহ্মণতন্ত্র আর হিন্দুরাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী পানিপথে যে সমরাঙ্গন সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি স্বরূপ ভারতে ইসলামী রাজত্বের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ মুগলদের ভিতর কোন শক্তি বিদ্যমান না থাকায় বিশেষতঃ ইহার পরেই শিখ আর জাঠদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু করা সম্ভবপর হয়নাই। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের মুসলিমবিদ্বেষ অতঃপর বীভৎসমূর্তি ধারণ করে। মারহাট্টাদের পতনের পর পরেই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শিখরা পুনরায় লাহোর দখল করিয়া বসে। তাহারা সরহিন্দে হযরত মুজাদ্‌দিদে আলফে সানীর জন্মভূমি ও সাধু-তাপসগণের সমাধি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। পানিপথের পরবর্তী বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আলাজাঠ নামক জনৈক দস্যু সরদার দিল্লী আক্রমণ করার জন্য ২ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশিত করে। ঠিক এই সময়ে হযরত শাহ ছাহেবের নিকট তাঁহার প্রভুর আহ্বান আসিয়া পড়ে। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ১১৭৬ হিজরীতে পরলোকের যাত্রী হন। কিন্তু যাহা তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র, পুত্র ও পৌত্রগণ তাহা সমাপ্ত করার জন্য উত্তরকালে তাঁহাদের মস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইসলামি রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লাহর অভিপ্রায়ে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর হস্তেই বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

[গৃহীত : তর্জুমানুল হাদীস, অষ্টম বর্ষ-দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৯ ।]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
সুখবর! সুখবর! সুখবর!
এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার মেডিসিন ও শিশু বিষয়ে নিয়মিত রোগী দেখছেন ও পরামর্শ দিচ্ছেন
ডাঃ এনামুল হাসান
ডি এম এফ (ঢাকা)
এম সি এইচ (ঢাকা শিশু হাসপাতাল)
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট
মেডিসিন ও শিশু বিষয়ে অভিজ্ঞ
রোগী দেখার সময়: প্রতি সপ্তাহে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল ৯.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ পর্যন্ত।
যে যে বিষয়ে রোগী দেখবেন ও পরামর্শ দেবেন:
❖ উচ্চ রক্তচাপ (হাই প্রেশার) ও লো-প্রেশার।
❖ বুকে ব্যথা ও বুক ধরফর করা।
❖ মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ও শারীরিক দূর্বলতা
❖ গলা বুক জ্বালা ও গ্যাসের সমস্যা।
❖ হাঁপানী অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, নিউমোনিয়া।
❖ ঘন ঘন প্রস্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া।
❖ ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড হরমনের সমস্যা।
❖ এলার্জি ও চুলকানি।
❖ কোমর ব্যথা ও বাত ব্যথা।
❖ শিরার সমস্যা সহ যে কোন ধরনের ব্যথা।
❖ শিশুদের সকল ধরণের সমস্যা।

চেম্বার: "মা চিকিৎসালয়"
বাঁশদহা বাজার, আহলেহাদীছ মসজিদের পশ্চিম পার্শে, সাতক্ষীরা।
মোবাঃ ০১৭৫৩-০২৭২৫৪, ০১৫১৭-০৬৬০৪৩

বাংলাদেশের বাজেট ২০২৩-২৪

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের বেশ ভীতিই শেষ পর্যন্ত সঠিক হ'ল। মানুষের চাওয়া-পাওয়া তো পূরণ হয় নি; বরং আরও বোঝা হয়ে দাঁড়াল। মানুষের চাওয়া ছিল মূল্যস্ফীতি কমানো, চাকরির বাজার বৃদ্ধি, দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখা। এই বাজেটে তাদের আকাংখা যথারীতি পূরণ হয় নি। বাজেট আসে, বাজেট যায় সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা অপূর্ণই রয়ে যায়।

বাজেট ইতিহাস : স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ছিল অনেকটাই বিদেশী অনুদান ও ঋণনির্ভর। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেন দেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তিন বছরের ব্যবধানে ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার দাঁড়ায় ১ হাযার ৮৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে শুরু হয় সামরিক শাসন। ঐ অর্থবছরে ১ হাযার ৯৮৯ কোটি টাকার বাজেট। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ১২ হাযার ৯৬০ কোটি টাকা। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বিএনপি সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ১৫ হাযার ৫৮৪ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেন। পাঁচ বছর পর ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বাজেটের আকার বাড়ে প্রায় দেড় গুণ। আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ঘোষিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ২৪ হাযার ৬০৩ কোটি টাকা।

২০০৩ সালে ৩১তম বাজেট প্রথমবারের মত ৫০ হাযার কোটি টাকা ছাড়ায়। ঐ বছর বাজেটের আকার ছিল ৫১ হাযার ৯৮০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের জাতীয় বাজেটের আকার দাঁড়ায় ১ লাখ ১৩ হাযার ৮১৫ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে মহাজোট সরকারের প্রথম মেয়াদের শেষ বাজেটের আকার ছিল ২ লাখ ২২ হাযার ৪৯১ কোটি টাকা।

ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট দাঁড়ায় ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৬৪ হাযার ৫৭৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থমন্ত্রী হিসাবে আ হ ম মুস্তফা কামাল প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন ৫ লাখ ২৩ হাযার ১৯০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ লাখ ৬৮ হাযার কোটি টাকা। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ৫০তম বাজেটের আকার ছিল ৬ লাখ ৩ হাযার ৬৮১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ৫১তম জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৬ লাখ ৭৮ হাযার ৬৪ কোটি টাকা।

দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট : গত ২৬শে জুন'২৩ দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট পাস হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৫২তম জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ৭ লাখ ৬১ হাযার ৭৮৫ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই বাজেটের নাম দিয়েছেন 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা'। কিন্তু বৃহৎ এই বাজেট পাশ হ'ল এমন সময় যখন করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্ব জুড়েই মন্দা চলছে। বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে।

বাজেটের নানা দিক :

ধনীদের স্বস্তি, করের বোঝা নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর : আগামী অর্থবছরে করমুক্ত বার্ষিক আয়ের সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী অর্থবছর থেকে ধনীদের ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত মোট সম্পদের ওপর কোন সারচার্জ দিতে হবে না। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বর্তমান ৩ কোটি টাকার সারচার্জমুক্ত সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তার আগে এটি ছিল ২ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এ ছাড়া বিদায়ী অর্থবছরে কর কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগের ওপর ট্যাক্স ক্রেডিট বিধিমালায় পরিবর্তন এনেছে। যা উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের উপকৃত করেছে আর নিম্ন আয়ের করদাতাদের ওপর আরও বেশী বোঝা চাপিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিদায়ী অর্থবছরে নিম্ন আয়ের মানুষ কোন স্বস্তি পায়নি।

খাতভিত্তিক বরাদ্দ : আগামী বাজেটে ১৩টি খাতে ৭ লাখ ৬১ হাযার ৭৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। খাতভিত্তিক বরাদ্দ হ'ল (১) জনসেবা খাতে ২ লাখ ৭০ হাযার ২৭০ কোটি টাকা, (২) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৯ হাযার ৩৪২ কোটি টাকা, (৩) প্রতিরক্ষা খাতে ৪২ হাযার ১৪২ কোটি টাকা, (৪) জন নিরাপত্তা খাতে ৩২ হাযার ২৬৫ কোটি টাকা, (৫) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১ লাখ ৪ হাযার ১৩৯ কোটি টাকা, (৬) স্বাস্থ্য খাতে ৩৮ হাযার ৫০ কোটি টাকা, (৭) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ৪০ হাযার ৮৫২ কোটি টাকা, (৮) আবাসন খাতে ৭ হাযার ৪২৮ কোটি টাকা, (৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩৪ হাযার ৮১৯ কোটি টাকা, (১০) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে ৫ হাযার ৫৮৮ কোটি টাকা, (১১) পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৮৭ হাযার ৬২৫ কোটি টাকা, (১২) কৃষি খাতে ৪৩ হাযার ৭০৩ কোটি টাকা এবং (১৩) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে ব্যয় ৫ হাযার ৫৬২ কোটি টাকা।

এবারও গুরুত্বহীন স্বাস্থ্যখাত : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য মোট বাজেটের ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৪ শতাংশ বরাদ্দ ছিল। নতুন বাজেটে

স্বাস্থ্যখাতে মোট ৩৮ হাযার ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা আগের বাজেটে ছিল ৩৬ হাযার ৮৬৩ কোটি টাকা।

শিক্ষায় বরাদ্দ কমেছে : আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ জিডিপির তুলনায় ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ছিল জিডিপির ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২ দশমিক ০৮ শতাংশ। ইউনেস্কোর পরামর্শ, একটি দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত। আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষার জন্য মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৮৮ হাযার ১৬২ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে তা ছিল ১২ দশমিক ০১ শতাংশ বা ৮১ হাযার ৪৪৯ কোটি টাকা।

কৃষি খাতে বরাদ্দ কমেছে : কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ আগামী অর্থবছরে টাকার অঙ্কে বাড়লেও খাতওয়ারী বরাদ্দের নিরিখে এবার এই খাতে বরাদ্দ শতকরা দশমিক ৩৩ ভাগ কমেছে। আগামী অর্থবছরে কৃষি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৫ হাযার ৩৭৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের শতকরা ৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩৩ হাযার ৬৯৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমেছে : আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৩ হাযার ৬০৭ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবছরের চেয়ে ৩ হাযার ৭ কোটি টাকা বা ২২ শতাংশ কম। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বাড়ছে। তাদের জন্য ৬ হাযার ৫০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে এবং ৫ হাযার ২১১টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বাড়ছে : প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ১১ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৩ হাযার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে মোট ১ লাখ ২৬ হাযার ২৭২ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

ইসির বাজেট বাড়ছে : নির্বাচনী বছরে নির্বাচন কমিশনের মোট বাজেট বাড়ছে ৮৬৮ কোটি টাকা। তবে কমিশনের জন্য উন্নয়ন বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিদায়ী বাজেট থেকে ৪৬৭ কোটি টাকা কমছে। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, এই সাংবিধানিক সংস্থাটির পরিচালনা বাজেট আগের বাজেটের চেয়ে ১ হাযার ৩৫৭ কোটি টাকা বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক বাজেট বিদায়ী অর্থবছরের চেয়ে ১ হাযার ৫৩৮ কোটি টাকা বেড়ে আসন্ন অর্থবছরে দাঁড়াচ্ছে ২ হাযার ৪০৬ কোটি টাকা।

জ্বালানিতে বরাদ্দ অর্ধেক কমিয়ে বিদ্যুতে বাড়ছে ৪০ শতাংশ : জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৩৪ হাযার ৮১৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ২৬ হাযার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৩ হাযার ৭৭৫ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশী। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ বিভাগের বরাদ্দ ছিল ২৪ হাযার ১৩৯ কোটি টাকা। জ্বালানি বিভাগের বরাদ্দ আগামী অর্থবছরের জন্য ৪৯ শতাংশ কমিয়ে ৯১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ বিভাগের বরাদ্দ ছিল ১ হাযার ৭৯৮ কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা : বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে আয়, মুনাফা বা মূলধনের ওপর কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি থেকে আয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাযার কোটি টাকা। মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয় ইত্যাদি থেকে আয় ধরা হয়েছে ২০ হাযার কোটি টাকা। আর লভ্যাংশ ও মুনাফা, সূদ, জরিমানা, দণ্ড, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, ভাড়া ও ইজারা, টোল, অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে আয় ধরা হয়েছে ৫০ হাযার কোটি টাকা।

কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজস্ব আয়ের যে বিশাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা আদায় করা সরকারের জন্য কঠিন হবে। পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতা, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আরও বাড়ছে, সেটাই এই বাজেটের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে সরকারের সামনে সহজ সমাধান টাকা ছাপানো। কিন্তু তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বাজারে। কারণ এতে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হবে, বর্তমান মূল্যস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে দেবে। বিদেশী ঋণ ১০ বিলিয়ন ধরা হয়েছে। যা পুরোপুরি আসবে কি-না তা নিশ্চিত নয়। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় করা অর্থের পরিমাণ ক্রমে ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যাংকিং খাত থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব না'।

মূল্যস্ফীতি : বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, গত মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৯৪ শতাংশ, যা গত এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ। মহামারীর কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে পরপর দুই বছর অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছিল, সেটা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বের অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়েছে, বাংলাদেশের মত অনেক দেশে ডলার সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। ডলার সংকটের কারণে গত একবছর ধরেই আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করেছে সরকার। কিন্তু তার ফলে আমদানি নির্ভর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্য পণ্যের দাম উচ্চ মাত্রায় বেড়েই চলেছে।

বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানোর ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বরং বাজেটে অর্থ সংগ্রহের দিকে বেশী

নযর দেওয়া হয়েছে। ফলে বাজেটে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের ওপর করারোপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়িয়ে দেবে। এ ছাড়াও বাজেটে ভ্যাট ও শুল্ক-কর খাতে এমন অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার ফলে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন ব্যয় বাড়বে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, 'অর্থনীতির যে গভীর সমস্যা চলছে, সেসব সমস্যা সমাধানে পর্যাপ্ত উদ্যোগ এই বাজেটে নেয়া হয়নি। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি, যা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছে। কিন্তু এই বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না'।

প্রবৃদ্ধি অর্জন : বাজেটে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ। কিন্তু সেটি অর্জনের কোন সম্ভাবনা দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলছেন, 'এ বছর বাজেটে যে সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে, সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়, সেটা হবে না। হয়ত ৬ শতাংশও হবে না। অর্থনীতিবিদরা পরামর্শ দিয়ে বলছেন, সরকারের উচিত বাজেটের অন্তত এক লক্ষ কোটি টাকা ছেঁটে ফেলা। কিন্তু বেতন-ভাতা, ভর্তুকি দেয়া, প্রশাসনিক খরচের মত অনেক ক্ষেত্রে সরকারের আসলে হাত বাঁধা, তাকে সেটা খরচ না করে উপায় নেই। ফলে সরকার যদি বাজেট কিছুটা ছেঁটে না ফেলতে পারে, আর রাজস্ব থেকে বা বিদেশী ঋণ থেকে যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্থ না আসে, তাহ'লে তো সরকারের সামনে বিশাল অংকের টাকা ছাপানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেটি ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরী করবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

সক্ষমতায় ঘাটতি : বিশাল আকারের বাজেট দেয়া হলেও তার বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পুরো সক্ষমতা তৈরি হয়নি। এই কারণে প্রতিবছরে বাজেটে যে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়, অনেক দপ্তর সেগুলো পুরোপুরি খরচ করতে পারে না। অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলছেন, 'গত এক দশকের বাজেট বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি, বাজেটে আসলে তিনটা ঘটনা ঘটে। প্রথমে একটা প্রস্তাবিত বাজেট, এর ছয়মাস পরে একটা সংশোধিত বাজেট আমরা দেখি, তার ছয়মাস পরে আমরা একটা মূল বাজেট দেখি। প্রস্তাবিত বাজেটের সাথে মূল বাজেটের তুলনা করলে দেখা যায়, প্রস্তাবিত বাজেটের ৭৭ থেকে ৭৮ ভাগ খরচ করা গেছে। তার মানে বড় একটা পরিমাণ খরচ করা যায় না। এর দুইটা কারণ। রাজস্ব আদায় ঠিকমত হয় না, আরেকটি হ'ল মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা কম। বাজেটের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হ'লে এর কারণ খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে'।

উপসংহার : অর্থনৈতিক এই টানাপোড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র সমাধান হল সম্পদে সম্পদের সুষম ও বাস্তবভিত্তিক বন্টন, যা সম্ভব একমাত্র ইসলামী অর্থনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যখনই রাষ্ট্রে শোষণমূলক পুজিবাদী ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটবে, ইসলামী শরী'আ অনুযায়ী অর্থনীতির সুষম সমন্বয় হবে, ধনী-গরীবের আনুপাতিক ব্যবধান কমে আসবে, সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ইনসাফভিত্তিক বন্টনব্যবস্থা তৈরী হবে, তখনই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সহজেই দূর করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামী রাজস্বনীতি

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দেক

ভূমিকা : অর্থনীতির বহুল প্রচলিত একটি তত্ত্ব হ'ল 'ট্রিকল ডাউন থিউরি' বা চুইয়ে পড়া তত্ত্ব। একটি পানি ভর্তি গ্লাসে নতুন করে পানি দিলে যেমন তা চুইয়ে পড়ে আশেপাশের জায়গা ভিজিয়ে দেয়। তদ্রূপ একটি রাষ্ট্র প্রথমে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে অতঃপর দরিদ্র জনগোষ্ঠী তার সুফল ভোগ করে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অন্তঃসার শূন্য তত্ত্ব। করোনা পরবর্তী পুঁজিবাদী এ বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনীর সম্পদ বেড়েছে দ্বিগুণ হারে। তাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ বিশ্বের প্রায় ৩১০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। সহজভাবে বলতে গেলে তাদের সম্পত্তি ডলারে রূপান্তর করে উলম্বভাবে রাখা হ'লে হয়ত পৃথিবী এবং চন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক অনায়াসে পার হওয়া সম্ভব! পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদ ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকার ফলে ধনী ব্যক্তি আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। এহেন পরিস্থিতি থেকে কেবলমাত্র ইসলামী রাজস্বনীতিই মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও মর্যাদা এবং পরকালীন মুক্তি দিতে সক্ষম। আলোচ্য প্রবন্ধে ধনী-গরীব বৈষম্য নিরসনে ইসলামী রাজস্বনীতি কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা-ই তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

অর্থনৈতিক অসমতা ও ধনী-গরীব বৈষম্যের দৃশ্যপট : আদম সন্তান মাত্রই আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। জন্মগতভাবে সবাই এক ও অভিন্ন। তবে গোত্র, বর্ণ, প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে অবস্থানগত তারতম্য রয়েছে। এ তারতম্য আল্লাহ্র কাছে কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। অর্থনৈতিক অসমতা মনুষ্য সৃষ্ট একটি বিভেদ। যাতে ভর করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সম্পদের পরিমাণ। মধ্যবিত্ত আর গরীবদের ভাগ্যে জুটেছে দারিদ্র্যের কষাঘাত। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে জাতীয় আয় এবং আয়ের উৎস হিসাবে সম্পদ বণ্টনে বিরাজমান বৈষম্যকে মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য বলা হয়। এটি তখনই যুলুমে পরিণত হয় যখন উভয় শ্রেণীর আয়কে সমন্বয় করে মাথাপিছু আয় হিসাবে দেখানো হয়। ধরুন, আপনার আছে ২০ ডলার এবং আপনার বন্ধুর আছে ১ হাযার ডলার কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এখানে দু'জনের মাথাপিছু গড় আয় ৫১০ ডলার। অথচ এ আয়ের সিকি অংশও আপনার ভাগে জুটছে না। করোনা পরবর্তী বিশ্বে ১৬ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে'।[১] বাংলাদেশে এ সংখ্যাটি প্রায় দেড় কোটি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল নিম্ন আয় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে অনেকাংশেই বেদনা বললে হয়ত ভুল হবে না। আর তাই বাড়ছে বৈষম্য। গড়পড়তা সম্পদ বাড়লেও অতি ধনী আর অতি গরিবের ফারাক বেড়েই চলেছে'।[২]

আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে ধনপতিদের সম্পদের সঙ্গে বেড়েছে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম। এ সময় বিশ্বের ৯৫টি খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা দ্বিগুণ হয়েছে। পুঁজিপতিরা যখন বেপরোয়া মুনাফাখোরের ভূমিকায় ঠিক তখন বিশ্বের ১৭০ কোটি শ্রমিক বসবাস করছে মূল্যস্ফীতিতে আক্রান্ত দেশগুলোতে। পাশাপাশি অনাহারে থাকছে বিশ্বের প্রতি ১০ জনে ১জন। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ধনবৈষম্য ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী তৈরী হয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা অক্সফাম কাঠামোগতভাবে ধনীদের উপর ব্যাপকভাবে কর বাড়ানোর সুফারিশ করেছে। অক্সফাম প্রদত্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনীদের একজন ইলন মাস্ক ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩ শতাংশ হারে প্রকৃত কর দিয়েছে। পক্ষান্তরে দিনে দুই ডলার আয় করা উগান্ডার একজন নারী আটা বিক্রেতাকে কর দিতে হয়েছে ৪০ শতাংশ হারে।[৩]

প্রায় সবদেশেই ধনী মানুষদের তুলনায় দরিদ্রদের বেশী হারে কর দিতে হয়। আইনের মারপ্যাচে পুঁজিপতিদের শুভঙ্করের ট্যাক্স ফাঁকির পথঘাট মুখস্থ থাকলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী কখনোই রাজস্বনীতির ব্যাকরণ রপ্ত করতে পারেনি। মূলত এ দৃশ্যপট ধনী-গরীব বৈষম্য সৃষ্টির প্রকৃত প্রেক্ষাপট চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ইসলামী রাজস্বনীতির পরিচয় : রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা পরিচালনার দু'টি মূলমন্ত্র হচ্ছে, রাজস্বনীতি এবং আর্থিকনীতি। সরকার যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থ সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে আর্থিকনীতি বলা হয়। অর্থাৎ যে নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে আর্থিকনীতি বা মুদ্রানীতি বলে। অপরদিকে, রাজস্বনীতি হ'ল রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য সরকার জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন কর আরোপের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে সেসব বিষয় সংক্রান্ত নীতিমালাকে রাজস্বনীতি বলে'।[৪] অধ্যাপক ডাল্টনের

---

১. করোনায় বেড়েছে ধনী-গরিবের বৈষম্য, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে জানুয়ারী ২০২২।

২. মামুন রশীদ, বাংলাদেশে আয় বৈষম্য যেভাবে কমানো সম্ভব, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারী ২০২২।

৩. করোনা ধনীকে করেছে আরও ধনী, গরিবকে করেছে নিঃস্ব, সময় নিউজ, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩, https://bit.ly/41VD3RJ।

৪. ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চয়নিকা প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, পৃ. ১৯৬।

মতে, 'রাজস্ব সরকার পক্ষ হ'তে অপরিহার্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবী বিশেষ'।[৫] অধ্যাপক চেস্টিবল বলেন, 'রাজস্ব বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের সেই অর্থ বুঝায় যা সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার নিকট থেকে আদায় করা হয়'।[৬] রাজস্বের এই সংজ্ঞায় নির্ভুলভাবে কোন নৈতিক দায়িত্ব বা সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সরকারী ব্যয় বহনের জন্যই রাজস্ব আদায় করে না। বরং দেশের গরীব-দুঃখী, অভাবী মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায় করে। ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্রিটিশদের সূর্যাস্ত আইনের মত অন্যায় ও শোষণকে যেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, তেমনি এটি যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করার অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি। এখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জনগণ এবং জনগণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র। ইসলামী রাজস্বনীতি বলতে যাকাতসহ সকল প্রকার কর সংগ্রহের নীতিমালাকে বুঝানো হয়। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের নির্ধারিত করকে ইসলামী রাজস্বনীতি বলে।

ইসলামী রাজস্বনীতির উদ্দেশ্যাবলী : ১. জনগণের মৌলিক প্রয়োজন সমূহের (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) নিশ্চয়তা প্রদান করা। ২. পুঞ্জীভূত সম্পদ হ্রাস করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। ৪. বেকারত্ব হ্রাস করা। ৫. সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা'।[৭]

ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থার উৎসসমূহ : ইসলামী রাজস্বের উৎসসমূহ মূলত পবিত্র কুরআন, হাদীছ এবং খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত নীতিসমূহের আলোকে নির্ধারিত হয়েছে। এ আয়ের উৎসসমূহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- ক. ভূমি রাজস্ব, খ. খুমুস, গ. যাকাত, ছাদাক্বা ও নাগরিকদের নিকট হ'তে লব্ধ টাকা এবং ঘ. মালিকানা বা উত্তরাধিকারীহীন ধন-সম্পত্তি। পরিমাণ নির্দিষ্টতার উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত আয়ের উৎসসমূহকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. কিছু উৎসসমূহ যেমন- যাকাত, ওশর, খারাজের পরিমাণ শতাংশিক হারে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। খ. আবার কিছু ক্ষেত্রে করের পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত ইসলামী খলীফার উপর ন্যস্ত হয়েছে। যা তিনি কুরআন ও হাদীছের ভাবধারা অনুযায়ী জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নির্ধারণ করে থাকেন'।[৮]

ক. ভূমি-রাজস্ব : রাষ্ট্রের সকল ভূমি ব্যবহার করার নিমিত্তে জনগণের নিকট থেকে যে কর গ্রহণ করা হয় তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। জনগনের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এটিকে দু'ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। যথা : ওশর ও খারাজ।

ওশর : ওশর শব্দটি আরবী আশারাতুন শব্দ হ'তে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ এক দশমাংশ। যে জমির মালিক মুসলমান অথবা যে জমি মুসলমানই সর্বপ্রথম চাষযোগ্য করে তুলেছে সেটি ওশরী জমি হিসাবে অভিহিত। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না, যা তোমরা নিজেরা গ্রহণ কর না চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হচ্ছে, فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– 'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (এক দশমাংশ) ওশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ (বিশ ভাগের এক ভাগ) ওশর'।[৯]

খারাজ : সাধারণত ভূমির উপর ধার্যকৃত করকে খারাজ বলে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা বা ভোগকৃত জমি হ'তে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাই খারাজ। আনুপাতিক অথবা নির্দিষ্ট হারে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রকে জমির জরিপ ও গুণাগুণ নির্ণয় করে সতর্কতার সহিত খারাজের হার বা পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের বিস্তৃত উর্বর ভূমির উপর জরিপ করেছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি ওছমান বিন হানিফ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা তিনি ভূমি রাজস্ব বিষয়ক খারাজ ধার্যকরণ সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। খারাজ ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্পদ। এটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির গুণাগুণ, উর্বরতা, সেচ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় ভূমির মালিকের প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।[১০]

খ. খুমুস : গণীমতের মাল, খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রভৃতির প্রত্যেকটি হ'তে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মাল ফাণ্ডে জমা করার বিধান হচ্ছে খুমুস। সাধারণত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে প্রাপ্ত সকল প্রকার ধন-সম্পদ হচ্ছে গণীমত। এই গণীমতের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে খুমুস যা ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুল মাল ফাণ্ডে জমা হয়। যেমন আল্লাহ

---

৫. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী (১০ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর : ২০১২), পৃ. ২০৯।
৬. অধ্যাপক ডাল্টন, পাবলিক ফিন্যান্স ৭, ৩য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃ. ২৬১।
৭. ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চয়নিকা প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, পৃ. ১৯৭।
৮. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, পৃ. ২১২।
৯. বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭।
১০. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, পৃ. ২১৬।

বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– ‘আর তোমরা জেনে নাও যে, যুদ্ধে তোমরা যে সকল বস্তু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তার এক পঞ্চমাংশ হ’ল আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্র উপরে এবং যা কিছু (বণ্টন নীতি) আমরা নাযিল করেছি আমাদের বান্দার (মুহাম্মাদের) উপরে সত্য-মিথ্যার ফায়ছালার দিন এবং দু’দলের জমা হওয়ার দিন (অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিন)। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান’*(আনফাল ৮/৪১)*।

গ. যাকাত : যাকাত কোন ট্যাক্স নয় বরং অর্থনৈতিক ইবাদত। এটি সম্পদের পবিত্রকারী এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার হৃদপিণ্ড। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি যেমন সুদ, কমিউনিস্ট বলয়ের অর্থনৈতিক বুনিয়াদী যেমন সম্পত্তির জাতীয়করণ। তদ্রূপ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মূল চালিকা শক্তি হ’ল যাকাত। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনে এর ভূমিকা মুখ্য। নাস্তিক্যবাদীরা যাকাতকে মধ্যযুগীয় খয়রাতি ব্যবস্থা হিসাবে ট্যাগ দিলেও এটি কারও অনুকম্পা নয় বরং এটি দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সুরক্ষা বলয়। পবিত্র কুরআনে প্রায় ৩০টি আয়াতে যাকাত শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে ২৭টি আয়াতে ছালাতের সাথে যাকাত বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত।[১১] আনুষ্ঠানিক হিসাবে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন এবং সংখ্যাটি ক্রমবর্ধমান। তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হ’লে এটি হ’তে পারে দারিদ্র দূরীকরণের অনন্য মাইলফলক। তাছাড়া বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশের জাতীয় সম্পদ দ্রুত বর্ধনশীল। যার ফলে ক্রমান্বয়ে ব্যবসার মূলধন উদ্বৃত্ত হওয়া এবং যাকাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকাত প্রাপ্তির মাধ্যমে সমাজের একটি অংশ বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে তারা আবার ধনপতিদের ফার্মে লেনদেন করে। এতে বিনিয়োগ, মুনাফা এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মূলত যাকাতের মাধ্যমে এই চক্রাকার প্রবাহের গতিশীলতা তরান্বিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ– ‘আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না’*(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ– ‘ছাদাক্বাসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। ফকীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য (যাদের পাথেয় হারিয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়)। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ *(তওবা ৯/৬০)*। উপরোক্ত খাতসমূহের মাঝে প্রায় ৫টি খাত সরাসরি দারিদ্র বিমোচন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী গঠনের অনন্য মাধ্যম। সুতরাং কেবল যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিই শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

জিযিয়া : জিযিয়া (جزية) শব্দটি جزاء শব্দ হ’তে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে মাথা পিছু ধার্য কর, অর্থকর। এটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্যকৃত কর। ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিমদের নিকট থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার বিনিময়ে প্রতি বছর যে অর্থ আদায় করা হয়, তাকে জিযিয়া বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ– ‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে’ *(তওবা ৯/২৯)*।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا–دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ– মু‘আয (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় নির্দেশ দেন, ‘প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে জিযিয়া নিবে কিংবা সমমূল্যের ইয়েমেনে উৎপাদিত মু‘আফেরী কাপড় গ্রহণ করবে’।[১২]

ভারতবর্ষ সর্বশেষ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দেখেছিল মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর সময়ে। তাঁর সময়ে মুসলিমদের উপরে যাকাত এবং অমুসলিমদের উপর জিযিয়া আরোপ

১১. *শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম : যাকাত অধ্যায়, পৃ. ৯।*

১২. *আবুদাউদ হা/৩০৩৮; মিশকাত হা/৪০৩৬।*

আদায় করা হ'ত। আওরঙ্গজেব ইসলামী বিধান অনুসরণ করে আগের শাসকদের আরোপিত ৮০টি যুলুমসূচক কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কর উঠিয়ে দেওয়ায় সে সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রায় ৫০ লক্ষ স্টার্লিং (ব্রিটিশ মুদ্রা) অর্থমূল্যের কর থেকে রাজকোষ বঞ্চিত হয়'।[১৩] তবে তিনি রাজকোষ নয় বরং আল্লাহ্র বিধান পালনে জোর দিয়েছিলেন। আর আল্লাহও তাতে বরকত দান করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর সময়ে চীনকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। সেসময় উপমহাদেশের জিডিপি ছিল সমগ্র বিশ্বের জিডিপির ৪ ভাগের ১ ভাগ'।[১৪]

তখন ইসলামী শাসনের সুফল ও সমৃদ্ধির হাওয়া বাংলাতেও লেগেছিল। শায়েস্তা খান ছিলেন বাংলার সুবেদার। আওরঙ্গজেব নিযুক্ত সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে বাংলায় ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয় হ'ল ইতিহাস আওরঙ্গজেব, শায়েস্তা খানের আমলের সমৃদ্ধির কথা ঠিকই মনে রেখেছে, কিন্তু তাদের অনুসৃত ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থাকে মনে রাখেনি।

একচেটিয়া ব্যবসার রাজস্ব : ইসলামী অর্থনীতিতে কারও অসুবিধা না হওয়ার শর্তে একচেটিয়াভাবে ব্যবসা এবং শিল্পকর্ম পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তায়েফ অঞ্চলের কোন কোন লোককে মধু উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। এসব উপত্যকায় অন্য কারও ব্যবসা পরিচালনার অধিকার ছিল না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণ এক দশমাংশ রাজস্ব বাবদ বাইতুল মালে জমা করত'।[১৫] তবে প্রশ্ন থেকে যায় এরূপ একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে ধনীদের হাতে সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? বাহ্যত দৃষ্টিতে এখানে পুঁজিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এমন আশংকা অনেক সময় বাস্তব নাও হ'তে পারে। কেননা ইসলামী বিধানমতে একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ রাজস্ব বাবদ বাইতুল মালে জমা করতে হবে। এতদসত্ত্বেও কারও কারও নিকট অধিক সম্পদ জমা হ'লে তার জন্য যাকাত আদায় করা অপরিহার্য হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং একচেটিয়া ব্যবসার এই নিয়ন্ত্রিত ধারায় পুঁজিবাদের মেরুদণ্ড চূর্ণ হয়ে যায়।

ঘ. মালিকানা বিহীন সম্পদ : সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। পৃথিবীতে আল্লাহ্র তাওহীদ এবং রিসালাত বাস্তবায়নের খলীফা হিসাবে জনগণ তা সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। ইসলামী বিধি অনুযায়ী যে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা বা উত্তরাধিকারী নেই সে সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সেই সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে।

উপসংহার : মেশিনের একটি দাঁত যেমন নির্দিষ্ট সময় পরে বৃত্তাকার ঘুরতে ঘুরতে একই স্থান অতিক্রম করে। মানুষও তেমনি ঘূর্ণায়মান যান্ত্রিক জীবন অতিবাহিত করছে। মানুষ ঘুমের ঘোরে কোন না কোনভাবে কাফেরদের উন্নয়নের রসদ যোগান দিচ্ছে। কখনো তাদের তৈরীকৃত পুঁজিবাদের কর্মী আবার কখনো তাদের গণতন্ত্রের গোলাম। শোষণের এসব পদ্ধতি নিয়ে প্রতিবাদ করার কিংবা প্রশ্ন তোলার অধিকার মানুষের নেই। সেজন্য সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্যের নিচের তলার স্থান সর্বদা নিম্নমান মানুষের আর তারা থাকবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক পিরামিড বিন্যাসের সর্বোচ্চ চূড়ায়। তারা একদিকে শ্রমিকদের নিম্ন মজুরী বেঁধে দিয়ে অভাবকে স্থায়ী করে দিবে। অন্যদিকে দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে মদ পান, খেলাধুলা, নাচ, গান উস্কে দিবে। দুঃখী বলে তারা মদ পান করে। আর মদপানে তারা সব হারিয়ে সেই দুঃখীই থেকে যায়। এই পুঁজিবাদী দর্শনের মূল ত্রুটি হচ্ছে, এতে অর্থনৈতিক বিধানগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের মত মনে করা হয়। চাঁদ যেমন তার আপন গতিতে শীতল আলো প্রদান করে, কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। তেমনি অর্থনীতির আইনগুলোতে কারও হস্তক্ষেপ চলে না। এই অস্বাভাবিক চিন্তার কারণে দরিদ্র্যতা কখনো দূর হয় না। দরিদ্র মানুষের ওষুধ নেই, খাবার নেই অথচ সেটা চাহিদায় পরিণত হচ্ছে না। অন্যদিকে, ধনী ব্যক্তির আইফোন, লাক্সারিয়াস গাড়ি প্রয়োজন। সেটা কেনার সামর্থ্য তার আছে। সুতরাং তা চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের সম্পদ প্রয়োজনের দিকে প্রবাহিত না হয়ে অপ্রয়োজনে প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে সম্পদ আল্লাহ তা'আলার আমানত। প্রয়োজন সাপেক্ষে এখানে সরকারী হস্তক্ষেপের বিধান রয়েছে। অর্থাৎ কেউ অর্থের অভাবে বাজার ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করলে সরকারী ব্যয় প্রবাহ তথা ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থা যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে সে একসময় স্বাবলম্বী হয়ে উঠে এবং বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। গরীব চিরকাল গরীব থেকে যায়না। বরং সেও একসময় মেধা অনুযায়ী বিত্তশালী হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে, এক সময় যাকাত গ্রহীতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে ধনী-গরীব বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামী রাজস্বনীতি মূল ভূমিকা পালন করে। যার দ্বারা শুধু ইসলামী বিশ্ব নয় বরং সমগ্র বিশ্ব শ্রেণী বৈষম্যহীন সাম্য সুখের জীবন যাপন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা।]

---

১৩. *Sadiq Ali, A Vindication of Aurangzeb, 1st part, Page 129।*

১৪. *ডা. শামসুল আরেফীন, ডাবল স্টান্ডার্ড ২.০, সমর্পণ প্রকাশন (১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২০), পৃ. ২৪৭।*

১৫. *আবুদাউদ হা/১৬০০-১৬০১।*

হিজরী ৩য় শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু সন
	প্রথম হিজরী শতাব্দী	
১.	আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ	৩২ হিজরী
২.	যায়েদ ইবনু ছাবিত	৪৫ হিজরী
৩.	আলক্বামাহ ইবনু ক্বায়েস নাখঈ	৬২ হিজরী
৪.	আব্দুল্লাহ ইবনু আমর	৬৫ হিজরী
৫.	আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস	৬৮ হিজরী
৬.	আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর	৭৩ হিজরী
৭.	আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের	৭৩ হিজরী
৮.	আবু সাঈদ খুদরী	৭৪ হিজরী
৯.	আবু আব্দুর রহমান সুলামী	৭৪ হিজরী
১০.	আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা	৮৬ হিজরী
১১.	আনাস ইবনু মালেক	৯৩ হিজরী
১২.	সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব	৯৪ হিজরী
১৩.	ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযিদ নাখঈ	৯৬ হিজরী
	দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী	
১৪.	**ওমর ইবনু আব্দুল আযীয**	১০১ হিজরী
১৫.	আমের ইবনু শারাহবিল আশ-শা'বী	১০৩ হিজরী
১৬.	মুজাহিদ ইবনু জাবর তাগলিবী	১০৪ হিজরী
১৭.	ইকরামাহ ইবনু ইব্রাহীম	১০৫ হিজরী
১৮.	ত্বাঊস ইবনু ক্বায়সান ইয়ামানী	১০৬ হিজরী
১৯.	হাসান বাছরী	১১০ হিজরী
২০.	মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন	১১০ হিজরী
২১.	আত্বা ইবনু আবী রবাহ	১১৫ হিজরী
২২.	আবু আব্দুল্লাহ নাফে	১১৭ হিজরী
২৩.	ক্বাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ	১১৮ হিজরী
২৪.	হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান	১২০ হিজরী
২৫.	আলক্বামাহ ইবনু মারছাদ	১২০ হিজরী
২৬.	**ইবনু শিহাব যুহরী**	১২৪ হিজরী
২৭.	আমর ইবনু দীনার	১২৬ হিজরী
২৮.	আবু ইসহাক্ব সাবঈ	১২৯ হিজরী
২৯.	মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির	১৩০ হিজরী
৩০.	আইয়ুব আস-সাখত্বিয়ানী	১৩১ হিজরী
৩১.	ওয়াছেল ইবনু আত্বা	১৩১ হিজরী
৩২.	আবু ইসহাক্ব আশ-শায়বানী	১৩৯ হিজরী
৩৩.	হিশাম ইবনু উরওয়া	১৪৬ হিজরী
৩৪.	সুলায়মান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ	১৪৮ হিজরী
৩৫.	**আবূ হানীফা নু'মান ইবনু ছাবিত**	১৫০ হিজরী
৩৬.	আবুল ওয়ালীদ ইবনু জুরায়েজ	১৫০ হিজরী
৩৭.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব	১৫১ হিজরী
৩৮.	আব্দুর রহমান আওযাঈ	১৫৭ হিজরী
৩৯.	যাফর ইবনু হুযাইল	১৫৮ হিজরী
৪০.	শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ	১৬০ হিজরী
৪১.	সুফিয়ান ছাওরী	১৬১ হিজরী
৪২.	হাম্মাদ ইবনু সালামাহ	১৬৭ হিজরী
৪৩.	খলীল ইবনু আহমাদ	১৭০ হিজরী
৪৪.	**মালেক ইবনু আনাস**	১৭৯ হিজরী
৪৫.	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক	১৮০ হিজরী
৪৬.	**আবু ইউসুফ ইয়া'কুব ইবনু ইব্রাহীম**	১৮২ হিজরী
৪৭.	**মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান**	১৮৯ হিজরী
৪৮.	ফুযায়েল ইবনু আয়ায	১৯০ হিজরী
৪৯.	ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ	১৯৭ হিজরী
৫০.	সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ	১৯৮ হিজরী
৫১.	আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী	১৯৮ হিজরী
৫২.	ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্ত্বান	১৯৮ হিজরী
	তৃতীয় হিজরী শতাব্দী	
৫৩.	**মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্রীস শাফেঈ**	২০৪ হিজরী
৫৪.	আবূ 'আমর আশ-শায়বানী	২০৬ হিজরী
৫৫.	আব্দুর রাযযাক ছানআনী	২১১ হিজরী
৫৬.	ইবনুল মাজশূন মালেকী	২১২ হিজরী
৫৭.	আব্দুল মালেক ইবনু হিশাম	২১৮ হিজরী
৫৮.	আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের আল-হুমায়দী	২১৯ হিজরী
৫৯.	নু'আইম ইবনু হাম্মাদ	২২৮ হিজরী
৬০.	মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ	২৩০ হিজরী
৬১.	ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন	২৩৩ হিজরী
৬২.	আলী ইবনুল মাদীনী	২৩৪ হিজরী
৬৩.	ইবনু আবী শায়বাহ	২৩৫ হিজরী
৬৪.	ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ	২৩৮ হিজরী
৬৫.	**আহমাদ ইবনু হাম্বল**	২৪১ হিজরী
৬৬.	**মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী**	২৫৬ হিজরী
৬৭.	আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ	২৫৭ হিজরী
৬৮.	মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া যুহলী	২৫৮ হিজরী
৬৯.	ইব্রাহীম ইবনু ইয়াকুব সা'দী জুরজানী	২৫৯ হিজরী
৭০.	আবু ইউসুফ আল-কিন্দী	২৬০ হিজরী
৭১.	**মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ**	২৬১ হিজরী
৭২.	আবুল হাসান আহমাদ আল-ঈজলী	২৬১ হিজরী
৭৩.	ইয়া'কুব ইবনু আবী শায়বাহ	২৬২ হিজরী
৭৪.	আবূ যুর'আহ আর-রাযী	২৬৪ হিজরী
৭৫.	ইসমাঈল ইবু ইয়াহইয়া আল-মুযানী	২৬৪ হিজরী
৭৬.	**মুহাম্মাদ ইবনু মাজাহ**	২৭৫ হিজরী
৭৭.	**আবূ দাউদ সিজিস্তানী**	২৭৫ হিজরী
৭৮.	আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু কুতায়বাহ	২৭৬ হিজরী
৭৯.	আবূ হাতেম মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্রীস রাযী	২৭৭ হিজরী
৮০.	ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান ফাসাবী	২৭৭ হিজরী
৮১.	**আবু ঈসা মুহাম্মাদ তিরমিযী**	২৭৯ হিজরী
৮২.	ইবনু আবী খায়ছামাহ	২৭৯ হিজরী
৮৩.	আবূ সা'ঈদ ওছমান দারেমী	২৮০ হিজরী
৮৪.	আবু যুরআ'হ দামেশকী	২৮১ হিজরী
৮৫.	আবু বকর আল-বাযযার	২৯২ হিজরী
৮৬.	**আহমাদ বিন শুআ'ইব আন-নাসাঈ**	৩০৩ হিজরী

[সংকলন : নাজমুন নাঈম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

স্টিফেন লেকার ইসলাম গ্রহণ ও দাওয়াতী জীবন

[ড. মুহাম্মাদ স্টিফেন লেকা রোমানিয়ার একটি কট্টর খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক এবং রোমানিয়ার বাকু (ভ্যাসিলে আলেকজাণ্ডারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক। তুরস্কে ভ্রমণকালে এক পরিবারের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ১৯৯৩ সালে ইসলাম তাকে গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার পরিবার থেকে নির্বাসিত হন। তথাপি তিনি ধৈর্যধারণ করে একে একে পরিবারের সকলকেই ইসলামে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীতে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ শুরু করেন। নিম্নে তার ইসলাম গ্রহণের চমৎকার ঘটনা ও সংগ্রামী দাওয়াতী জীবন সংক্ষেপে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হ'ল]

মুহাম্মাদ স্টিফেন লেকা তার ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি ও আমার স্ত্রী তুরস্ক সফরে গিয়েছিলাম। একদিন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সফরে রাত হয়ে যায়। আমরা হোটেলে যাওয়ার রাস্তা হারিয়ে ফেলি। আমি এক বৃদ্ধ লোককে রাস্তায় থামাই। তিনি এসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সালাম নিবেদন করেন। এর আগেও অসংখ্যবার মুসলমানদের সালাম পেয়েছি। কিন্তু এই বৃদ্ধের সালামের ভেতর ভিন্ন কিছু ছিল। চেহারা থেকে নূর ঝরছিল। তার কাছে আমরা রাত কাটানোর জন্য হোটেলের সন্ধান করলাম। তিনি জানালেন, 'এখানে বহুদূর পর্যন্ত কোন হোটেল পাবেন না। আপনারা মেহমান মানুষ। আমার বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালে চলে যাবেন। আমি খুশি হব'। তিনি বারবার আবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু আমার অন্তর সায় দিচ্ছিল না। বিদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের একজন অচেনা মানুষের ওপর কিভাবে ভরসা করা যায়! কিন্তু বৃদ্ধের উজ্জ্বল চেহারার প্রভাবে আমরা মেহমান হয়ে গেলাম! তিনি খুব খুশি হ'লেন। তার বাড়িটি পুরনো ও কাঁচা। চারদিকে দারিদ্র্যতার ছাপ। অন্ধকার ঘর, অগোছালো পরিবেশ। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কেবল তার পাঁচটি শিশু এবং দুই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই লোকটি আমাদেরকে খুব সাধারণ রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি আমাদের সাথে যেভাবে আচরণ করেছিলেন তাতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম। তারপর তিনি বললেন, 'আপনারা এখানে ঘুমান, আমাদের অন্য জায়গা আছে'। আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম বিধায় দ্রুত ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে জাগ্রত হয়ে বাড়িতে কাউকে পেলাম না। আমরা ঘাবড়ে গেলাম। দ্রুত বাইরে বের হয়ে এক দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। দেখি, বৃদ্ধ লোকটি তার মা ও স্ত্রী-সন্তানসহ উঠানে একটি গাছের নিচে শুয়ে আছেন! হিম শীতল শীতের রাত তারা গাছের নিচে কাটিয়ে দিল! আমি রীতিমত কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, 'আপনি কি পাগল? এটা কেন করলেন'? তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'আমাদের একটিই ঘর। আপনারা আমার মেহমান আর ইসলাম আমোদেরকে মেহমানকে কষ্ট দিতে শেখায়নি'। তিনি যখন এ কথা বলছিলেন তখন তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করল। আমি বললাম, আপনি ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানেন? তিনি বললেন, 'ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব বেশী জ্ঞান নেই, তবে আপনি কুরআন এবং হাদীছের বই পড়লে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবেন'। সাথে সাথে লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা কুরআন ও কয়েকটি হাদীছের বই কিনে পড়া শুরু করলাম। প্রায় দু'মাস একটানা পড়লাম। কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে মিল খুঁজে পেলাম। একজন সত্যিকারের খ্রিষ্টান জানেন যে, বাইবেলে শুকরের গোশত খাওয়া এবং ওয়াইন (মদ) পান করা হারাম। বাইবেলে ঈসা (আঃ) বলেছেন, কেউ আমার পরে নবী হয়ে আসবে, মারিয়াম (আঃ) মুসলমানদের মত পোষাক পরতেন ইত্যাদি অনেক বিষয় আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে, ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম। দু'মাস পর, আমার হৃদয় খুলে গেল এবং ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে মুসলমান হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

দাওয়াতী জীবন : মুহাম্মাদ লেকা তার মুসলিম জীবনের শুরু থেকেই দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। ইসলাম গ্রহণ করার 'অপরাধে' পিতা বাড়ি থেকে বের করে দেন। মা কথা বলা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ও সাহস হারাননি। ধারাবাহিকভাবে বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তার অব্যাহত প্রচেষ্টায় প্রথমে মা, এরপর ভাই, একে একে পরিবারের সবাই ইসলাম গ্রহণ

করেছেন। এরপর এলাকার লোকদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ দেশ, পরবর্তী সময়ে বিশ্বে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে পদব্রজে সফর করেছেন। তিনি ১৫৬ টির অধিক দেশে ঘুরে ঘুরে ইসলাম প্রচার করেছেন। ৪০টি দেশে হেঁটে ২৯ হাযার কিলোমিটার সফর করেছেন। বার্ধক্যের কারণে এখন হেঁটে বেশী সফর করতে পারেন না। এ জন্য বিশেষ পদ্ধতির শক্তিশালী গাড়ি বানিয়েছেন। গাড়িটি সমতল, জঙ্গল ও পাহাড়ি সব ধরনের রাস্তায় চলতে সক্ষম।

'ইসলাম শান্তির ধর্ম' এই শ্লোগান নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি দাওয়াতের কাজ করছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে বিপুল সংখ্যক মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। দাওয়াতের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি আরব দেশেও গিয়েছেন। সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার এবং আরব আমিরাত সফর করেছেন। দাওয়াতের পথে তিনি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। ঘরবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিন মাস শিক্ষকতা করার চুক্তি করেছেন। এই তিন মাসের বেতন নিয়ে পরবর্তী তিন মাস সফর করবেন! এভাবেই রুটিন করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, খ্রিষ্টানদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। সূরা মারিয়ামই যথেষ্ট। অধিকাংশ খ্রিষ্টান জানেই না যে, পবিত্র কুরআনে সূরা মারিয়াম নামে কোন সূরা আছে! এই সূরায় তাদের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা আছে। ইউরোপের গ্রাম-গঞ্জে খ্রিষ্টানদের সামনে সূরা মারিয়ামের অনুবাদ শোনালে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। খ্রিষ্টানদের বোঝাতে হবে তিনি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। যিনি কখনো একটিও মন্দির ধ্বংস করেননি এবং কখনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেননি।

আমার দাওয়াত দেখে সারা বিশ্বের অনেক মানুষ অবাক হয়ে গেছে। কখনো কখনো লোকেরা আমার গাড়ি থেকে আমার ইমেইল ঠিকানা পায় এবং আমাকে আমার মিশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আমি যখন কোন দেশে যাই, তখন সেখানকার মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে অধ্যয়ন করতে আমার ১০ দিন সময় লাগে। তবেই আমি তাদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলি। আমি নিজেকে কোন আলেম কিংবা শায়খ বলছি না। তবে আমি কিছু মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের দেখেছি তারা ইসলামকে একঘেয়ে ও ভীতিকরভাবে উপস্থাপন করে। নিঃসন্দেহে তাদের উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু পদ্ধতি ভাল নয়। মুসলমান কোন ধর্মপ্রচারক কোন খ্রিষ্টানের সাথে ভ্রু কুচকে রাগের স্বরে কথা বলা কিংবা 'আমার ধর্ম তোমার চেয়ে ভাল' এ কথা বলা উচিত নয়।

ইসলাম মানে অপরের সাথে তুলনা করা, সামান্য ভুল করলেই মুসলিম থেকে বাদ পড়ে যাওয়া নয়। ইসলাম ভালবাসা ও শান্তির ধর্ম। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। এখন আমার ওপর আবশ্যক, ইসলাম বঞ্চিতদের নিকট ইসলামের মহা নে'মত পৌঁছে দেওয়া। রোমানিয়ায় এক হাযার মানুষকে কালেমা পাঠ করানোর সময় বলেছিলাম, মেহনতের কিছু কিছু ফল হাতে আসা শুরু করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, নিজ শহরেই এখন মুসলমানদের সংখ্যা ৮০ হাযার ছাড়িয়ে গেছে! সমগ্র দেশে এর পরিমাণ অর্ধ মিলিয়ন! আল্লাহ আমাদের ইসলাম উপহার দিয়েছেন। এই উপহারটি সমস্ত মানবতার কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- ❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- ❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- ❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- ❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

এক ফোঁটা মধু

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

অনেক দিন আগের কথা। এক শিকারীর একটি পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটি চিকন ও লম্বা হওয়ায় অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারত। শিকারীর নির্দেশে কুকুরটি কখনো খরগোশ ও হরিণের পিছু ধাওয়া করত। আবার কখনো তীরবিদ্ধ পাখিকে মারা যাওয়ার পূর্বেই মালিকের কাছে পৌঁছে দিত। একদিন শিকারী তার কুকুরকে সাথে নিয়ে শিকারে গেল। অতঃপর একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করে একটি পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছাল। পাহাড়টি সবুজ গাছ, লতা-পাতা ও ফুল-ফলে ঘেরা ছিল। সেখানে সে একটি গুহা দেখতে পেল। সে গুহার চারপাশে মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল। আর এক পাথরের গা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মধু পড়ছিল। শিকারী বুঝতে পারল পাশেই হয়ত মৌমাছির বাসা রয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন কোন মানুষ যায় নি। ফলে অনেক মধু জমা হয়ে পাথরের গা বেয়ে চুইয়ে পড়ছে। এটা দেখে শিকারী অনেক খুশি হ'ল।

সে ভাবল, এই মধুর সন্ধান আর কেউ না পেলে অনেক দিন কষ্ট করে শিকার ধরার প্রয়োজন হবে না। প্রতিদিন এখানে এসে কিছু মধু শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করব। এভাবে আমার অনেক দিন কেটে যাবে। এ মধু অনেক দিন শেষ হবে না। কারণ পাহাড়ের পাদদেশে অনেক ফুল রয়েছে। মৌমাছিরা সে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে নতুন নতুন বাসা তৈরী করবে।

শিকারী নিজের মুখে একটা কাপড় বেঁধে মধু সংগ্রহে নেমে পড়ল। তার কাছে যে পানির পাত্র ছিল তাতে মধু ভর্তি করে শহরের এক বাজারে নিয়ে আসল। কুকুরটি তার সাথেই ছিল। এক মুদি দোকানীর কাছে গিয়ে বলল, আমার কাছে খাঁটি মধু আছে, আমি সেটা বিক্রি করতে চাচ্ছি। দোকানদার সে মধুর কিছুটা স্বাদ নিয়ে বলল, অনেক সুন্দর। আমার কাছে কয়েক রকমের মধু মওজুদ আছে। এক প্রকার মধু আমি গ্রাম থেকে নিয়ে এসে মোম আলাদা করে পরিশোধন করে খাঁটিটা বিক্রি করি। আর এক প্রকার মধু যা মৌয়ালদের কাছ থেকে কিনে মোমসহই বিক্রি করি। আর একটি মধু পরিশোধিত করে তারা নিয়ে আসে। আমি আলাদাভাবে সেটা কিনে বিক্রি করি। মাঝে মাঝে তাতে চিনি মিশানো থাকে। যারা মধু চিনতে পারে তারা সেটা পসন্দ করে না। প্রত্যেক প্রদেশের খাঁটি মধুর একটা বিশেষ স্বাদ রয়েছে। কিন্তু আপনার মধু অন্য সকল মধু থেকে আলাদা। তার গন্ধ এবং স্বাদ থেকে বুঝা যাচ্ছে এটি আসলেই খাঁটি। যে প্রদেশ থেকে এসেছে সেখানকার ফুল অবশ্যই সুগন্ধিময়। আমি ইনছাফ প্রিয় মানুষ, আপনার মধু চড়া মূল্যে কিনে নিব। কিন্তু আমায় কথা দিতে হবে এই মধু শুধু আমার জন্যই নিয়ে আসবেন। শিকারী আনন্দিত হয়ে বলল, কথা দিলাম। আমার কাছে অনেক মধু আছে। যদি দেখি আপনি ভাল মূল্য দিচ্ছেন এবং আমাকে প্রতারিত করছেন না তাহ'লে প্রতিদিন আমি এক মটকা মধু নিয়ে আসব। দোকানী খুশি হয়ে সেই মটকাটা দাঁড়িপাল্লায় ওযন করল। অতঃপর অন্য পাত্রে মধু ঢেলে খালি পাত্রটা ওযন করল যাতে মধুর সঠিক ওযন বুঝতে পারে।

ঐ দোকানী তার দোকানে ইঁদুর ধরার জন্য একটা বেজি পুষত। দোকানদার যখন মধু অন্য পাত্রে ঢালতে গেল ঠিক তখনই এক ফোঁটা মধু মাটিতে পড়ে গেল। বেজি দ্রুত সে মধু চেটে খাওয়ার জন্য দৌড় দিল। এ সময় শিকারীর পোষা কুকুর বেজিকে দেখতে পেয়ে হামলা করল। সে বেজির গলায় কামড় দিয়ে রক্ত বের করে দিল। দোকানী তার বেজিকে খুব পসন্দ করত। কুকুরের এই কাণ্ড দেখে সে রেগে দাঁড়িপাল্লার হাতল দিয়ে কুকুরের মাথায় জোরে আঘাত করল। ফলে কুকুর বেহুশ হয়ে গেল। শিকারীও তার পোষা কুকুরকে অনেক পসন্দ করত, একারণে সেও রেগে গিয়ে মধুর পাত্রটা দিয়ে দোকানীর মাথায় আঘাত করে সেটা ভেঙ্গে ফেলল। দোকানী চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেল। দোকানীর প্রতিবেশীরা এই অবস্থা দেখে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের খবর দিল। তারা সেখানে একত্রিত হয়ে শিকারীকে কিল, ঘুষি দিতে থাকল। শিকারী নিজের কোমরে বেঁধে রাখা চাকু দিয়ে কয়েকজনকে যখম করে দিল।

এই পরিস্থিতিতে চিৎকার-চেঁচামেচি বেশী হওয়ায় টহলদার পুলিশ এসে শিকারীসহ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দারোগার কাছে ধরে নিয়ে গেল। দারোগা এক এক করে বিষয়টি তদন্ত করে বললেন, যাও দেখে আস দোকানী জীবিত আছে নাকি মৃত। খবর আসল দোকানী জীবিত কিন্তু তার মাথা মারাত্মক যখম হয়েছে। দারোগা সকলকে বিচারকের কাছে পাঠালেন এবং বললেন, বিচারক যা রায় দিবেন তাই কার্যকর করা হবে। বিচারক দোকানী, শিকারী এবং যারা এই ঝগড়ায় অংশ নিয়েছিল তাদের সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞাসা শেষে বললেন, বেজি একটা প্রাণী তাই সে এক ফোঁটা মধু খেতে চেয়েছিল। বেজিকে তো শাস্তি দেওয়া যায় না। কুকুরও তো একটা প্রাণী তাকেও তো শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু দোকানী ধৈর্য ধরতে পারত। তার কুকুরকে মারা ঠিক হয়নি। আবার শিকারীরও দোকানদারকে আঘাত করা উচিত হয়নি। এখানে ভুল তো শিকারীর। কেননা সে তার কুকুরকে বাঁধন ছাড়া বাজারে নিয়ে এসেছে। অন্যান্য লোকজন মুদি দোকানীর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে দোকানীকে সমর্থন করে মারামারি করেছে। শিকারীও নিজের জীবনের ভয়ে ছুরি দিয়ে মানুষকে যখম করে প্রতিরোধ করেছে।

আমরা কাউকেই জরিমানা কিংবা শাস্তি দিতে পারি না। সকলের উচিত যুলুম দেখলে পুলিশ কিংবা বিচারকের কাছে যাওয়া। নিজেরা মতবিরোধ করে ছোট বিষয়কে বড় করা উচিত নয়। এখন কারও কি কোন অভিযোগ আছে? উপস্থিত

কেউ কথা বলল না। বিচারক বললেন, তোমাদের অপরাধ হ'ল মূর্খতা। যখন মানুষ অশিক্ষিত হয় তখন প্রতিদিন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। যদি মানুষ শিক্ষিত ও দায়িত্ববান হ'ত তাহ'লে পোষা কুকুরকে এভাবে বাঁধন খুলে বাজারে আনত না, দোকানী বিড়ালের পরিবর্তে বেজি পুষত না, কুকুরকে আঘাত না করে পুলিশের কাছে বিচার দিত, ক্ষতিপূরণ দাবি করত আর ঝগড়া ওখানেই মিটে যেত। অতঃপর এক কুকুরকে যখন মারা হ'ল তখন মানুষ অপর মানুষকে মধুর পাত্র দিয়ে না মেরে বিচারকের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইত। যেখানে পুলিশ কর্মকর্তা ও বিচারক আছে সেখানে এমন ছোট খাট বিষয়গুলো সমাধান করা সম্ভব। পৃথিবীর সকল যুদ্ধ ও মারামারি প্রথমে ছোটই থাকে। অতঃপর মূর্খরা সেগুলোকে বড় বানায়। সামান্য এক ফোঁটা মধুর জন্য মানুষটি মারাত্মক আহত হ'ল। যাহোক এখানে যেহেতু কারও অভিযোগ নেই সুতরাং সবাইকে ক্ষমা করা হ'ল।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত।]

শিক্ষা : এই গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি গল্পের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বাস্তবেই আমরা সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। ফলে নগণ্য বিষয় থেকে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। এটি আমাদের অজ্ঞতা, মাত্রাতিরিক্ত রাগ ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতার কারণে ঘটে থাকে। সেকারণে উদ্ভূত যেকোন অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে ঘটনা বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেই সাথে রাগের বশবর্তী হয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলার অগ্নিতে উত্তাপ না বাড়িয়ে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[অনুবাদক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।

বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

একজন ক্ষুধার্ত দিনমজুরের দো'আ

-ডা. আব্দুর নূর তুষার, ঢাকা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় আমার মা আমাকে সপ্তাহে ১০০ টাকা দিতেন যাতায়াত ভাড়া আর ৫০০ টাকা দিতেন মাসের অন্যান্য খরচের জন্য। সব মিলিয়ে ৯০০ টাকা। আমার সারা মাসে যাতায়াতে লাগত ৩০০ টাকা।

সরাসরি মিনিবাসে চানখারপুল বা বখশিবাজার যেতে আসতে মিরপুর থেকে দিনে ১০ টাকা। মুড়ির টিন (বড় বাস)-এ চড়লে ৬ টাকা, ছাত্র আইডি কার্ড দেখালে হাফ ভাড়া ৩ টাকা। তাই প্রতিবার মাসের শেষ সপ্তাহের শুরুতে ১০০ টাকা পেলেই আমি চলে যেতাম নিউমার্কেটে। হেঁটে যেতাম যাতে পয়সা বাঁচে, আর জমানো পুরো টাকা দিয়ে বই কিনতাম।

একবার সেরকম বই কিনে পকেটে আছে ১২ টাকা। রিকশা দিয়ে বাড়ী ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন ২য় বর্ষে পড়ি। রিকশাওয়ালা অতিরিক্ত ভাড়া চাইতে থাকায় আমি হেঁটে কলাবাগান চলে আসলাম। কলাবাগান থেকে আমার বাসার রিকশা ভাড়া ছিল আট টাকা। কেন যেন কোন রিকশা সেদিন আর যেতে রাযী হয় না।

আমি রাগ করে হেঁটে চলে এলাম আসাদগেট। এবার একজন রাযী হল যেতে। কিন্তু ভাড়া তখনো বেশী। পকেটের ১২ টাকাই সে চায়, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম হেঁটেই বাড়ী ফিরবো।

ঠিক কলেজ গেট আর শ্যামলীর সংযোগস্থলে আসতেই দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক দিনমজুর কাঁদছেন আর বলছেন, 'আল্লাহ তোমার দুনিয়ায় কি কেউ নেই, যে আমায় একবেলা ভাত খাওয়াতে পারে!'

তার সাথে কথা বলে মনে হ'ল তিনি সত্যি কথা বলছেন। সকালে এসেছিলেন তুরাগ নদীর ওপার থেকে বছিলা হয়ে। দেরী হয়ে যাওয়ায় কাজ পাননি। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আজকে না খেলে তো কালকেও কাজ করতে পারবো না'।

খাওয়ানোর জন্য উল্টোদিকের হোটেলে তাকে নিয়ে যেতেই বললেন, কই মাছ দিয়ে ভাত খাবেন। হোটেলওয়ালা বলল, ভাত আর কই মাছ ১২ টাকা দাম। পকেটের সব টাকা দিয়ে তাকে ভাত আর কই মাছ খাওয়ালাম। তিনি হাত তুলে আমার জন্য যে দো'আ করলেন, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

'আল্লাহ, আমার ভাইটার জীবনে যেন কোনদিন ভাতের অভাব না হয়'।

আমি বাকি রাস্তা হেঁটে মিরপুরে আমার বাড়ীতে ফিরলাম।

আমার পকেটে বহুদিন টাকা ফুরিয়ে গেছে। (যখন এভাবে বই বা খেলনা কিনেছি) এমনকি বিদেশেও একবার এমন হয়েছিল। পকেটে টাকা নেই। থাকতে হবে আরো দু'দিন। খিদে লাগার সাথে সাথে কেউ না কেউ, আমাকে খাবার সেধেছে। আমার জীবনে এখনো ভাতের অভাব হয়নি।

সেদিন কেন এতটা পথ হেঁটেছিলাম?

এখন বুঝি , আমি স্বেচ্ছায় হাঁটিনি। সেই দিনমজুরের দো'আ কবুল হয়েছিল। আমি হেঁটেছিলাম, কারণ আল্লাহ সেদিন আমার মাধ্যমে তাকে ভাত পাঠিয়েছিলেন।

তাকে আরেকবার খুঁজে পেলে আমার জন্য দো'আ করতে বলতাম।

বলতাম, আল্লাহকে বলেন ভাই! 'আমার ভাইটা যেন প্রিয় মানুষের ভালবাসার মধ্যে মরতে পারে'।

এক নিঃসন্তান বোনের আর্তনাদ

ইনফার্টিলিটি (Infertility) 'বন্ধ্যাত্ব' ডাক্তার দেখাতে ঢাকা বারডেম ২-এ এসেছি। সিরিয়াল দিয়ে পাশেই বসা এক ভদ্র মহিলার সাথে কথা বলে সময় পার করছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ের কত বছর? বললেন, ২৫ বছর। একটিও সন্তান নেই? না। উত্তর শুনে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়েছিলাম। বললাম, আপনার স্বামী কোথায়? বলল, নীচে রিসিপশনে গিয়েছে। একটু পর একজন মধ্যবয়স্ক লোকের দিকে ইশারা করে বলল, উনিই আমার স্বামী। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি। আর চুলেও বার্ধক্যের ছাপ।

আমি তখন কিছু সময়ের জন্য আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। ২৫ বছর ধরে এই মানুষ দু'টি একটি সন্তানের আশায় প্রহর গুনছে। তারা কিভাবে দু'যুগেরও অধিক সময় পার করেছে ভেবেই যাচ্ছিলাম। কারণ আমরাও যে এক নিঃসন্তান দম্পতি। আমি তো ৫/৬ বছরে ধরে একটি সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কিভাবে সম্ভব এত বছর এভাবে পার করা। ভাবতে ভাবতেই আমার সিরিয়াল আসল। ডাক্তার ছাহেব সব রিপোর্ট দেখে বললেন, অনেক দিন ধরেই তো ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন। বরের রিপোর্ট তো ভাল আসছে না। এই রিপোর্টে বাবা হওয়া সম্ভব নয়। একটা কথা বলি, আপনারা একটা সন্তান দত্তক নেন। কথাটা শুনে আমার ভিতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে কিছুই বুঝতে দিচ্ছিলাম না।

বাসায় আসলাম। দত্তক নেওয়ার বিষয়টি ভাবলাম। আমি পর্দা করি। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি। আর ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী পালক সন্তান ঔরসজাত সন্তানের মত নয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে তার সাথে পর্দার বিধান প্রযোজ্য হবে। তাই এই চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিলাম।

আমার কোন বোন নেই। ছোট একটি ভাই আছে। একদিন মাকে কল করে কথায় কথায় ছোট ভাইয়ের কথা বললাম, মা ধর, আমার যদি বাচ্চা না-ই হয়, পালক পুত্রও তো আনতে পারব না। কারণ সে বড় হ'লে শারঈ পর্দার কারণে তাকে কাছে রাখতে পারব না। কিন্তু যদি ওর (ছোট ভাই) বিয়ের পর আল্লাহ সন্তান দিলে আমাকে যদি একটা ছেলে সন্তান দেয়, তাহ'লে তো আমি তো তার ফুফু হব। তার সাথে আমার দেখা করা জায়েয। এভাবে আমি ওকে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করে তুলব। কিন্তু ছোট ভাইয়ের মেয়ে হ'লে সে তো বড় হয়ে শারঈ পর্দার কারণে আমার বরের সাথে দেখা করতে পারবে

না। আমার মা আমার বাচ্চাসুলভ অদূর ভবিষ্যতের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলল, আল্লাহ তোমাকেও সন্তান দিবে মা। তুমি দো'আ করতে থাক।

ঘটনাটি ২০১৫ সালের। আজ ২০২৩ সালের জুন মাস। ১০ই জুন বিয়ের ১৪ বছর পূর্ণ হবে। বৈবাহিক জীবনের ১৩ টি বসন্ত পার করলাম। আজও আমরা ২ থেকে ৩ হ'তে পারিনি। প্রতিটি মাসেই আশায় থাকি। মাস শেষে সুসংবাদ পাব, কিন্তু না। আমার আশা অপূরণীয়ই থেকে যায়। মাস শেষে সুখবর না পেয়ে পাথর হয়ে যাই। এখন আর হাউমাউ করে কাঁদি না। চোখ দু'টি শুধু ঝাপসা হয়ে আসে। মুখ ফুঁটে কোন আওয়াজ বের হয় না। এই ১৪ বছরে কত ডাক্তার, কত ঔষধ, কত কি কি করেছি, কত টাকা খরচ করেছি তার কোন হিসাব নেই।

জীবনের এই সময় এসে আমার মনে পড়ে সেই মহিলার কথা যে বিয়ের ২৫ বছর পরেও মা হ'তে পারেনি। সেদিন কি আমি ভেবেছিলাম, আমিও ১৪ বছরে সন্তানের মুখ দেখব না। এই ১৪ সংখ্যাটি ভবিষ্যতে কত সংখ্যায় রূপ নেয় সেটাও জানিনা। এটাও জানিনা কতদিন বাঁচব? কিভাবে কাটবে আমার এই নিঃসন্তান জীবন? একাকীত্ব, বিষন্নতা আমাকে কুরে কুরে খায়।

স্বামীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কোন অভিযোগ নেই। বড্ড ভালবাসি মানুষটাকে। একবার এক ডাক্তার আগেরজনের মতই রিপোর্ট দেখে বলল, নরমালি সম্ভব না। আইভিএফ করেন, হ'লে হ'তেও পারে। আরও কিছু হতাশজনক কথাবার্তা। সেদিন আমার স্বামী আমাকে বলেছিল, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তোমাকে ছাড়া কিভাবে বাঁচব আমি? তবুও তোমার মা ডাক শোনার অধিকার আছে। যদি তুমি অন্যত্র কারও বাহুতলে আবদ্ধ হ'য়ে মা হ'তে চাইলে আমি তোমাকে আটকাবো না। কারণ আমি তোমাকে কখনই কষ্ট দিতে চাই না।

কথাগুলো উনার মুখ থেকে বের হয়ে আমার কলিজাটাকে যেন ছিদ্র করে ফেলল। চোখ দু'টি যেন ঝাপসা হয়ে এল। উনার মুখের দিকে তাকিয়ে উনার হাত দু'টিকে আমার হাতে মুষ্ঠিবদ্ধ করে বললাম, এই চিনলেন আমাকে? এক যুগেরও বেশী সময় পার করলাম একসাথে। এটা সত্য যে আমি সন্তানের মা হ'তে চাই। কিন্তু তার বাবা হবেন আপনি। আমি আপনারই সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চাই। আপনাকে ছাড়া আমার পৃথিবীটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া এক বিশেষ নে'মত। সন্তানের জন্য এই নে'মত আমি হারাতে চাই না।

আমার মা আর ছোট ভাই ছাড়া কোন আত্মীয়-স্বজন জানে না যে, ডাক্তারী হিসাবে আমার স্বামীরই সমস্যা। আর কাউকে জানাতেও চাই না। কিছু কথা গোপন থাক না। যেই মানুষটিকে উন্মাদের মত ভালবেসে হৃদয়ের মণি কোঠায় জায়গা দিয়েছি, তাকে অন্যের সামনে ছোট করতে চাই না। আসলেই মানুষটার প্রতি আমি মুগ্ধ। এই মুগ্ধতায় বিভোর থাকতে চাই আজীবন। এমন নয় যে, উনার সমস্যা বলে উনি আমার প্রতি অমায়িক। কেননা তার সমস্যা তো জানতে পেরেছি ৫/৬ বছর পর। কিন্তু এতগুলি বছর তো আমি মানুষটাকে দেখেছি, তিনি আমাকে কতটা ভালবাসেন।

উনি মসজিদের ইমাম। মসজিদ কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন বিভিন্ন বাড়ী থেকে তার খাবার আসত। আর আমি মাদ্রাসায় চাকুরী করতাম। বোর্ডিংয়ের খাবার খাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হবে ভেবে নিজের খাবার থেকে বাঁচিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসতেন। নিষেধ করলে বলতেন, খাওয়ার সময় তোমার কথা মনে হয়। কি আর করব বল? একদিন এক ছোট্ট ছেলেকে দিয়ে টিফিন পাঠিয়ে দিয়ে কল করে বলছেন, টিফিন খুলে দেখলে বুঝতে পারবা তোমাকে রেখে খাওয়ার সময় আমার কেমন লাগে? আমি টিফিন খুলে দেখলাম কই মাছ ভাজা, আর কি যেন তরকারি তা মনে নেই। কথার মর্ম তেমন কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু যখন মাছ প্লেটে নেওয়ার জন্য হাত দিলাম তখন বুঝলাম। কারণ মাছের এক পিঠ খাওয়া ছিল। আরেক পিঠ তিনি আমার জন্য রেখে দিয়েছেন। অনেক সময় তরকারি, ভাজির মধ্যে ভাত লাগানো দেখতে পেতাম। মানে খাওয়ার জন্য প্লেটে নিয়েও আমার জন্য উঠিয়ে রেখে দিতেন। অনেকের কাছে এই বিষয়গুলো খুব তুচ্ছ। কিন্তু আমি সেই ভাজা মাছেও আমার স্বামীর ভালবাসা খুঁজে পেয়েছি।

এই ১৪টি বছরে আজও কোন কারণে তিনি আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেননি। কখনো গায়ে হাত তুলেন নি। কোন বিষয় নিয়ে আমার রাগ থাকলে, আমি কিছু বললেও তিনি চুপ থেকে আমাকে বুঝান। নিজেকে তিনি দুর্বল ভেবে এমনটি করেন, বিষয়টা এমন নয়। তিনি মানুষটাই এমন। সবাই বলে অনেক ভাগ্য করে নাকি এমন স্বামী পেয়েছি। এই মানুষটার সাথেই বাকী জীবন কাটাতে চাই। তাকে নিয়েই নাতী-নাতনীদের সাথে খেলা করতে চাই। আদৌ আসবে কি সেই দিন? হ'তে পারবো তো এক রত্নগর্ভা জননী?

নির্ঘুম রাত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কান্না করার দিন কি কখনও শেষ হবে? একজন নিঃসন্তান নারীর মনের ভিতরে বয়ে যাওয়া যন্ত্রণা বুঝার ক্ষমতা কারও নেই। আমি কল্পনায় আমার সন্তান, আমার মাতৃত্বকে ভেবে যাই প্রতিনিয়ত। কিন্তু বাস্তবতায় যখন ফিরে আসি, তখন তার কোন অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাই না। আমার চারপাশটা ভীষণ রকম একা। বিছানায় নিজের পাশে হাত বুলিয়ে ছোট এক অবুঝ শিশুর হাত-পা নাড়িয়ে খেলা করার দৃশ্য আমি দেখতে পাই। কিন্তু সেটা কল্পনা মাত্র। আমার মাতৃত্ব কল্পনাতেই সুন্দর।

হে কা'বার মালিক! তুমি চাইলে এই কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপ নিতে পারে। এই আশা বুকে নিয়েই দিনগুলো পার করছি। আমি আশাবাদী। আমার প্রভুর আমাকে নিরাশ করবেন না। তিনি তো ঐ প্রভু, যিনি কুমারী মারিয়ামকে পিতা ছাড়া পুত্রের জননী করেছিলেন। নবী ইব্রাহীম ও যাকারিয়া (আঃ)-কে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছেন। তুমি তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমাকেও সন্তান দিতে সক্ষম। আমাকে এমন ভাগ্য দান কর, যেন আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান আমার জন্য তোমার দরবারে মাগফেরাতের দো'আ করতে পারে। আমার জন্য ছাদাকায়ে যারিয়া হ'তে পারে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। সেই দো'আটির জন্য হ'লেও আমি মা হ'তে চাই।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের দেশব্যাপী সফর

সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মে-জুন ২০২৩ দেশের প্রতিটি সাংগঠনিক যেলার তৃণমূল পর্যায়ে সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নিম্নে এই কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হ’ল-

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী-পশ্চিম, ২৫শে মে’২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন বজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মোহনপুর উপযেলা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে দ্বীনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। উক্ত বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা ‘যুবসংঘ’-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাক এবং সাধারণ সম্পাদক হাফেয তারেক বিন মুযাফফর। পূর্বনির্ধারিত সূচী মোতাবেক সেখান থেকে উক্ত উপযেলার দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় ধূরইল সোনারপাড়া জামে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে অপেক্ষমান ধূরইল এলাকা দায়িত্বশীল এবং অত্র এলাকার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বাদ আছর কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য প্রদান করেন। এখানে সভাপতিত্ব করেন ধূরইল এলাকা সভাপতি আবুল কালাম আযাদ। অতঃপর বাদ মাগরিব আতাপুর জামে মসজিদে গোছা ও কেশরহাট এলাকার দায়িত্বশীল এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। গোছা এলাকার সভাপতি মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেশরহাট এলাকার সভাপতি হাফেয দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমাদসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও স্থানীয় মুছল্লীগণ উপস্থিত ছিল। দিনব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আবুল কাশেম।

নলডাঙ্গা, নাটোর, ২৬শে মে’২৩, শুক্রবার : অদ্য কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ নলডাঙ্গা, নাটোর সফর করেন। সকাল ১১-টায় তারা নলডাঙ্গা থানায় পৌঁছালে ‘যুবসংঘ’-এর নাটোর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। পূর্বনির্ধারিত সূচী মোতাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সরকুতিয়া হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীতে সরকুতিয়া শাখা দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন। সেখানে শাখার সকল দায়িত্বশীলসহ যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও দফতর সম্পাদক যহুরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি সরকুতিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম‘আর খুৎবা প্রদান করেন এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হরিদাখলশি নতুন পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম‘আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবার পর শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় ও নছীহত প্রদান করা হয়। বাদ আছর হালতি পূর্বপাড়া জামে মসজিদে যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে স্থানীয় মুছল্লী ও ‘যুবসংঘ’-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে তা‘লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও দফতর সম্পাদক সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী উপস্থিত ছিলেন। বাদ মাগরিব পূর্ব সোনাপাতিল জামতলী জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে তা‘লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী এবং ফরমানুল ইসলাম।

রাজশাহী-পূর্ব, চারঘাট, ১১ই জুন’ রবিবার : অদ্য বাদ আছর চারঘাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চারঘাট উপযেলা ‘যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। চারঘাট উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। উক্ত অনুষ্ঠানে চারঘাট উপযেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর দায়িত্বশীলসহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি আনোয়ারুল হক এবং দফতর সম্পাদক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক খুরশেদ আলম।

রাজশাহী-সদর, পবা উপযেলা, ১৬ই জুন’২৩, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর যৌথ উদ্যোগে পবা উপযেলাধীন বড়গাছী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পবা উপযেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, যেলা ‘যুবসংঘ’-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মঈনুদ্দীন এবং সদর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ প্রমুখ। অতঃপর বাদ আছর নওহাটা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ এবং বাদ মাগরিব ঘোলহাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইসলামী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উভয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পবা-পূর্ব উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আবু বকর এবং প্রধান

অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁ, ২১শে জুন'২৩, বুধবার : অদ্য সকাল ৯টা নাগাদ বাগডোব আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আগত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মীযানুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, যুব বিষয়ক সম্পাদক নাজিমুদ্দীন মাস্টার প্রমুখ। অতঃপর রামরায়পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অবস্থানরত শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় উক্ত শাখার দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। এখানে উপরোক্ত দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আমীরুল ইসলামের আমন্ত্রণে অনন্তপুর শাখা সফর করা হয়। পথিমধ্যে চান্দাশে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত দারুল হাদীছ একাডেমী মাদ্রাসা পরিদর্শন করা হয়। অতঃপর যোহরের পূর্বে অনন্তপুর শাখায় অবস্থানরত কর্মীদের সাথে মতবিনিময় হয়। বাদ আছর মহাদেবপুরের বায়তুল হামদ জামে মসজিদে মহাদেবপুর উপযেলা ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সোনাপুর শাখার দায়িত্বশীল ও স্থানীয় মুছল্লীদের সমন্বয়ে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দিনব্যাপী কর্মসূচী শেষ হয়।

বগুড়া, ২৩শে জুন'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার সোনাতলা উপযেলায় পদ্দপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনাতলা উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে উপযেলাধীন শাখা ও এলাকার দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আল-আমীন এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সোনাতলা থেকে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় ও তাদের সফরসঙ্গীরা সারিয়াকান্দি উপযেলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সারিয়াকান্দি মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফীয়াতে উপস্থিত সারিয়াকান্দি উপযেলাধীন শাখাসমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হাকীম। এ সময় সারিয়াকান্দি উপযেলার দায়িত্বশীল ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের অনেকেই উপস্থিত ছিল। অতঃপর কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় সেখান থেকে সোনাতলা থানাধীন আচারের পাড়া জামে মসজিদে অপেক্ষমান কর্মীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তৎসংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। বাদ এশা উক্ত থানাধীন পূর্ব সুজাইতপুর শ্যামড়াপাড়া জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত দায়িত্বশীল এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বগুড়া, ২৪শে জুন'২৩, শনিবার : বগুড়া সফরের দ্বিতীয় দিন শনিবার সকাল ৯-টায় যেলা কার্যালয় ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আল-আমীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় যেলার কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর গাবতলী থানাধীন শাখাসমূহের দায়িত্বশীলদের নিয়ে খলিশাকুড়া শাখায় সংক্ষিপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গাবতলী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আবু বকরের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছাব্বির আহমাদ, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ছহীমুদ্দীন গামা এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আল-আমীন প্রমুখ। অতঃপর বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী শাহজাহানপুর থানাধীন বৃ কুষ্টিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে অপেক্ষমান শাহজাহানপুর ও বৃ-কুষ্টিয়ার কর্মীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অপরদিকে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ শেরপুর উপযেলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে বাদ মাগরিব হাপুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রমযান আলীর সভাপতিত্বে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বক্তব্য প্রদান করেন এবং শাহজাহানপুরের আলোচনা শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি বাদ এশা শেরপুরে আগমন করেন। কেন্দ্রীয় সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে দুই দিন ব্যাপী বগুড়া যেলা সফর সমাপ্ত হয়।

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর-পশ্চিম, ২৩শে জুন'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'যুবসংঘ'-এর দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার বীরগঞ্জ শাখা ও উপযেলার যৌথ উদ্যোগে চাকাই কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

হয়। বীরগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ রিফাত আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিল। সকাল ১০-টায় বিরল উপযেলার শাখাসমূহের কর্মীগণ বেতুড়া বাজার (ভারাডাঙ্গী) মসজিদে সমবেত হয়। কেন্দ্রীয় মেহমান ও তার সফরসঙ্গীরা সেখানে উপস্থিত হন। বিরল উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত দ্বীনী বৈঠকে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গুরুত্বপূর্ণ নছীহত প্রদান করেন। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রিফাত আলম এবং বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন। অতঃপর বাদ আছর দিনাজপুর সদর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে খানপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সদর উপযেলা, খানপুর এলাকা, ভিতরপাড়া, জাকিরপাড়া শাখার দায়িত্বশীল ও কর্মীরা উপস্থিত ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুছ ছবুর প্রমুখ। অতঃপর বাদ মাগরিব চিরিরবন্দর থানা সদরের আন্ধারমুহা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চিরিরবন্দর উপযেলা ও শাখার যৌথ উদ্যোগে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-জুয়েলের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত বৈঠকে পরামর্শ ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অতঃপর উক্ত উপযেলার দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের মাধ্যমে দিনব্যাপী যেলা সফর সমাপ্ত হয়।

ঢাকা (পূর্ব) বিভাগ

নারায়ণগঞ্জ, ৩রা জুলাই'২৩, সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন মারকাযুস সুন্নাহ মাদ্রাসা মসজিদে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রী য় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বিল্লাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে অত্র যেলা, পূর্বাচল-উত্তর এবং দক্ষিণ এলাকার দায়িত্বশীল ও কর্মীরা উপস্থিত ছিল। বাদ মাগরিব যেলা 'যুবসংঘ'-এর কর্যালয়ে যেলা সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে রূপগঞ্জ উপযেলা ও কাঞ্চন পৌর এলাকার দায়িত্বশীলবৃন্দের সাথে মতবিনিময় হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় মেহমান উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অতঃপর বাদ এশা পাচরুখী মাইজপাড়া হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান পাচরুখী উপযেলার দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফী এবং সাবেক কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বিল্লাল হোসাইন।

বিভাগীয় যুব সমাবেশ

ঢাকা বিভাগ

নারায়ণগঞ্জ, ৩রা জুন, শনিবার : অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় 'যুবসংঘ'-এর ঢাকা বিভাগ (পূর্ব জোন) কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার আলী আহাম্মেদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তন কক্ষে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে ঢাকা বিভাগের পূর্ব সাংগঠনিক জোনের যেলাসমূহ যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ঢাকা-দক্ষিণ, গাজীপুর-উত্তর, গাজীপুর-দক্ষিণ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী এবং নারায়ণগঞ্জের কর্মী, সমর্থক ও দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশ নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আবু সাঈদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ এবং উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমিন। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ইমাম-উলামা পরিষদের সহ-সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইমাঈল মাদানী। এছাড়াও যেলা সভাপতিদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন শরীফুল ইসলাম (গাযীপুর-উত্তর), বোরহানুদ্দীন (গাযীপুর-দক্ষিণ), দেলোয়ার হোসাইন (নরসিংদী), সাখাওয়াত হোসাইন (মুন্সিগঞ্জ)। ঢাকা বিভাগের সাবেক দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নারায়ণগঞ্জ), হাতেম বিন পারভেজ (গাযীপুর), আব্দুল ওয়াদূদ (ঢাকা), হুমায়ুন কবীর (ঢাকা), ছফিউল্লাহ (ঢাকা) এবং মুহাম্মাদ ফেরদাউস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ এবং গাযীপুর-দক্ষিণ যেলার সভাপতি আলে ইমরান।

রংপুর বিভাগ

রংপুর মহানগর, ৬ই জুলাই'২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য দুপুর ২ ঘটিকা হ'তে 'যুবসংঘ'-এর রংপুর বিভাগ কর্তৃক

মহানগরের কাছনা ত্বকিটারীতে অবস্থিত দারুল কুরআন মডেল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে রংপুর বিভাগের ৯টি সাংগঠনিক যেলার কর্মী, সমর্থক ও দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মফিযুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন অত্র যেলার সভাপতি মতিউর রহমান। অতঃপর প্রথম অধিবেশনে যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন আব্দুল্লাহ আল-মামূন (গাইবান্ধা-পশ্চিম), মনছুর আলী (লালমনিরহাট), সাইফুর রহমান (দিনাজপুর-পূর্ব), আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (দিনাজপুর-পূর্ব), মুজিবুর রহমান (কুড়িগ্রাম), রেযাউল করীম (রংপুর-পশ্চিম) এবং লালমনিরহাট যেলার সাবেক সভাপতি শিহাবুদ্দীন প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি সাইফুর রহমান।

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া, ৮ই জুলাই, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী বিভাগ কর্তৃক বগুড়া যেলার সাত মাথা সংলগ্ন যেলা স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা আমীনুল হক দুলাল মিলনায়তন কক্ষে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে রাজশাহী বিভাগের ১১টি সাংগঠনিক যেলার কর্মী, সমর্থক ও দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান বেলাল। অতঃপর প্রথম অধিবেশনে যেলা সভাপতিদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন মুহাম্মাদ আলী (নাটোর), রাসেল আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), আবুল কাশেম (রাজশাহী-পশ্চিম), মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার (জয়পুরহাট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হুমায়ুন কবীর এবং বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ আলোচক হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ এবং ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বগুড়া যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ এবং যেলার সাবেক সভাপতি আব্দুর রাযযাক।

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপর, ৮ই জুলাই'২৩, শনিবার : অদ্য দুপুর ২ ঘটিকা হ'তে 'যুবসংঘ'-এর ময়মনসিংহ বিভাগ কর্তৃক জামালপর যেলাধীন মেলান্দহ, পাথালিয়ার মারকাযুল সুন্নাহ আস-সালাফী কমপ্লেক্সে এক বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফয়সাল মাহমূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবু মূসা আনছারী এবং জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদ বিন আব্দুল্লাহ প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে ময়মনসিংহ বিভাগের ৫টি সাংগঠনিক যেলার কর্মী, সমর্থক ও দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা বিভাগ

কুষ্টিয়া, ৮ই জুলাই'২৩, শনিবার : অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'তে 'যুবসংঘ'-এর খুলনা বিভাগ কর্তৃক কুষ্টিয়া যেলাধীন রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে এক বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তারিকুয্যামান। উক্ত সমাবেশে খুলনা বিভাগ হ'তে কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, ঝিনাইদহ এবং মেহেরপুর যেলার কর্মী, সমর্থক ও দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজমুল আহসান।

তা'লীমী বৈঠক

গাযীপুর (উত্তর), মণিপুর, ১৬ জুন'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাতিম বিন পারভেজ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা নিজাম উদ্দীন এবং মুহাম্মাদিয়া সালাফীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল্লাহ বিন জাবেদ। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল, কর্মী ও স্থানীয় মুছল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : আউস ও খাযরাজ কারা?
উত্তর : তারা আপন দু'ভাই।

২. প্রশ্ন : আউস ও খাযরাজ কার বংশধর ছিল?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-এর পুত্র নাবেত।

৩. প্রশ্ন : আউস ও খাযরাজদের মধ্যে সর্বশেষ কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়?
উত্তর : বু'আছ যুদ্ধ।

৪. প্রশ্ন : আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের প্রধান কারা ছিলেন?
উত্তর : সা'দ বিন মু'আয ও সা'দ বিন ওবাদাহ।

৫. প্রশ্ন : মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূল কোন গোত্রের ছিল?
উত্তর : খাযরাজ গোত্রের।

৬. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম কোন গোত্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন?
উত্তর : বনু নাযীর গোত্রের আবু ইয়াসির বিন আখত্বাব।

৭. প্রশ্ন : ইয়াছরিবে ইহূদীদের সবচেয়ে বড় আলেম কে ছিলেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)।

৮. প্রশ্ন : মসজিদে নববীর জমির মালিক কে ছিলেন?
উত্তর : ইয়াতীম বালক সাহল ও সোহায়েল বিন রাফে'।

৯. প্রশ্ন : কোন ছাহাবী সর্বপ্রথম আযানের বাক্যগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছিলেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রব্বিহী (রাঃ)।

১০. প্রশ্ন : মোট কতজন ছাহাবী আযানের বাক্যগুলো একই রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলেন?
উত্তর : ১১জন।

১১. প্রশ্ন : 'ছুফফাহ' শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : 'ছুফফাহ' অর্থ ছাপড়া অর্থাৎ যা দিয়ে ছায়া করা হয়।

১২. প্রশ্ন : যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের ওয়ালীমায় আহলে ছুফফাহ্তে কতজন জমা হয়েছিল?
উত্তর : প্রায় ৩০০ মানুষ।

১৩. প্রশ্ন : ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ মুহাজির ছাহাবীকে কোন আনছার ছাহাবী নিজের একজন স্ত্রীর সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?
উত্তর : সা'দ বিন রবী'।

১৪. প্রশ্ন : কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সর্বপ্রথম কোন আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা হজ্জ ৩৯ ও ৪০ আয়াত।

১৫. প্রশ্ন : কত হিজরীতে জিহাদ ফরয হয়?
উত্তর : ২য় হিজরীর রজব মাসে।

১৬. প্রশ্ন : যে সমস্ত যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন সেগুলোকে কি বলা হয়?
উত্তর : গাযওয়াহ।

১৭. প্রশ্ন : প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকার রং কেমন হ'ত?
উত্তর : সাদা।

১৮. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?
উত্তর : 'গাযওয়া ওয়াদ্দান' যুদ্ধে।

১৯. প্রশ্ন : ইসলামের ইতিহাসে কোন যুদ্ধে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে?
উত্তর : 'সারিইয়া নাখলা' যুদ্ধে।

২০. প্রশ্ন : নাখলা যুদ্ধে কুরাইশদের কোন নেতাকে হত্যা করা হয়?
উত্তর : আমর ইবনুল হাযরামীকে।

২১. প্রশ্ন : কত হিজরীতে মুসলমানদের ক্বিবলা পরিবর্তন হয়?
উত্তর : ২য় হিজরীর শা'বান মাসে।

২২. প্রশ্ন : কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে ক্বিবলা পরিবর্তন সূচক বিধান রয়েছে?
উত্তর : সূরা বাক্বারার ১৪৪ নম্বর আয়াতে।

২৩. প্রশ্ন : ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ কবে সংগঠিত হয়?
উত্তর : ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে (৬২৪ খৃ. ১১ই মার্চ)।

২৪. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে কতজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন?
উত্তর : ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছারসহ মোট ১৪ জন।

২৫. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধকালীন মদীনার আমীর নিযুক্ত হন কে?
উত্তর : অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)।

২৬. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধের মূল পতাকা বহনের দায়িত্বে ছিলেন কোন ছাহাবী?
উত্তর : মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)।

২৭. প্রশ্ন : আবু জাহলের আদেশ অমান্য করে কোন গোত্রপতি বদর যুদ্ধ ত্যাগ করেন?
উত্তর : বনু যোহরা গোত্রের নেতা আখনাস বিন শারীক্ব আছ-ছাক্বাফী।

২৮. প্রশ্ন : কুরাইশ নেতাদের মধ্যে কে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি?
উত্তর : আবু লাহাব।

২৯. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধকালীন কুরাইশ ফৌজে দৈনিক কতটি উট যবেহ করা হ'ত?
উত্তর : ৯ অথবা ১০টি।

৩০. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন কী ছিল?
উত্তর : আহাদ, আহাদ।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে গ্যাসক্ষেত্র কতটি?
উত্তর : ২৯টি।

২. প্রশ্ন : দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভোলা সদর ।

৩. প্রশ্ন : ২৬?
উত্তর : ৪১টি।

৪. প্রশ্ন : ২৬তম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় কোন বনভূমিকে?
উত্তর : বাইশারী ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে।

৫. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে খেলাপী ঋণের হারে ২য় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশ।

৬. প্রশ্ন : 'বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১' কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ২২শে মে ২০২৩।

৭. প্রশ্ন : GDP'র সাময়িক হিসাব (২০২২-২৩) অনুযায়ী দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার।

৮. প্রশ্ন : দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কক্সবাজারের খুরুশকুলে (৬০ মেগাওয়াট)।

৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের নতুন হাইকমিশনার কে?
উত্তর : সারাহ কুক।

১০. প্রশ্ন : দেশের দীর্ঘতম আণ্ডারপাস নির্মিত হবে কোথায়?
উত্তর : ঢাকার বিমানবন্দর এলাকায়। দৈর্ঘ্য ১.৭ কি. মি.।

১১. প্রশ্ন : 'এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ' গ্রন্থটির রচিয়তা কে?
উত্তর : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দীন।

১২. প্রশ্ন : মে ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতের কয়টি ভিসা আবেদন কেন্দ্র রয়েছে?
উত্তর: ১৬টি।

১৩. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন উপযেলা সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়?
উত্তর : কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

১৪. প্রশ্ন : সম্প্রতি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

১৫. প্রশ্ন : ২০২৩ সালে প্রথম নজরুল পুরস্কার লাভ করেন কে? উত্তর : শাহীন ছামাদ।

১৬. প্রশ্ন : সম্প্রতি জাপানের সাথে বাংলাদেশের কয়টি চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১টি চুক্তি ও ৭টি সমঝোতা স্মারক।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৮০৪.৫০ কোটি।

২. প্রশ্ন: জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।

৩. প্রশ্ন : জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : অষ্টম।

৪. প্রশ্ন : ঘূর্ণিঝড় 'মোখা'-এর নামকরণ করে কোন দেশ?
উত্তর : ইয়েমেন।

৫. প্রশ্ন : ভারতের নতুন সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
উত্তর : বিমল প্যাটেল।

৬. প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২৮ বার মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন কে?
উত্তর : কামি রিতা শেরপা (২৩শে মে ২০২৩ পর্যন্ত)।

৭. প্রশ্ন : ভারতে প্রথম ক্যাবলভিত্তিক রেল সেতুর নাম কী
উত্তর : অঞ্জি খাড় সেতু।

৮. প্রশ্ন : 'লিটল ইংল্যাণ্ড' নামে খ্যাত কোন দেশ?
উত্তর : বার্বাডোস।

৯. প্রশ্ন : ১৯শে মে ২০২৩ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাক অব ইন্ডিয়া বাজার থেকে কত রুপির নোট তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেয়?
উত্তর : ২,০০০ রুপির নোট।

১০. প্রশ্ন : ৭ই মে ২০২৩ কোন দেশ পুনরায় আরব লীগের সদস্যপদ ফিরে পায়? উত্তর : সিরিয়া।

১১. প্রশ্ন : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে খেলাপী ঋণের হারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : শ্রীলংকা।

১২. প্রশ্ন : আফগানিস্থানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : মৌলভী আব্দুল কবীর।

১৩. প্রশ্ন : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বব্যাপী করোনার যরূরী অবস্থা তুলে নেয় কবে?
উত্তর : ৫ই মে ২০২৩।

১৪. প্রশ্ন : প্রথম আরবীয় হিসাবে মহাকাশে হাঁটেন (স্পেসওয়াক) কে? উত্তর : সুলতান আল-নিয়াদি।

১৫. প্রশ্ন : ২০২৩ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : নরওয়ে।

১৬. প্রশ্ন : ২০২৩ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি? উত্তর : উত্তর কোরিয়া।

১৭. প্রশ্ন : সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিয়মিত দাতা

মাসিক ৫০০, ১০০০, ৫০০০ বা ততোর্ধ্ব পরিমাণ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন উক্ত মহতী প্রকল্পের একজন সম্মানিত **'দাতা সদস্য'** এবং এই নেকীর কাজের একজন গর্বিত অংশীদার। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনে বদ্ধপরিকর

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

বি. দ্র. :
- ২০২৪ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
- রামাযান মাস সহ সারা বছর ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এম; এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জুলাই-আগস্ট ২০২৩ মূল্য : ৩০ টাকা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত যুবকদের জন্য সংস্কারমূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বই

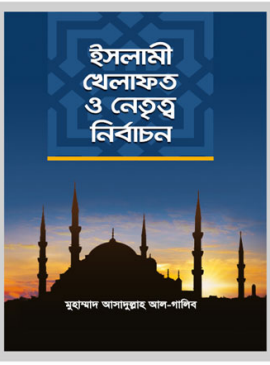

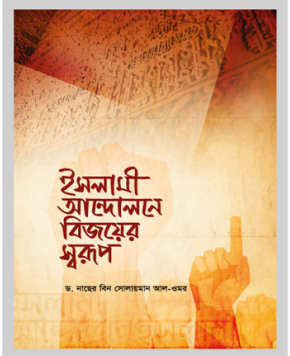

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

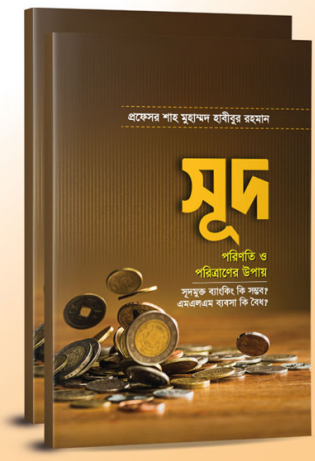

সদ্য পরিমার্জিত

সূদ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায় | প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে, সূদ তার মধ্যে অন্যতম। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। বইটিতে দুনিয়া ও আখেরাতে সূদের ভয়াবহ পরিণতি এবং সূদ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্টে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় তথা সূদমুক্ত ব্যাংকিং আদৌ সম্ভব কি-না এবং শরী'আতে এমএলএম ব্যবসার বৈধতা আছে কি-না? সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

www.tawheederdak.com